৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ২৭ জ্যৈষ্ঠ – ২ আষাঢ়, ১৪২৯ ঃ ১১ জুন – ১৭ জুন, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 33, 11 June - 17 June, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : দু বছরের কোভিড বন্ধ্যা পেরিয়ে হলে গিয়ে অফলাইনে দেওয়া

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল। মহামারির দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে যে সাহস দেখিয়েছিলেন অভিভাবক এবং পড়ুয়া তারই জয়ধ্বনি বাজল শিক্ষা প্রাঙ্গণে। এবারেও পুরানো ছন্দে এগিয়ে রইল জেলার মেধা।

রবিবার : ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার সবুজ সঙ্কেতে এবার মিশ্র কোভিড টিকার ছাড়পত্র পেল কোর্বেভ্যাক্স। ১৮ বছরের

উর্দ্ধে যেসব ব্যক্তরা মূল টিকা হিসাবে কোভিশিল্ড বা কোভ্যাক্সিন নিয়েছেন তারা এর বুস্টার ডোজ হিসাবে নিতে পারেন কোর্বেভ্যাক্স।

সোমবার : স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চিকিৎসার টাকা পাচ্ছে না বলে বেশ

কিছুদিন থেকে সোচ্চার বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম। মুখ্যমন্ত্রী তাদের লাইসেন্স বাতিলের হুমকিও দিয়েছেন। এবার স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চিকিৎসা দিতে বিপাকে পড়েছে সরকারি হাসপাতালগুলি। কার্ডের উপযুক্ত চিকিৎসার টাকা জোগাচ্ছে না সরকার।

মঙ্গলবার : ভবানীপুরের হরিশ মুখার্জী রোডের উপর অবস্থিত বাড়িতে

দিনে দুপুরে খুন হলেন এক গুজরাতি দম্পতি। ঘটনাস্থলের অদূরে মুখ্যমন্ত্রী ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো দুই ভিভিআইপির বাস। সবসময় নিরাপত্তারক্ষীর ঘেরাটোপে থাকে এলাকা। সেখানে এমন ঘটনায় আতঙ্কিত শহরবাসী।

বুধবার : রোজ ভ্যালি হোটেলস অ্যান্ড এনটারটেনমেন্টের প্রাক্তন

ডিরেক্টরদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিল দেশের শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি। লক্ষ্য বেআইনিভাবে বাজার থেকে তোলা ১০৬৭ কোটি টাকা লগ্নিকারীদের ফেরত দেওয়া।

বৃহস্পতিবার : এসএসসিতে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত নিয়ে চলছিল

শোরগোল। এবার প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ নিয়েও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ১৫ জুন সিবিআইকে প্রাথমিক রিপোর্ট দিতে হবে কোর্টে। এই মামলায় সহযোগিতা করতে সিবিআইয়ের প্রাক্তন যুগ্ম অধিকর্তা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী উপেন বিশ্বাসকে যুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার : সিবিআই যেন পিছু ছাড়ছে না বাংলার। ১১ বছর আগে

খুন হওয়া বালির তৃণমূল নেতা তপন দত্ত মামলাতেও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। নিজের আবেদন গৃহীত হওয়ায় খুশি তপনের স্ত্রী প্রতিমা দত্ত।

সবজান্তা খবরওয়ালা

পরিবেশে ডাহা ফেল ভারতবর্ষ

ওঙ্কার মিত্র

গত ৫ তারিখ আরও একটা পরিবেশ দিবস পেরিয়ে এলাম আমরা। অনুষ্ঠান, মিছিল, বক্তৃতা, সেমিনার, বৃক্ষরোপণ, বড় বড় ভাষণ দিয়ে আমরা দেখিয়ে দিলাম আমাদের পরিবেশ প্রেম। ডেস্ক ভরে গেল পরিবেশ সংক্রান্ত নানা অনুষ্ঠানের খবরে। প্রধানমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী পরিবেশ নিয়ে তাঁদের আগ্রহের কথা জানালেন। বড় বড় রঙিন বিজ্ঞাপনে ভরে উঠল সংবাদ মাধ্যমের পাতা। কিন্তু এসবই বৃথা চলে গেল দুই সংস্থার সমীক্ষার রিপোর্টে।

আমেরিকার দুই প্রতিষ্ঠান ইয়েল সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল ল অ্যান্ড পলিসি এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইন্টার ন্যাশনাল আর্টস সায়েন্স ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক–এর করা সমীক্ষায় যে এনভায়রনমেন্ট পারফরমেন্স ইনডেক্স বা পরিবেশ সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান সর্বনিম্ন অর্থাৎ ১৮০। প্রথম স্থান অধিকার করেছে ডেনমার্ক, দ্বিতীয় ব্রিটেন এবং তৃতীয় ফিনল্যান্ড। ২০১২ সালে

১৮০–র মধ্যে ভারতের স্থান ছিল ১২৫। ২০১৬–তে নেমে দাঁড়ায় ১৪১। ২০১৯ সালে ভারতের স্থান ছিল ১৬৮তম। এবার ২০২২–এর সমীক্ষায় শেষ স্থান দখল করেছে ভারত। স্বাভাবিক ভাবেই ভারতের পরিবেশের এই ক্রমাবনতি দেখিয়ে দিয়েছে মুখে আমরা যতই পরিবেশ প্রেমী হই না কেন আসলে সেটা একেবারেই আনুষ্ঠানিক। পরিবেশ রক্ষায় আসলে আমরা ডাহা ফেল।

ভারত যে এমন একটা স্থান দখল করবে তার ইঙ্গিত কিন্তু পাওয়া যাচ্ছিল ভারতবাসীর আচার আচরণে। নির্বিবাদে জলাশয় লুপ্ত করে, নদী খাল বিল বুজিয়ে আমরা অর্থ কামাতে ব্যস্ত। গঙ্গা দিয়ে সভ্যতার ক্লেদ বয়ে চললেও তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমাদের। গঙ্গার নামে কয়েকটি প্রকল্প রচনা করে আর তাতে কিছু টাকা বরাদ্দ করেই আমরা ক্ষান্ত। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মদতদাতা প্রশাসন। পরিবেশ রক্ষা নিয়ে নেতা মন্ত্রী আমলাদের নেতিবাচক ভূমিকা ভারতকে এই স্থানে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছে। এখানে পাহাড় জঙ্গল সমুদ্রের পাড়ে অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে সক্রিয় হতে হয় আদালতকে। প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছ ভারতের ডাক দিয়েছিলেন, নামামি গঙ্গে অভিযান চলছে। কিন্তু আমাদের আচরণে ভারতের বায়ু জল মাটি আজ দূষণে আক্রান্ত আর এই প্রকৃতি নিয়েই আমাদের আদিখ্যেতার শেষ নেই। অবিলম্বে এই দ্বিচারিতা বন্ধ হোক।

মজাখাতে পরিণত পদ্মা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

একসময়ে স্রোতস্বিনী ছিল। আজকের পদ্মাকে দেখে অতীতের সেই নদীকে চেনা যাবেনা। পদ্মানদীর উৎসস্থল নদিয়া জেলার নগর উখড়ার কাছে যমুনা নদী। সেখান থেকে প্রবাহিত হয়ে উত্তর চব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগরের চারঘাটের কাছে টিপির উত্তরে মোল্লাডাঙার যমুনা নদীতে মিলিত হয়েছে। উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত পদ্মা নদীর মোট দৈর্ঘ্য ২৫ কিমি এমনটাই উল্লেখ করেন, স্থানীয় আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। এক সাক্ষাৎকারে বাসুদেববাবু জানান, দেগঙ্গার চন্দ্রকেতুগড়ের খনা–মিহিরের ঢিবি থেকে দু'কিলোমিটার উত্তরের 'পদ্মা' এখনও অস্তিত্ব নিয়ে রয়েছে। শুষ্ক জলখাত ধরে হাঁটলে পাওয়া যায় হারানো গতিপথের পলিস্তর। কেউ কেউ মনে করেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চন্দ্রকেতুগড় প্রাচীন নগরীর প্রাণশক্তি ছিল পদ্মা। এই পদ্মাই ছিল চন্দ্রকেতুগড়ের সভ্যতা, সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মুখ্য প্রবাহ পথ। বিদ্যাধরী যদি সুন্দরবনের ব–দ্বীপ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে, তবে গাইঘাটা, হাবড়া, দেগঙ্গা, বাদুড়িয়া প্রভৃতি এলাকার ভূগঠনে যমুনা ও পদ্মার ভূমিকা অনস্বীকার্য। পদ্মা আপাতভাবে একই সঙ্গে যমুনার শাখা ও উপনদী হিসেবে ধারণা হয়ে

থাকে। হরিণঘাটা থেকে হাবড়ায় এসে পদ্মা দুটি ধারায় ভাগ হয়ে ফুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েতে নাংলা বিলে আবার মিলিত হয়ে চারঘাটে যমুনার দিকে এগিয়ে গেছে। নাংলা বিল নদীতে গতিপথে সৃষ্ট একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ।' বাসুদেব বাবু বলেন, পদ্মার উৎপত্তিস্থল বা উৎস মুখ আজকের দিনে সঠিকভাবে নির্ণয় করা বেশ শক্ত। মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগর সপ্তডিঙার মাধ্যমে এই পদ্মা নদী পথেই ভাটি অঞ্চলে বাণিজ্য করতেন বলে উল্লেখ আছে। আরও পরে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে ইসলাম প্রচারক পীরদের আগমনকালে নদী ধারা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণতর হলেও চালু ছিল নৌ চলাচল। দেবদাসপুরের প্রায় পনেরো কিলোমিটার দূরে শ্বেতপুর মালিগ্রাম হয়ে জীবনপুর, বাসুদেবপুর, কলসুর, মগরা পর্যন্ত আনুমানিক প্রায় ২৫ কিমি পথে পদ্মা এই নামটি সীমাবদ্ধ। বর্তমানে পদ্মার মজাখাত বলে কথিত এলাকায় এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, হরিণঘাটায় যমুনা নদী থেকে বেরিয়ে হাওড়া–নগরউখড়া রোডের পশ্চিমপাড় বরাবর কাজলা, ঝিকরা, বনবনিয়া, কামরখুরা হয়ে উত্তর হাবড়ার কাছে এসে দুটি পৃথক ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৭০–৮০ সাল নাগাদ হাবড়ায় পুরনো বাটার দোকানের সামনে যশের রোহের উপর কালভার্টটির নিচে দিয়ে পদ্মার একটি মজাখাতের প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। বলা যায়, হাবড়া শহরের এক বিশাল অংশের জল নিকাশির এটাই ছিল শেষ স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক খাত। এই ধারাটি সংহতি রেল স্টেশনের এসে ফুলতলার পাকা দিয়ে নাংলা বিলে মিশতো। অপর ধারাটি হাবড়া মডেল ও কামিনী কুমার গার্লস হাই স্কুলের পাশ দিয়ে জিরাট রোড অতিক্রম করে, হাবড়া টেলিফোন এক্সচেঞ্জের এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যশোর রোড অতিক্রম করে দক্ষিণ হাবড়ার ভিতর দিয়ে কুমড়ো কাশীপুর হয়ে জীবনপুর, বেড়াচাঁপার পাশ দিয়ে মির্জাপুর, কলসুর হয়ে নাংলা বিলের মধ্যমে দুই ধারা মিলিত হয়ে স্বরূপনগরের চারঘাটের কাছে মোল্লা ডাঙায় এসে যমুনায় মিশেছে।'

বিশিষ্ট এই আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক বলেন, 'মধ্যযুগের সাহিত্যে পদ্মার উল্লেখ দেখে মনে হয়, ওই সময়ে পদ্মা স্রোতস্বিনী নদী ছিল।' প্রত্নবিদ কুঞ্জ গোবিন্দ গোস্বামীর মতে, প্রাচীন কালে পদ্মা যে একসময়ে শক্তিশালী ছিল, তা স্থানে স্থানে সঞ্চিত সৈকত স্তূপ দেখলেই অনুমান করা যায়।'

কুপির আলোই ভরসা

সুভাষ চন্দ্র দাশ

আশা ভরসায় গ্রামবাসীরা। তাঁদের ছেলেমেয়েরা কুপির আলোতে পড়াশোনা

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে ডুবে যায় গোটা গ্রাম। বিদ্যুতের আলো পৌঁছায়নি গ্রামে। অগত্যা একমাত্র কুপির আলোই ভরসা। কবেই বা গ্রামের অন্ধকার ঘুচবে সে বিষয়ে গ্রামবাসীরা চাতকের মতো অধীর অপেক্ষায়। এই বুঝি গ্রামে বিদ্যুত এলো এমনই করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টায় রয়েছেন। বিগত ২০০২ সালের ২ জানুয়ারি বাম আমলের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রাঙাবেলিয়ায় প্রথম সুন্দরবন দিবস পালন উপলক্ষ্যে প্রধান অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। যাওয়ার সময় বাসন্তীর সোনাখালির জনৈক এক স্কুল ছাত্র সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিল, আমাদের এলাকায় বিদ্যুত নেই। পড়াশোনা করতে খুব অসুবিধা হয়। এমন কথা শোনার পরই তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুত সংযোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন রাঙাবেলিয়ার অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে। কথা দিয়েছিলেন এলাকায় বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে দেবেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথা অনুযায়ী ২০০২ সালের ২ এপ্রিল সোনাখালিতে বিদ্যুতায়ন হয়। পরবর্তী ২০০৭ সালে ৩ আগষ্ট নদী পার করে বাসন্তী বাজারে বিদ্যুত দেওয়ার কাজ শুরু হয়। ২০০৮ সালে ২৩ ডিসেম্বর বাসন্তী বাজারে বিদ্যুতের আলো জ্বলে। তারপর একে একে সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপ এলাকায় পৌঁছে যায় বিদ্যুত।

এরপর পাঁচের পাতায়

জলের এটিএম দীর্ঘদিন বিকল

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার হেড কোয়ার্টার্স আলিপুরে জেলাশাসকের কোর্ট চেম্বারের ঠিক পিছনেই সাগর ক্যান্টিনের পাশে দীর্ঘ দিন ধরে জলের এটিএম কাউন্টার বিকল হয়ে আছে। এই প্রচণ্ড গরমের সময়ে ওই কাউন্টার চালু থাকলে সাধারণ মানুষের খুব উপহার হতো। আলিপুরে জেলা পরিষদের দফতর সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয় ও কোর্ট আছে। প্রতিদিনই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ আসেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

যুদ্ধের ধাক্কায় ধরাশায়ী অর্থনীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : জ্বালানী তেল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের চড়া দামে এমনিতেই

হাঁপিয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষ। তার ওপর গত মে মাসের ২২ তারিখে বেড়েছে ৪০ বেসিস পয়েন্ট রেপোরেট। এতেও সামাল দিতে না পেরে ফের একবার চলতি মাসে কয়েকদিন আগেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৫০ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে বাড়ি গাড়ি সহ ভোগ্য পণ্যের ঋণে সুদ বাড়তে চলেছে। এই দম বন্ধ করা অবস্থার মধ্যে মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভায় বসল 'আন্তর্জাতিক অর্থনীতির হাল হকিকত এবং ভারতীয় বাজারে তার প্রভাব' শীর্ষক আলোচনা সভা।

এরপর পাঁচের পাতায়

চিকিৎসায় ও মানবিকতায় ...

M.: 9733770202 / 9733770303 / 9733770404

বড়দার

দি ডোঙ্গাড়িয়া

নার্সিং হোম

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড-এর

রুগী ভর্ত্তি চলিতেছে

মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয় ও সমস্ত রকম মেডিক্লেম কার্ডের মাধ্যমে ক্যাশলেস পরিষেবা দেওয়া হয়।

ডোঙ্গাড়িয়া চৌরাস্তা, নোদাখালী, দঃ ২৪ পরগণা

সাবালক হচ্ছে ভারতীয় অর্থবাজার

পার্থসারথি গুহ

সব কিছু ভেঙে যাওয়ার পর ফের নতুন করে সংসার নিয়ে বসা। এ গপ্পো দীর্ঘদিন ধরেই চালু আছে শেয়ার বাজারে। এ যেন অনেকে মসকরা করে বলে থাকেন, এ হল বালির ঘর। এই আছে, এই নেই। অনেক খেটে খুটে কেউ হয়তো বালি দিয়ে কোনও আকর্ষণীয় জিনিস তৈরি করলেন। কিন্তু এক লহমায়, সমুদ্রের এক বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় সব খানখান হয়ে গেল। কোভিড পরবর্তী জমানায় ভারতীয় শেয়ার বাজারে যেন চলছে এমনই এক নতুন ভিত প্রস্তরের কাজ। এর ওপরের দিকটা যদি ১৮ হাজার হয় নিফটির ভিত্তিতে, তাহলে নিচের জায়গাটা ১৬-১৬,৫০০ হতেই পারে। অন্তত এই অভিমত পোষণ করছেন বিশেষজ্ঞরাই।

শেয়ার বাজারেও এমন ঘটনা যে ঘটে না তা নয়। কোনও শেয়ারের দাম বাড়তে বাড়তে হয়তো মহীরূহ ছুঁয়ে ফেলল। তারপরেই তাকে গ্রাস করল এক ভয়াবহ পতন। যার হাত ধরে নতুন করে নিচের দিকে তলিয়ে যেতে থাকল শেয়ারটি। এ খেলা বহুদিন ধরেই চলে আসছে অর্থবাজারে। ভারত বলে নয়, তামাম দুনিয়ার শেয়ার বাজারেই এমন নাটকের শুরু ও যবনিকাপাত ঘটে চলেছে অহরহ।

অর্থনীতি

তবে তার মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা বাজারের এই তুর্কীনাচনের সঙ্গে তাল রাখার ধান্দায় না গিয়ে বেছে নেন এসআইপি বা সিস্টেমিক ইনভেস্টমেন্টের পদ্ধতি। অর্থাৎ নিয়ম মেনে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করা শেয়ার বাজারের জন্য। মাসের একটা সুনির্দিষ্ট সময় যা ব্যাঙ্কের খাতা হয়ে বয়ে যায় বাজারের দিকে। ইতিহাস বলছে, এমনভাবে যাঁরা ট্রেড করে থাকেন শেষপর্যন্ত তাঁরাই তাঁদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারেন শেয়ার বাজারে। নচেৎ লবডঙ্কা মিলতে সময় নেয় না। এমনকি তুমুল আর্থিক বিপর্যয়ের

মধ্যেও পড়তে হয় এলোমেলো শেয়ার ট্রেডিংয়ে। সেজন্যই বাজার বুল থাকুক আর বেয়ার, এসআইপি ধরে রাখাটাই শ্রেয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

প্রশ্ন উঠেছিল, এই কারেকশন কেমন পর্যায়ের হবে? অর্থাৎ তাতে কি নড়ে উঠবে স্টক মার্কেটের শক্তিশালী ভিত্তি। এ ক্ষেত্রে ক্রুড অয়েলের দামে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এই বাজার থেকে টাকা তুলে নিয়ে যাবে বলেই মনে করছেন কোটাক সাহেব। তেলের পাশাপাশি সোনার দামে ফের উত্তরণ আরও একটা বড় চিন্তার কারণ হতে চলেছে। যার নিট কথা হল, ইক্যুটি বা শেয়ার বাজারের বাজারের টাকা বোধহয় এবার স্থানান্তরিত হয়ে কমোডিটি অঞ্চলে ঢুকতে চলেছে। এরসঙ্গে আরও একটা বিষয় যথেষ্ট উদ্বেগ জাগাচ্ছে। তা হল, শুধুমাত্র হাতেগোণা কিছু শেয়ারের মধ্যেই এখন লিকুইডিটি ঘুরপাক খাচ্ছে। যা মোটেই খুব একটা সন্তোষজনক নয়। কিন্তু যে কতদিন চলবে সে ব্যাপারে কেউ খুব একটা আলোকপাত করেননি।

সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে একটা বড়রকমের দোলাচল কাজ করছে ট্রেডারদের মধ্যে। বিশেষ করে দেশি সাহেব বা ডোমেস্টিকরা বছরের প্রথম থেকেই বেচুবাবুকে হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাজেট পর্যন্ত তাদের এই মুড বজায় থাকলেও এখন অবশ্য তাঁরা ফের ক্রেতা হয়ে উঠেছেন। বস্তুত বিদেশিদের লাগাতার বিক্রির মাঝে তাঁদের কেনা স্বস্তি জোগাচ্ছে সাধারণ মানুষকে। তাই এখনই খুব বেশি চিন্তা না করে সাধারণ লগ্নিকারীদের মুনাফা পেলে তা উঠিয়ে নিতে পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। পরে স্থিতাবস্থা ফিরলে জোরকদমে বাজারে ফেরার পরামর্শ থাকছে।

এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর বিনিয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণভূমি এককথায় ভারত। চিনের বাবলস বা ফাঁপানো অর্থনীতির চেয়ে এদেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক জমাট সেটা মানেন প্রায় সকলে। এমনকি বিদেশিরাও। আপাতত রাজনীতির করাল ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে এদেশ অনেক উঁচু জায়গা ছুঁয়ে ফেলতেও পারে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাই নিফটির অন্তত তিনগুণ বৃদ্ধি হতে পারে আগামী ৪-৫ বছরে। তার থেকে বড় কথা বিদেশিদের দীর্ঘদিনের মৌরসিপাট্টাকে দূরে সরিয়ে ভারতের বাজারে হঠাৎ করে ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেছেন ডোমেস্টিক দাদা-ভাইয়ারা। যা নিঃসন্দেহে ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে।

উত্তরের আঙিনায়

দ্য রয়াল হেরিটেজ ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি : দার্জিলিং এর বিখ্যাত হোটেলগুলির সাথে পাল্লা দিচ্ছে মাদারীহাটের দ্য রয়াল হেরিটেজ। উত্তরবঙ্গের পর্যটকদের এবারে নতুন আকর্ষণ মাদারীহাটের দ্য রয়াল হেরিটেজ ক্যাম্প। এনজেপি ষ্টেশন থেকে গাড়িতে গেলে লাগবে তিন ঘন্টা। চারিদিকে প্রকৃতির অসাধারণ দৃশ্য কিছুক্ষণের জন্য হলেও আপনাকে থামিয়ে দেবে। মাদারীহাটের সন্ধ্যাবেলার প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য ভারতের যেকোনও জায়গার সাথেই পাল্লা দিতে পারে। ওই দ্য রয়াল হেরিটেজের মালিক পঙ্কজ দত্ত বর্তমানে শিলিগুড়িতে থাকেন। তার নিজের ব্যবসা ফায়ার

কিলসের আছে। তারই ফাঁকে তিনি তৈরি করেছেন তার এই নতুন ঠিকানা। জানালেন করোনার কারণে মানুষ দুবছর আসতে পারেন নি, এই বছরে একেবারে ঢল নেমে গেছে। এই মাদারীহাটের রিসোর্টে আসলে আপনি সবকিছু ভুলে যাবেন। সন্ধ্যায় সাওতালদের নৃত্য আপনাকে মাতিয়ে রাখবে। এই রয়াল হেরিটেজে আসলে সন্ধ্যায় আপনি ওই দ্য রয়াল হেরিটেজ থেকেই দেখতে পাবেন বাঘ এবং হাতি। তাছাড়াও সন্ধ্যায় আপনি পাবেন সাঁওতালদের নৃত্য। শুধু দ্য রয়াল হেরিটেজে থাকলেই আপনি পাবেন প্রকৃতির এক অপরুপ আনন্দ। এখন মানুষ আসছেন কলকাতা এবং তার আশেপাশের জায়গা থেকে। আর বেশিদিন নেই উত্তরবঙ্গের সবচাইতে আকর্ষণীয় জায়গা হতে চলেছে দ্য রয়াল হেরিটেজ ক্যাম্প।

কর্মী সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার যৌথ কর্মী সম্মেলন আজ আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে । নাম না করে পরেশ অধিকারীকে দোষারোপ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। তিনি জানালেন একজনের জন্য দলকে দায়ী করবেন না। দলটা ভালো এবং দলে প্রচুর ভালো লোক আছে। কাজেই দলটা করুন ভালবেসেই। কিছু লোকের জন্য মানুষ তৃণমূল দলটাকে ভুল বুঝছে। কিন্তু আমাদের উচিত আমাদের দলকে বুঝতে চেষ্টা করা। তৃণমূল কংগ্রেস অনেক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আজকে এই জায়গাতে পৌঁছিয়েছে তাই এই দলকে কেউ বদনাম করবে আমি মেনে নেবো না। জীবন সিংহকে একহাত

নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় জানালেন কেউ বাংলাকে ভাগ করতে চাইবে আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো তা হবে না,আমি থাকতে বাংলাকে ভাগ করতে দেবো না।

ভাগ করলে কেউ ভালো থাকবে না, এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় জানান পাহাড়ের মানুষ আমাদের সাথে আছেন তাই জিটিএ নির্বাচন শান্তি পূর্ণভাবেই হবে। বাংলাকে নিয়ে কোনও অশান্তি আমি বরদাস্ত করবো না জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান শিলিগুড়ির মহকুমা পরিষদের নির্বাচনকে নিয়ে কোনওরকমের রাজনীতি আমি মেনে নেবো না, তৃণমূল কংগ্রেস এবারে মহকুমা পরিষদ দখল করবে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন আলাদা করে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং পার্থপ্রতিম রায়কে সতর্ক করে জানান কোনও রকমের দলবাজী না করতে যাতে দলের ক্ষতি হয়। মানুষ ভালোভাবে নিচ্ছে না দলের মধ্যে এই বিভেদ, তৃণমূল কংগ্রেস একটাই দল এবং তারা এককভাবেই কাজ করবে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন ডুয়ার্স কন্যায় থেকে কাল কোচবিহার সফরে যাবেন বলে খবর। তবে তিনি তার কর্মসূচি পরিবর্তন করতে পারেন বলে জানা গেছে।

অতিরিক্ত সিগন্যাল খুলে ফেলা হল

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ির মানুষের আবেদনের কারণে শিলিগুড়ি ট্রাফিকের পক্ষ থেকে শিলিগুড়িতে অতিরিক্ত সিগন্যাল তুলে নেওয়া হল।মানুষের সুবিধা এবং যাতে কম দুর্ঘটনা হয় সে কারণেই শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকা, হিলকার্ট রোড, বর্ধমান রোড, সেবক রোড, বিধান মার্কেট এবং ষ্টেশন ফিডার রোড এই ৫টি জায়গায় লাগানো হয়, কিন্তু সাধারণ মানুষ জানান এর ফলে মানুষের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে যেতে অতিরিক্ত সময় লাগছে এবং প্রচুর জায়গাতে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। এতে তো সাধারণ মানুষের সুবিধা হচ্ছেই না উলটে প্রচণ্ডভাবে সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। তাই শিলিগুড়ির মানুষের পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল যাতে অতিরিক্ত ট্রাফিক সিগন্যাল খুলে ফেলা হয়,এতে কোনও লাভ তো হচ্ছেই না, উলটে সময় নষ্ট হচ্ছে। তাই অতিরিক্ত সিগন্যাল খুলে ফেলা হল। ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে আগে যতগুলো সিগন্যাল ছিল সেটুকুই থাকবে, নতুন করে আর সিগন্যাল লাগানো হবে না। সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা ভেবেই এই উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ি ট্রাফিক পুলিশ।

সোফার ভেতরে সাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশু চিকিৎসকের দামি সোফার ভেতরে ঢুকে ছিল সাপ। আর ওই সাপ উদ্ধার করতে কাটতে হলো সাধের সোফা। ময়নাগুড়ির বাশিলার ডাঙা এলাকার বাসিন্দা পেশায় পশু চিকিৎসক নিশীথরঞ্জন দাস। শখ করে তিনি একটি লাল রঙের দামি সোফা কিনেছিলেন। রবিবার ছিল জামাই ষষ্ঠী। বিকেলে বাড়িতে জামাইও এসেছিল। জামাই বরণ করার আগে সেই সোফায় বসে চা খেয়েছেন জামাই বাবা জীবন।

হঠাৎ তিনি অনুভব করেন তার পিঠের দিক দিয়ে খুব ঠান্ডা কিছু চলে যাচ্ছে। এরপর সোফা থেকে উঠে তিনি ভাল করে লক্ষ করলে দেখতে পান একটি সাপ তার সোফার ভেতর থেকে উঁকি মারছে। এই দৃশ্য

দেখে শিউরে ওঠেন তিনি। বুঝতে পারেন এই সাপটিই তার পিঠের ওপর ওঠার চেষ্টা করছিল। এরপর তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়ে খবর দেন ময়নাগুড়ি পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু দাসকে। খবর পেয়ে টিম নিয়ে ছুটে যান তিনি। এরপর নন্দু বাবুর টিম প্রায় ৩০ মিনিট চেষ্টা চালিয়েছিল যাতে সোফা না কেটে সাপটিকে বের করা যায়। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ পরেও সাপ না বের হওয়ায় ডাক্তারবাবু বলেন, আমার শখের সোফা যায় যাক, প্রয়োজনে আপনারা সোফা কেটে সাপ বের করুন।

এরপর টিমের সদস্যরা সকলে মিলে চিকিৎসকের সাধের সোফা কেটে সাপ উদ্ধার করলে হাফ ছেড়ে বাঁচে পরিবারের সকলে।

সাপটি উদ্ধারের পর নন্দু বাবু বলেন, এটি একটি র‍্যাট স্নেক। নির্বিষ সাপ। সম্ভবত এই বাড়িতে ইঁদুর আছে, তাই খাবার লোভে এই বাড়িতে ঢুকেছে। এই সাপ পরিবেশে থাকা খুব জরুরি। তবে হঠাৎ করে এই ঘটনা ঘটায় আতঙ্ক ছড়িয়ে গেছে গোটা এলাকাজুড়ে।

বন্ধের মুখে বেকারি শিল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়িতে মুখ থুবড়ে পড়েছে বেকারি শিল্প। এই শিল্পের সাথে কাজ করেন শিলিগুড়ির অন্তত তিরিশ হাজার যুবক। লকডাউনের পরে যার অবস্থা প্রচণ্ড শোচনীয়। উত্তরবঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় শিল্প হল শিলিগুড়ির বেকারি শিল্প। এই বেকারির বিস্কুট শিলিগুড়ির প্রায় প্রত্যেকটি জেলাতে পৌঁছায়। বর্তমানে শিলিগুড়িতে প্রায় একহাজার বেকারি আছে যার মধ্যে অর্ধেকের বেশিই বন্ধ হবার পথে। এর প্রধান কারণ হিসেবে বেকারির মালিকেরা জানিয়েছেন, বেকারিতে কাজ করতে গেলে দক্ষ কারিগরের প্রয়োজন হয়, যার অভাব এখন সবচাইতে বেশি। যারা কাজ করতে আসেন তাদের চাহিদা এতটাই যে বেকারির মালিক পোষাতেই পারেন না। একেকজনের বেতন প্রায় পনেরো হাজারের উপরে। একটি ভালো এবং বড় বেকারিতে কাজ

করতে ৫ জন কর্মী লাগে যার মাহিনা এবং অন্যান্য খরচ মিলিয়ে চলে যায় এক লক্ষ টাকার কাছাকাছি। এত টাকা দিয়ে বেকারি চালানো কোনওমতেই সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন বেকারি মালিকেরা। এর পরে বিস্কুট তৈরি করতে যে সব জিনিসের দরকার হয় তার দামও বেড়েছে প্রচণ্ডভাবে, তাই ঠিকমতো না কিনতে পারায় বিস্কুট তৈরি হচ্ছে না, ফলে ব্যবসা মুখ থুবড়ে পড়ছে। এর উপরে বাজারে নানান ধরনের বিস্কুট বেরিয়ে যাওয়ায় বিক্রি সেরকম নেই বলে জানিয়েছেন বেকারির ব্যবসায়ীরা। তারা আরো জানিয়েছেন বেকারির বিস্কুট মূলত পাওয়া যায় চায়ের দোকানে আর চায়ের দোকানে সব ধরনের মানুষ আসেন না, আগে এত ধরনের খাবার না থাকায় বেকারির বিস্কুটের একটা বাজার ছিল বর্তমানে তা নেই। সব মিলিয়ে সঙ্কটে উত্তরবঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় শিল্প বেকারি শিল্প। আর কমহীন হয়ে যাবার আশঙ্কা প্রায় কুড়ি হাজার শ্রমিকের।

দোকানে আগুন লেগে সম্পত্তি নষ্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : গভীর রাতে শিলিগুড়ির ষ্টেশন ফিডার রোডের তিনটি দোকান আগুন লেগে সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যায় বলে জানা গেছে। গতকাল রাত একটার সময় আগুন লাগে এস এফ রোডের ওই দোকানগুলিতে, এর মধ্যে একটি কাপড়ের দোকানে আগুন লেগে প্রায় তিরিশ লক্ষ টাকার মতো সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যায়। ওই সময় রাস্তা দিয়ে খুব কম সংখ্যায় মানুষ চলাফেরা করছিলেন, সেকারণেই আগুন লেগে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়। আজ সকালে ক্ষতিগ্রস্থ দোকানগুলি পরিদর্শন করেন মেয়র গৌতম দেব। তিনি

স্থানীয় কাউন্সিলারকে নিয়ে ওই দোকানগুলি ঘুরে দেখেন এবং দোকানদারদের সাথে কথা বলেন। পরে তিনি জানান এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি পুরসভা সবসময় তার নাগরিকদের পাশে আছে, ওরা যাতে এই ক্ষয়ক্ষতি সামলে আবার পুনরায় দোকান শুরু করতে পারে সেদিকে কড়া দৃষ্টি দেবে শিলিগুড়ি পুরসভা। আমরা সবরকম সাহায্য করতে তৈরি জানালেন মেয়র গৌতম দেব। এদিন মেয়র শিলিগুড়ি পুরসভার পক্ষ থেকে তিন দোকান মালিকের হাতে সামান্য কিছু আর্থিক সাহায্যও তুলে দেন। তিনি আরো জানান, শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশনের নিজের দায়িত্বে এই দোকানগুলির পুনর্নির্মাণ করা হবে। এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের পাশে আছে শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশন।

পৃথক রাজ্যের দাবি সাংসদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : জলপাইগুড়িতে পৃথক কামতাপুর রাজ্যের সমর্থন নিয়ে জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়ের প্রশংসা করেছিলেন কেএলও চিফ জীবন সিংহ। সেই পৃথক কামতাপুর রাজ্য নিয়েই আপত্তি জানালেন সাংসদ। তাঁর দাবি, শুধু কামতাপুর নয়, যদি রাজ্য করতেই হয় তাহলে পৃথক উত্তরবঙ্গ রাজ্য করা হোক। উত্তরবঙ্গে কামতাপুরি ছাড়াও বাঙালি, রাজবংশি, গোর্খা, আদিবাসী সহ বহু জনজাতি বাস করেন। তাই পৃথক রাজ্যের ক্ষেত্রে শুধু কামতাপুরি রাজ্য নয়, সার্বিকভাবে উত্তরবঙ্গ রাজ্য করাই ভালো বলে দাবি সাংসদের। সাংসদ জানান, তৃণমূল সরকার একটি ভাষাকেই রাজবংশি ও কামতাপুরি দুই নামে স্বীকৃতি দিয়ে বিভেদ তৈরি করেছেন। যে কারণে উত্তরবঙ্গের সাংসদরা লোকসভায় এই দুটির মধ্যে কোনটিকে সংবিধানের অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্তি করার প্রস্তাব রাখবেন, তা বুঝতে পারছেন না। এইভাবে চললে কোনও রাজ্য সঠিকভাবে এগোতে পারে না। জয়ন্ত রায় জানালেন সব দিক থেকেই অবহেলিত উত্তরবঙ্গ। এখানে খেলোয়াড় ঋদ্ধিমান সাহার কথাও উল্লেখ করেন তিনি, তিনি জানালেন ঋদ্ধিমান সাহাকে অন্যায়ভাবে ভারতীয় দল থেকে বাদ দেওয়া হল, অথচ এর প্রতিবাদ আমরা কেউই করতে পারলাম না। উত্তরবঙ্গকে সবদিক থেকেই পিছিয়ে রাখবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

যদিও দুদিনের রাজ্য সফরে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা সাংসদ এমএলএদের এ বিষয়ে সংযত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ব্যাংকে বেরিয়ে নিখোঁজ স্কুল ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : অবশেষে পুলিশের দ্বারস্থ নিখোঁজের পরিবারের লোকজন। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের সন্ন্যাসী কাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া ঘুগরিভিটা গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল করিমের মেয়ে রমেশা খাতুন শনিবার ব্যাংকে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থকে বেরিয়ে যায়।

তারপর থেকেই আর বাড়ি ফিরে আসেনি রমেশা খাতুন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে রাজগঞ্জ থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করে নিখোঁজের পরিবার।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে নিখোঁজ রমেশা খাতুন এর বয়স ১৭ বছর। সে ফুলবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। মেয়েকে ফিরে পেতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের লোকজন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১১ জুন – ১৭ জুন ২০২২

মেষ রাশি : খুব বেশি মেজাজী ও জেদী হয়ে উঠবেন। আয়ভাব শুভ নয়। আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি।

প্রতিকার : মঙ্গলবার কেতুর পুজো করুন।

বৃষ রাশি : অংশীদারী ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু চাকরিতে বাধা আসার সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কর্মে উদ্ভাবনী শক্তির প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা। আয় ভাব শুভ। কর্মক্ষেত্রে বিড়ম্বনা।

প্রতিকার : সকালে স্নান করার পরে সূর্যদেবকে অর্ঘ্য দিন।

মিথুন রাশি : অর্থব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। মায়ের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। সন্তানের আচরণে অসন্তুষ্টি। দাম্পত্যে মনোমালিন্য। ব্যবসা ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। তবে অংশীদারি ব্যবসাতে ঝুঁকি থাকবে। আয় ভাব শুভ নয়। আয় হলেও অর্থ পেতে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওং গুরবে নম' জপ করুন।

কর্কট রাশি : স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে উন্নতিতে সমস্যার চেয়ে ববসার প্রসারতায় বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা। তীর্থভ্রমণ, উচ্চশিক্ষায় ও গবেষণায় সাফল্য। আয় ভাব খুব শুভ নয়। সর্তকতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হোন।

প্রতিকার : মঙ্গলবার গরিবদের অন্নদান করুন।

সিংহ রাশি : মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনদের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন লিঙ্গস্তকমের জপ করুন।

কন্যা রাশি : কাজকর্মে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। অন্যকে দোষারোপ না করে নিজের জিনিস যত্ন করে রাখার চেষ্টা করুন। চাকরি ক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দাম্পত্য সুখ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শুভ সময়। সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওং দুর্গায় নমঃ' জপ করুন।

তুলা রাশি : অকারণে কোনও বিষয় নিয়ে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। চাকরিক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলি হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুকি থাকার সম্ভাবনা। আয়ভাব খুবই শুভ।

প্রতিকার : রবিবার সূর্যদেবের পুজো দেবেন।

বৃশ্চিক রাশি : স্বজনদের সঙ্গে মত বিরোধ। বন্ধু স্থানীয় বা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। চাকরিতে উন্নতিতে বাধা। এবং কর্মসূত্রে দূরে যাওয়ার নির্দেশ আসার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। তবে উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যে শুভ ফল লাভ। আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : প্রতিদিন গণেশ চালিশার জপ করুন।

ধনু রাশি : স্বজনদের সঙ্গে মত বিরোধ থাকলেও বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। সন্তানকে নিয়ে বাড়িতে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধির পাওয়ার সম্ভাবনা। অংশীদারি ব্যবসায় গোলযোগের সম্ভাবনা। দাম্পত্য সুখ ব্যাহত হবে। শরীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না।

প্রতিকার : প্রতিদিন বিষ্ণু সহস্রনাম জপ করুন।

মকর রাশি : সম্পত্তি নিয়ে পরিবারের সাথে গোলযোগ হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ পাবেন। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। কিন্তু ব্যবসায় শুভ ফল লাভ। সতর্কতার সঙ্গে যাতায়াত করুন। জলে যাতায়াত এড়ানোই শ্রেয়। তীর্থযাত্রা বা উচ্চ শিক্ষায় শুভ ফল লাভ। পদোন্নতিতে বাধা। কর্মভাব ও আয়ভাব পীড়িত হলেও তা শীঘ্র কাটিয়ে উঠবেন।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার বৃহস্পতির পুজো বা যজ্ঞ করুন।

কুম্ভ রাশি : শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা হলেও তা নিরাময় হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতিতে বাধা এবং মানসিক উদ্বেগ থাকলেও তা কাটিয়ে উঠবে। ব্যবসায় গুরুজনদের পরামর্শ ছাড়া বিনিয়োগ করা ঝুঁকি সাপেক্ষ হবে। অকারণে মানসিক উদ্বেগ এড়িয়ে চলুন। আয়ভাব শুভ। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১৭ বার 'ওং প্রাং প্রিং পরং সঃ শ্রেনশ্রয় নমঃ'র জপ করুন।

মীন রাশি : মিষ্ট জাতীয় খাদ্য খাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। স্বজনদের ব্যবহারে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সঞ্চয়ে বাধা আসবে। ভাইবোনদের সঙ্গে এবং পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যের জন্য অর্থব্যয়ের সম্ভাবনা। চাকরিতে পদোন্নতিতে বাধা এলেও সাফল্য বৃদ্ধি। আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : মঙ্গলবার দিন মঙ্গল গ্রহের পুজো বা যজ্ঞ করুন।

শব্দবার্তা ২০৩

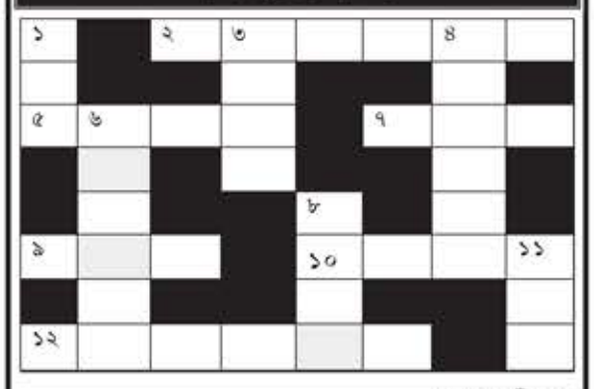

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। ফুলের যে কেশরে পরাগ থাকে ৫। সঙ্গীতের এক তাল ৭। পরিষদ, সংঘ ৯। লাঘব ১০। মহাসাগর ১২। দানকর্ম, নানারকম দান।

উপর-নীচ

১। কুবেরের পুরী ৩। রাজার কাছে দূত কর্তৃক নিবেদন ৪। আত্মপর বিচার ৬। হাসপাতালে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিযুক্ত চিকিৎসক ৮। বিখ্যাত ১১। নিন্দিত, ভর্ৎসিত।

সমাধান : ২০২

পাশাপাশি : ১। অনুপম ৪। তথাকথিত ৫। সমভাব ৭। কলতান ৯। জনকসুতা ১০। লম্বাচাল।

উপর-নীচ : ১। অনায়াস ২। মতলব ৩। আতিথেয়তা ৬। মহামানব ৭। করতাল ৮। নরপাল।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

৭ ফুট পুকুর থেকে কুমির উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা বন কর্মীরা একটি পুকুরে জাল নিয়ে অভিযান চালিয়ে অবশেষে রাতেই জালে বন্দি করে প্রায় ৭ ফুট লম্বা একটি কুমির। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার

গোসাবা ব্লকের বালি–২ অঞ্চলের বিজয়নগর এলাকায়। স্থানীয় ও বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে বালির–২ অঞ্চলের বিজয়নগর এলাকার বাসিন্দা বিমল মন্ডল পুকুরের ধারে গেলে দেখতে পায় পুকুরের জলে কুমির ভাসছে। আর এই দৃশ্য দেখে গ্রামের আশপাশের লোকজনকে বলতে থাকে সে। সঙ্গে সঙ্গে তারা খবর দেয় বন দফতরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বনকর্মীরা। দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা বনকর্মীরা পুকুরে জাল ফেলে রাতেই জালে কুমিরটিকে বন্দি করে লঞ্চে করে জল পথে নিয়ে যায় সজনেখালি ফরেস্ট ক্যাম্পে। সেখানেই চলে কুমিরের পরীক্ষা নিরীক্ষা।

বর্তমানে কুমিরটি সুস্থ আছে। ফলে মঙ্গলবার বিকালে বনকর্মীরা কুমিরটিকে লঞ্চে করে জল পথে নিয়ে গিয়ে নেতিধোপানির কোর এলাকায় কুমিরটিকে ছেড়ে দেয়। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প জানান, লোকালয়ের পুকুর থেকে একটি প্রায় ৭ ফুট লম্বা কুমির উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক অনুমান পাশে দুর্গা দুয়ানী নদী। কিভাবে হয়তো চলে এসেছে। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চিকিৎসকরা কুমিরটিকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। বর্তমানে কুমিরটি সুস্থ এবং তাকে সুন্দরবনের কোর এলাকায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

গৃহবধূর পেটে লাথি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাতের অন্ধকারে বাড়িতে চড়াও হয়ে এক অন্তঃস্বত্তা গৃহবধূর পেটে লাথি মারা কে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে ক্যানিং থানার অন্তর্গত দাঁড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বনবিবিতলা এলাকায়। রাতেই ওই গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজন ক্যানিং থানা একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এলাকায় লোকনাথ পুজো ও জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে বাপের বাড়িতে এসেছিলেন মৌসুমী সরদার ও মহুয়া সরদার। গত ৪ জুন এলাকায় লোকনাথ পুজো উপলক্ষে এলাকায় ড্যান্স হাঙ্গামা চলছিল। অনুষ্ঠান দেখে রাতে বাপের বাড়িতে ফিরছিলেন গৃহবধূ মৌসুমী সরদার। রাতের অন্ধকারে ওই গৃহবধূকে এলাকার কয়েকজন শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। এমন ঘটনার প্রতিবাদ করেন ওই বধূর বাবা প্রশান্ত সরদার। অভিযোগ তাকেও বেধড়ক মারধর করা হয়। সেই রাতের ঘটনা ধামাচাপা পড়ে যায়। মঙ্গলবার রাতে পাড়ার কয়েকজন যুবক আবারও কটু মন্তব্য করে গৃহবধূ মৌসুমী সরদারের বোন মহুয়া সরদারকে। কটু মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন তিনি। অভিযোগ প্রতিবাদ করতেই বাড়িতে চড়াও হয়ে মাটিতে ফেলে অন্তঃস্বত্তা গৃহবধূর পেটে একের পর এক লাথি মারে কেষ্টা, কৃষ্ণপদ, চয়ে, কয়ে, ফেলা ও দুলাল নস্করররা। মারধরের হাত থেকে মেয়েকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যায় অসীমা ও প্রশান্ত নস্কররা। অভিযোগ তাদেরকে ও বেধড়ক মারধর করা হয়। এমনকি জামাই দিবাকর হালদারকেও বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে গুরুতর জখম হয়ে পড়েন অন্তঃস্বত্তা গৃহবধূ মহুয়া হালদার (সরদার)। পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই বধূ। ঘটনার বিষয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার রাতেই ক্যানিং থানা একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন অন্তঃস্বত্বা গৃহবধূ বাবা প্রশান্ত সরদার। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

দুর্ঘটনাএড়াতে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিনিয়ত ছোট–বড় দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে ক্যানিং এলাকায়। সাধারণ মানুষজন থেকে পথচারীরা অতিষ্ট। এমন জর্জরিত সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হলো ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশ। ক্যানিং শহর সংলগ্ন রাস্তায় বুধবার দুপুরে তৈরি করা হলো দুটি বাম্পার। মূলত ব্যস্ত শহর ক্যানিংয়ে যান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ক্যানিং ট্রাফিক। এবার তাঁদেরই উদ্যোগে দুর্ঘটনা প্রবল এলাকায় তৈরি করা হল বাম্পার।

ক্যানিং ট্রাফিক ওসি দেবপ্রসাদ সরদার জানিয়েছেন গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং দুর্ঘটনার এড়ানোর জন্য ক্যানিং শহর লাগোয়া রাস্তায় দুটি বাম্পার করা হয়েছে। আশা করা যায় দুর্ঘটনা সংখ্যা কমবে। স্থানীয় ফারুক আহমেদ সরদার,ভাস্কর

দাস,সুনীল শিকারী,গোপাল সরদার'রা জানিয়েছেন, প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে ক্যানিং ট্রাফিকের এমন মানবিক উদ্যোগ কে স্বাগত।

পরকীয়ার জেরেই কী খুন গৃহবধূকে?

অর্ঘ্য রায় : বাসুলডাঙা এলাকায় রেল লাইনের ধারে গলাকাটা অবস্থায় উদ্ধার হওয়া মৃত মহিলার পরিচয় অবশেষে জানা গেল। পুলিশ সূত্রে খবর নিহত মহিলা নাজিরা বিবি (৩৬) ডায়মন্ড হারবার থানার দিয়ারক গ্রাম পঞ্চায়েতের গাঠুরা গ্রামের বাসিন্দা। গত সোমবার বাড়ি থেকে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসেন নাজিরা বিবি। এমনকি পরিবারের লোকজনকে জানিয়ে এসেছিলেন তিনি তার মেয়ের বাড়িতে যাবেন। কিন্তু এদিন সকালে রেল লাইনের ধার থেকে গলাকাটা অবস্থায় একটি মহিলার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পর মৃত মহিলার পরিচয় জানতে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর শুরু করে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ। অবশেষে পুলিশ জানতে পারে ওই মহিলার বাড়ি ডায়মন্ড হারবার থানা এলাকার দিয়ারক গ্রাম পঞ্চায়েতের গোঠুরা গ্রামে। এরপরে পরিবারের লোকজনকে খবর দিলে পরিবারের সদস্যরা ডায়মন্ডহারবার পুলিশ মর্গে এসে মৃতদেহ শনাক্ত করে।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বিবাহ–বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে এই খুন করা হয়েছে। অন্যদিকে ঘটনার প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে মৃতার স্বামী রিয়াজ উদ্দিন শাহ সহ উস্তি থানার দেউলা গ্রামের এক যুবক ও মৃত মহিলার এক প্রতিবেশী মহিলাকে আটক করেছে ডায়মন্ড হারবার

হিন্দ মোটরের কারখানায় তৈরি হবে পুনে মেট্রোর কোচ

মলয় সুর : বাংলার হাত ধরে ভারতীয় মেট্রো রেলের নয়া দিগন্ত হতে চলেছে। পাশাপাশি বঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে আসতে চলেছে নয়া জোয়ার। এখনও পর্যন্ত দেশের সবচেয়ে আধুনিক মেট্রো পেতে চলেছে মহারাষ্ট্র। পুনে মেট্রোর সেই কোচ এবার তৈরি হবে পশ্চিমবঙ্গে। বাংলার শিল্প সংস্থা 'টিটাগড় ওয়াগন' বানাবে পুনে মেট্রোর নীল–গোলাপী রঙের কোচ। বেসরকারি উদ্যোগে তা বানানো হবে হুগলির হিন্দ মোটরে। চলতি বছর থেকেই শুরু হবে উৎপাদন। ইতালিয়ান ও দেশিয় প্রযুক্তির মিশেলে তৈরি হবে এই মেট্রো কোচ। এক সাংবাদিক সম্মেলনে আধিকারিকরা এই তথ্য জানান। রাজ্যে শিল্পস্থাপনের এই মহা উদ্যোগ নিয়ে উচ্ছ্বসিত স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার সিঙ্গুরের মঞ্চ থেকে জানিয়েছিলেন হিন্দ মোটরের এই

কোচ ফ্যাক্টরির কথা। টিটাগড় ওয়াগনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর উমেশ চৌধুরী ইতালির রেল কোচ প্রস্তুতকারী এক সংস্থাকে অধিগ্রহণ করেন। পুনে মেট্রোর যাবতীয় কোচের বরাতও পেয়েছেন তিনি। প্রাথমিকভাবে ইতালিতে তৈরি কয়েকটি কোচ হিন্দমোটরে এসেছে। সেই আদলে বাংলাতেই সমস্ত কোচ তৈরি হবে। এই ভারী শিল্পকে ঘিরে রাজ্যে হাজার হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়াম দ্বারা তৈরি হচ্ছে কোচগুলি। যা সাধারণ মেট্রো কোচের চেয়ে অপেক্ষাকৃত হাল্কা, পাশাপাশি পরিবেশ বান্ধব। এই কোচ চালু হলে, বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম হবে। কোচগুলির ভিতর জায়গা অনেকটাই বেশি। হ্যান্ডেল থাকছে সুবিধাজনক উচ্চতায়। যাত্রী সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কোনওভাবে দরজায় কিছু আটকে গেলেও ট্রেন চালু হবে না। যাত্রীদের বসার আসন হবে বেশি আরামদায়ক। গোটা কামরায় থাকবে একাধিক সিসি ক্যামেরা। যার ছবি সরাসরি পাবেন মোটরম্যানরা। কামরার প্রতি নজর থাকবে চালকদের। পুনে মেট্রোর কোচের বাইরের রং হবে নীল ও গোলাপি। দেখতে হবে ইউরোপিয়ান স্টাইলের।

বেঁধে মানুষ করার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিগত প্রায় ২ বছরের অধিক সময় ধরে এক সন্তান কে নিয়ে জেরবার। তার কোমরে মোটা শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে নিজেদের কাছে আগলে রেখেছে বাবা–মা। বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করিয়ে সমস্ত কিছুই শেষাগত। একমাত্র চাষযোগ্য তিনবিঘা জমিও বিক্রি করে চিকিৎসা করিয়ে কোনও ফল হয়নি। এমত অবস্থায় দীনমজুর কাজে খাটাখাটনি করে কোনও রকমে দিন যাপন করে সন্তানের চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তুলতে বদ্ধপরিকর অসহায় মন্ডল পরিবার। পরিবারের আবেদন সরকারি চিকিৎসা পরিষেবা সঠিক ভাবে পেলে হয়তো তাদের সন্তান আবারও স্বাভাবিক ভাবে সমাজের বুকে অন্যান্য সন্তানদের মতো লেখাপড়া করে বড় হবে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত আমঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়ের তালদহ উত্তর পাড়ার বাসিন্দা দম্পতি উত্তম মন্ডল। বিগত প্রায় ২২ বছর আগে স্থানীয় ৫ নম্বর চড়াবিদ্যা গ্রামের নন্দিনীর সাথে বিয়ে হয়। দম্পতির দুই পুত্র সন্তান সুমন,জয়সূর্য ও এক কন্যা সুপর্ণা। একমাত্র মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। ছোট ছেলে জয়সূর্য স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেনীর ছাত্র। পরিবারের বড় ছেলে সুমন জন্মের বছর পাঁচেক বয়স থেকে সামান্য অস্বাভাবিক আচার–

আচরণ শুরু করে। পরিবারের তরফে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে সুমনের বয়স ২০। বিগত দুবছর আগে থেকে তার অস্বাভাবিক আচার–আচরণ অত্যধিক হারে বাড়তে থাকে। পাড়ায় মাত্রাতিরিক্ত ভাবে উপদ্রব শুরু করে সে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝেই নিজের সন্তান কে শিকলে বেঁধে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। বার পনেরো শিকল ছিঁড়ে পালিয়ে গিয়ে এলাকার লোকজনদের মারধর,গাড়ি ভাঙচুর এমন কী কাউকে সামনে পেলেই মেরে ফেলার জন্য উদ্যত হয়। এমন পরিস্থিতিতে মন্ডল পরিবারকে অসংখ্যবার ক্ষতিপূরণ কিংবা জরিমানা দিতে হয়েছে। পরবর্তী সময়ে তিন তিনটি তালা ও মোটা শিকলে বেঁধে রেখেছেন পরিবারের লোকজন। সুযোগ পেলে এখানে ওখানে পালিয়ে পাড়ার লোকজনদের ক্ষতি করে। অধৈর্য্য হয়ে নিজের সন্তান কে চোখে চোখে রাখার জন্য বাড়িতেই বেঁধে রাখেন মন্ডল দম্পতি। শুরু হয় সন্তানের চিকিৎসা। কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করিয়েও কোনও ফল মেলেনি। একসময় সন্তানের চিকিৎসা করাতে হিমশিম খেতে হয়,চাষের তিন বিঘা জমিও বিক্রি করে দেয় চিকিৎসা খরচের জন্য।

উত্তম মন্ডলের স্ত্রী নন্দিনী দেবীর দাবি, তিন সন্তান আর স্বামীকে নিয়ে কোনও ভাবে বেঁচে রয়েছি। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন সরকারি ভাবে যদি আমার সন্তানের সঠিক চিকিৎসার উদ্যোগ নেওয়া হয় তাহলে হয়তো আমার মতো দরিদ্র পরিবার বাঁচতে পারবে। না হলে অচিরেই শেষ হয়ে যাবে।

স্থানীয় প্রতিবেশীদের দাবি, অভাব অনটন যাঁদের নিত্যসঙ্গী, কীভাবে সন্তানের চিকিৎসার ব্যয়ভার সামলাবেন। তারাও চায় মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর একান্ত উদ্যোগে মন্ডল দম্পতির সন্তান সুস্থ হয়ে সমাজে সকলের সাথে ওঠাবসা করুক।

নতুন জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৬ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নতুন জেলাশাসক হিসাবে দায়িত্ব নিলেন সুমিত গুপ্তা। তিনি উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক ছিলেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক ডঃ পি উলগানাথন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারী হলেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই জেলাশাসক হলেন ১৮তম।

নদীমাতৃক দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় সুনামের সঙ্গে কাজ করে কোভিড, বেশ কয়েকটি সাইক্লোন সামলেছেন উলগানাথন সাহেব। সাগর মেলাকে সাজিয়েছিলেন আধুনিকতার ছোঁয়ায়। এই পরম্পরা বজায় রেখে সামনের বর্ষা ও ২০২৩ ও ২৪ সালে যথাক্রমে পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচন সামলাতে হবে নতুন জেলাশাসককে।

রুর‍্যাল ডাক্তারদের সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি রুর‍্যাল ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে পঞ্চম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার ৪ জুন, বারাসতের ন'পাড়ায় কৃষ্ণনগর রোড সংলগ্ন সুভাষ পল্লিতে সংগঠনের জেলা কার্যালয় ভবনে এই মর্মে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের জেলা সম্পাদক আজিজুর রহমান সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করে বলেন, 'আমরা গ্রামীণ চিকিৎসক হিসেবে প্রত্যন্ত এলাকায় অসহায়,

গরিব, দুঃস্থ মানুষের প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবা দিই। গ্রামগঞ্জের প্রায় ৭০–৭৫ ভাগ মানুষ আজ আমাদের উপর নির্ভরশীল। আমরা গ্রামীণ এই সকল মানুষকে আরও উন্নত পরিষেবা দিতে চাই। সেজন্য চাই উন্নত প্রশিক্ষণ।

ইতিপূর্বে আমরা যে চিকিৎসা প্রশিক্ষণ পেয়েছি, তা কেবলমাত্র বেসরকারিভাবে। আমরা চাই সরকার আমাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুক। এবং প্রশিক্ষণ শেষে অবিলম্বে আমাদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা হোক।' তিনি আরও বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৭০ হাজার এবং সমগ্র দেশে প্রায় ১০ লক্ষ রুর‍্যাল ডাক্তারদের উপর নির্ভরশীল গ্রামীণ চিকিৎসা ব্যবস্থার ভিত্তি। একারণে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও সর্বজনীন করে তুলতে আমাদের সরকারি প্রশিক্ষণ দিয়ে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আমাদের নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানাই।'

প্লাস্টিকমুক্ত ম্যানগ্রোভ অরণ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বের বৃহত্তম ব–দ্বীপ ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবন। উত্তর ২৪ পগনার ৬ টি ও দক্ষিণ ২৪ পগনার জেলার ১৩ টি, মোট ১৯ টি ব্লক নিয়ে গঠিত সুন্দরবন। সুন্দরবনে প্রায় পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক মানুষের বসবাস। এছাড়াও দেশবিদেশের লক্ষ লক্ষ পর্যটকদের যাতায়াত রয়েছে। এহেন সুন্দরী সুন্দরবন আগামীদিনে পৃথিবীর বুক থেকে বিলীন হয়ে যেতে পারে এমনই আশঙ্কা করেছেন তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীরা। কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন,অত্যধিক হারে প্লাসটিক ব্যবহারএবং বৃক্ষ নিধনই দায়ী।আর এইসব কারণের জন্য অসংখ্যবার সুন্দরবনের ওপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছড়ে পড়ে সুন্দরবন কে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিগত কয়েক বছর আগে বারুইপুর পুলিশ জেলা উদ্যোগ গ্রহণ করেন যেনতেন

প্রকারে সুন্দরবনকে বাঁচাতেই হবে। পুলিশ জেলা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্লাসটিক বর্জন,এবং বৃক্ষরোপনের ওপর জোর দেওয়া হবে। পাশাপাশি টাকার বিনিময়ে প্লাসটিক সংগ্রহ করার কাজ শুরু করে বারুইপুর পুলিশ জেলা। পুলিশের এমন উদ্যোগ ব্যাপক ভাবে সাড়া ফেলে।এরপর বারুইপুর পুলিশ জেলার পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে সুন্দরবন রক্ষা করার অঙ্গীকার নিয়ে বেশকিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও যোগ দিয়েছেন।

মঙ্গলবার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবার রাঙাবেলিয়া এলাকায় স্থানীয় গ্রামবাসীদের থেকে অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করা হয় বস্তা বস্তা বর্জ্য প্লাস্টিক বোতল এবং পলিপ্যাক। এমন উদ্যোগ চলতে থাকলে আগামী দিনে দূষণমুক্ত সবুজ সুন্দরবন গড়ে উঠবে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। এদিন জেলাপুলিশের এমন উদ্যোগে সামিল হয়েছিলো নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত বি ডি মেমোরিয়াল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার শ্রীমতী পুষ্পা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু, এসডিপিও ক্যানিং দিবাকর দাস, সিআই বিমল মণ্ডল এবং গোসাবা থানার অফিসার–ইন–চার্জ সৌমেন বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা। ইয়াস–বিধ্বস্ত এই দ্বীপে গতবছর ত্রাণসামগ্রীর সাথে প্রচুর প্লাস্টিকও ঢুকে পড়ে। বর্জ্য প্লাস্টিক পরিষ্কার করতে বারুইপুর পুলিশ জেলার তরফে শুরু হয়েছিল বড় উদ্যোগ। সেই উদ্যোগে মিশে যায় অ্যাডমিনিসট্রেশন এবং অন্যান্য এন জি ও সংস্থার উদ্যোগ।

বোমা ও বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রচুর বোমা ও বেআইনি বন্দুক উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে ঘুটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ির অন্তর্গত মাকালতলা এলাকায়।

পুলিশ সূত্রের খবর, রবিবার সন্ধ্যায় ঘুটিয়ারি শরীফ পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত মাখালতলা দিঘিরপাড় এলাকা থেকে একটি বোমা বিস্ফোরণের খবর পায় ফাঁড়ির পুলিশ। তৎক্ষণাৎ ফাঁড়ির ইনচার্জ ফারুক রহমান এর নেতৃত্বে পুলিশ পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে হাজির হয়। সেখানে আশরাফ আলি লস্করের বাড়ির সামনে থেকে আরফ আলী লস্কর নামে জখম অবস্থায় এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে পুলিশ। তড়িঘড়ি তাকে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দিলে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। পুলিশ জানতে পারে, রবিবার সকালেই আরফ আলী লস্কর ওরফে দিল্লিওয়ালা নামে ওই ব্যক্তি আশরাফ আলি লস্করের বাড়িতে ছিলেন। সেখানে তাজেল শেখ নামে অপর একজন ছিলো। তারা দুজনে মিলে বোমা বানাচ্ছিল। সেই মুহূর্তে আচমকা একটি বোমা ফেটে যায়। গুরুতর জখম হয় আরফ। ঘটনার পর আশরাফ ও তাজেল–এর বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ। আশরাফের বাড়ি থেকে ১২টি বোমা, বোমা তৈরির যাবতীয় সরঞ্জাম সহ দুটি একনলা বন্দুক উদ্ধার করে পুলিশ। এছাড়া এই বাড়িতে বন্দুক তৈরির প্রচুর সরঞ্জাম উদ্ধার হয়। বর্তমানে অভিশপ্ত বাড়িটি পুলিশ ঘিরে রেখেছে। অন্যদিকে ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আরফ আলী লস্কর ওরফে দিল্লিওয়ালা, তাজেল শেখ ও আশরফ এর স্ত্রী শাহিদা লস্করকে সোমবার গ্রেফতার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি বোমা গুলো নিষ্ক্রিয় করার জন্য বোম্ব স্কোয়াড–কে খবর দেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফে।

জলদস্যুদের কবল থেকে উদ্ধার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুলিশের তৎপরতায় জলদস্যুদের কবল থেকে তিন ব্যক্তিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করলো পুলিশ। ঘটনাটি

ঘটেছে সোমবার সকালে সুন্দরবন এলাকার ঝড়খালি কোষ্টাল থানার অন্তর্গত এক গভীর জঙ্গলের নদীখাঁড়ি এলাকায়। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে একজন জলদস্যুকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে রবিবার রাতে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট থেকে একটি নৌকা করে ২৩ হাজার ইট নিয়ে তিনজন রওনা দিয়েছিলেন কুলতলি থানার অন্তর্গত কৈখালির মৈপিঠ এলাকায়। নদীতে রাত কাটিয়ে সকালে রওনা হওয়ার কথা ছিল। স্থানীয় গোপালগঞ্জ এলাকার কুলিপাড় টকে নামক একটি জায়গায় হান্নান মন্ডল, ইমাম মন্ডল ও আরিফুল্লা মোল্লারা রাত্রিযাপন করে।

রাতে তারা জলদস্যুদের কবলে পড়লে তাদেরকে অপহরণ করা হয় বলে অভিযোগ। অন্যদিকে সোমবার সকাল থেকে তিনজনকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছিলো না। নৌকা সহ অপহরণের অভিযোগ পৌঁছায় কুলতলি থানার পুলিশের কাছে। কুলতলি থানার আইসি অর্ধেন্দুশেখর দে'র নেতৃত্বে এক বিশাল পুলিশ বাহিনী সুন্দরবনের জলপথে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। ঝড়খালি কোষ্টাল থানার অন্তর্গত সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলের নদীখাঁড়ি থেকে তিনজনকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। পাশাপাশি ঘটনায় জড়িত এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। উদ্ধার হয় নৌকাটিও। পুলিশ ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অন্যান্য দুষ্কৃতীদের খোঁজে এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।

''প্রতিমন্ত্রী নিখোঁজ সন্ধান চাই''

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলির ভদ্রেশ্বরে তৃণমূল কংগ্রেসের শিক্ষা দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পরেশচন্দ্র অধিকারী নিখোঁজ। এই মর্মে ভদ্রেশ্বর থানার আশেপাশে এলাকায় পোস্টারে ছয়লাপ। সেখানে লেখা রয়েছে রাজ্যের শিক্ষা দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পরেশ চন্দ্র অধিকারী নিখোঁজ। সন্ধান চাই। আবার উক্ত ব্যক্তির সন্ধান পেলে অবশ্যই খবর দিন। নীচে লেখা ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ডিওয়াইএফআই এর ছেলেরা বিভিন্ন দেওয়ালে এমনই পোস্টার লাগিয়েছে। কারণ কোচবিহার থেকে মন্ত্রী ট্রেনে আসার পথে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। কয়েকদিন পর কলকাতার নিজাম প্যালেসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দফতরে হাজির থাকতে দেখা যায়। প্রসঙ্গত মন্ত্রীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারী স্কুল সার্ভিস নিয়োগ কমিশনের তালিকায় নাম না থাকা সত্ত্বেও বেআইনিভাবে চাকরি পেয়ে যায়। পরে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। অন্যদিকে

স্কুল সার্ভিস কমিশনের তালিকায় নাম রয়েছে, কিন্তু তারা শিক্ষকের পদে নিয়োগের দাবিতে ধর্মতলায় দীর্ঘদিন ধর্নামঞ্চে আন্দোলন করে চলেছেন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ১১ জুন– ১৭ জুন, ২০২২

সহিষ্ণুতা বনাম অসভ্যতা

ভারতের সংবিধান মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে। বিশ্বে বহু দেশে গণতান্ত্রিক ভারতের মত স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই। কোথাও বা দলতন্ত্রই সে দেশের গণমাধ্যমের কণ্ঠ।

এই মুহূর্তে দেশে বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি জ্বলন্ত সমস্যাগুলি আড়ালে চলে গেছে একটি রাজনৈতিক দলের জনৈকা মুখপাত্রের টেলিভিশন চ্যানেলে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গুরু সম্পর্কে অমার্জিত উক্তিকে নিয়ে। ওই দল অনতিবিলম্বে কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়ে তাকে পদ ও দল থেকে বহিষ্কার করেছে। ইতিপূর্বে এদেশের দেবদেবী নিয়ে অবমাননাকরভাবে ভিন্নধর্মের অভিনেতা সিনেমা বানিয়েছেন, চিত্র প্রদর্শনীতে নগ্ন ছবিও প্রদর্শিত হয়েছে। তখন এমন আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি কারণ নিশ্চয়ই সেগুলিকে ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয় বলেই ধরা হয়েছে। দেশের সচেতন বুদ্ধিজীবী, ধর্মীয় গুরু এবং রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের অনতিবিলম্বে অসহিষ্ণুতার বিপক্ষে দাঁড়ানোর প্রয়োজন শান্তির পথে। দেশের মানুষ দাঙ্গা, হিংসা চায় না। কোনও ধর্মই এসব অনুমোদন করে না। তবুও গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে বারংবার মৌলবাদী হুঙ্কারের কালো মেঘে ভারতের ভাবমূর্তিকে মলিন করার বাসনায় কিছু মানুষ লিপ্ত হয়ে পড়েন। এবারেও সেই ছবিই দেখা যাচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেখানে নিজে আবেদন করছেন কোনও রকম হিংসা মূলক কাজ না করার এবং তিনি যখন গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করার ছাড়পত্র দিচ্ছেন তার পরেও এমন আচরণ কেন?

অন্যদিকে সামাজিক মাধ্যমের কুরুচিকর ব্যবহার বাঙালির সংস্কৃতি, গৌরব, অহংকারকে কতটা নিম্নগামী করে তুলতে পারে তার সাম্প্রতিকতম ঘটনা জনৈক বাঙালি বিকৃতমনস্ক ইউটিউবারকে গ্রেপ্তারের প্রেক্ষিতে উঠে এসেছে। সম্ভবত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় (দৃশ্যত তাই দেখায়) ওই ব্যক্তি নেতাজি, ক্ষুদিরাম, রবীন্দ্রনাথকে একসময় ছাপার অযোগ্য ভাষায় গালিগালাজ করতেন তার ইউটিউব ও ফেসবুকের নানা পোস্টে। বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত পর্যায় ওই অশালীনতা পৌঁছে যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, কলকাতার মেয়র সহ আরও অনেক জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে কুরুচির কথাবার্তার মাধ্যমে। রাজ্য সরকার সঠিক ভাবেই ওই বিকৃতমনা ইউটিউবারকে গ্রেপ্তার করেছে। সব চেয়ে বিস্ময়কর যে গ্রেপ্তার হওয়ার পর তার অসভ্যতাকে হঠাৎ মানবাধিকার বলে গণমাধ্যমের কাছে জাহির করার চেষ্টা। আর তার কণ্ঠের সমর্থন করেছে একদল নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যারা প্রকাশ্যেই নিজেদের বামপন্থী বলে দাবি করে থাকেন। হাইকোর্টেও গ্রেপ্তার হওয়া বাঙালি মনীষীদের অপমান করা ব্যক্তিটির সমর্থনে হাততালি দেওয়া হয়েছে ঘন ঘন। একদা বামপন্থী ব্যক্তি মানে নীতিবান আদর্শবান সাম্যবাদী মানুষ জনের ছবি ভেসে উঠত। বর্তমান কালের কেউ বামমার্গী দাবিদার, যারা সামাজিক অসভ্যতার সমর্থক তাদেরকে দলীয় নেতৃত্ব সরকারিভাবে সমর্থন করেন কিনা জানা না গেলেও তাদের আচরণ অবশ্যই বাঙলার সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস ও আগ্রাসনের নামান্তর।

দেশের সাধারণ ধর্মপ্রাণ খেটে খাওয়া জনগণকে খেপিয়ে তুলে অসহিষ্ণু করে তোলা এবং মধ্যবিত্ত সাধারণ প্রগতিশীলের দাবিদার ছাত্রছাত্রী শ্রেণিকে কুরুচিকর ভাষা ও অসভ্য মানবিকতার মধ্যে নিমজ্জিত করার অপচেষ্টা নিন্দাজনক। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের মধ্যে সমন্বয় রক্ষাকারী ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদ নতুন নয়, যুগ যুগ ধরে ভারতের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য একদল মানুষ মুখিয়ে থাকে। এ কোনও তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়া নয় পরিকল্পিত ভাবেই ভারতকে দুর্বল করার এক চক্রান্ত। চিরদিন ভারত বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করতে এই চক্রান্তের মোকাবিলা করেছে। এবারেও তার অন্যথা হবে বলে মনে হয় না।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র সতের

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।।১৭।।

অনুবাদ

এই অনিত্য শরীর ভস্মীভূত হোক এবং সমগ্র বায়ুর সঙ্গে প্রাণবায়ু মিলিত হোক। এখন হে ভগবান, কৃপা করে আমার সমস্ত উৎসর্গগুলি স্মরণ রাখবেন এবং যেহেতু আপনি হচ্ছেন পরম সুহৃদ, তাই কৃপা করে আপনার জন্য যা কিছু আমি করেছি সেই সমস্ত স্মরণ রাখবেন।

তাৎপর্য

জ্ঞানবৃক্ষের সুপক্ক ফল। মহারাজ পরীক্ষিত ও শুকদেব গোস্বামীর প্রথম সাক্ষাতেই প্রশ্নোত্তরের সময় শ্রীমদ্ভাগবতে এই বিশেষ মন্ত্রটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভগবৎ তত্ত্ববিজ্ঞানের শ্রবণ ও কীর্তনই হচ্ছে ভক্তিজীবনের মূলনীতি। মহারাজ পরীক্ষিৎ সম্পূর্ণ ভাগবৎ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন, কারণ সেই সময় সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী ও অধ্যাত্মবাদীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ আচার্য।

মহারাজ পরীক্ষিতের মুখ্য প্রশ্ন ছিল– 'প্রতিটি মানুষের কর্তব্য কি, বিশেষত মৃত্যুর সময়ে?' শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিয়েছিলেন–

তস্মাদ্ভাগবত সর্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্।।

'সমস্ত উদ্বেগ থেকে মুক্ত হতে অভিলাষী প্রত্যেকেরই কর্তব্যঞ্চ পরম নিয়ন্তা, সমস্ত দুঃখ–দুর্দশা হরণকারী ও সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বর হরির কথা নিত্য শ্রবণ করা, কীর্তন করা ও স্মরণ করা।' (ভাঃ ২/১/৫)।

ফেসবুক বার্তা

রাস্তা তৈরিতে বিশ্ব রেকর্ড!

মাত্র ১০৫ ঘণ্টায় ৭৫ কিমি হাইওয়ে তৈরি করে গিনেস বুকে নাম তুলল ভারত! মাত্র পাঁচ দিনেরও কম সময়ে ৭৫ কিমি রাস্তা তৈরি করে বিশ্বরেকর্ড গড়ল ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। মহারাষ্ট্রের অমরাবতী থেকে অকোলার মধ্যে তৈরি ৭৫ কিমি দীর্ঘ একটা লেনের এই রাস্তা তৈরি করতে সময় লেগেছে মোট সময় লেগেছে ১০৫ ঘন্টা ৩৩ মিনিট।

দল বদলের সেকাল একাল

নির্মল গোস্বামী

ইদানিং বাংলার রাজনীতিতে একটা অপ শব্দ চালু হয়েছে তা হল 'দল বদলু'। দল বদল এতো দ্রুত এতো বার হচ্ছে যে অনেক সময় কে কোন দলের নেতা ঠায়র করা মুশকিল হয়ে যায়। আজ এই দলের নেতা তো কাল অন্য দলের নেতা। আবার কয়েকদিন পর ঘরে ফেরা। অর্থাৎ ঝাঁকের কই ঝাঁকে ফিরে এলো। আজ এই পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে তো কয়েক মাস পরে দেখা গেল প্রধানসহ সদস্যরা তৃণমূলে চলে গেল। (অবশ্য নেপথ্য কাহিনী অজানাই থেকে যায়) গোটা পঞ্চায়েত তৃণমূলের হয়ে গেল। তৃণমূলের ডাকসাইটে নেতা মুকুল, রাজীব, সব্যসাচী তো দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জয়প্রকাশ আর অর্জুন লক্ষ্যভেদটা করেই ফেলল। দুদলের দরজা হাট করে খোলা যে কেউ ঢুকতে বের হতে পারবে, কোন বাধা নেই। এই যে গিরগিটির মতো রং বদল, বাংলার রাজনীতিতে কি একবার আনকোরা একটা অধ্যায় চালু হল? পূর্বে কী বাংলার রাজনীতির দল বদল হতো না? উত্তর হল হতো তবে এতো ব্যাপক ভাবে নয়।

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস ঘাটলে দলবদলের ঘটনাও চোখে পড়ে। স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরে পরেই রাজনৈতিক কর্মীদের দল বদলের ভুরিভুরি উদাহরণ আছে। অনুশীলন সমিতির অধিকাংশ নেতারা বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছিলেন। অথবা নিজেরা অন্যদল গঠন করেছিলেন। এসইউসি প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষ অনুশীলন সমিতির সদস্য হিসাবে জেলবন্দি হন। জেলে বসেই আরএসপির নেতাদের সঙ্গে মত বিনিময়ের ফলে আরএসপিতে যোগদান করেন। পরে স্বাধীন ভারতে সত্যিকারের কমিউনিস্ট দল এসইউসি–কে গড়ে তোলেন। সিপিএম–এর প্রয়াত নেতা প্রভাস রায়ের জীবনী অনেকেই জানে না। বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্ম। তিনি কংগ্রেসের জেলা কমিটির সভাপতি ছিলেন। পরে সিপিআইতে যোগদান করেন। কংগ্রেসের জেলা সভাপতি থাকাকালীন তিনি শ্রমিক কৃষক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। কৃষকের শ্রমিকের দরিদ্র মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে তিনি ছিলেন অগ্রণী সেনা। সেখানে দল ঝাণ্ডা বড় ছিল না। স্বাধীনতার আগে যারা কংগ্রেস করতেন স্বাধীনতার পরে তাদের অনেকেই কমিউনিস্ট আদর্শকে মেনে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। আর ১৯৬৪ সালে সিপিআই ভেঙে যখন সিপিএম তৈরি হল আর সিপিএম ভেঙে যখন নকশাল দল তৈরি হল তখন নিশ্চয়ই দল বদলের ঘটনা ঘটেছিল।

আসল কথা হল পূর্বের যে সব ঘটনার কথা দলবদল প্রসঙ্গে উল্লেখিত হল তা ছিল মূলত মতবাদ বদল। ব্যক্তিগত স্বার্থে দল বদল নয়, মেয়ের চাকরির বিনিময়ে দলবদল নয়। তা ছিল দেশের স্বার্থে, দেশের মানুষের কল্যাণের নিমিত্তে মত ও পথের পরিবর্তন। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে নরমপন্থী, চরমপন্থী সকলের কাছেই অগ্রাধিকার ছিল দেশের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর রাজনৈতিক নেতা কর্মীরা দেশ গঠনের প্রকৃত পথ কী তাই নিয়ে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করতে বসলেন।

স্বাধীনতা এলো কিন্তু গণমুক্তি ঘটল না। অর্থাৎ সকলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এই প্রাথমিক চাহিদা মেটাতে পারল না স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র। তাই কোন পথে দেশের অর্থনীতিকে পরিচালনা করলে ধনী গরিবের বিভেদ দূর হবে। শ্রমিক মালিকের দ্বন্দ্ব মিটবে কৃষক তার হাড়ভাঙা খাটুনির উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবে ইত্যাদির প্রশ্নে বহু মতভেদ পরিলক্ষিত হল। আর সেই মতবাদকে মানার প্রশ্নে অবশ্য নেতাকর্মীদের স্বাধীনতা ছিল। তারা বিচার বিবেচনা করে দলে যোগদান করত। আবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে হয়তো অন্যদল করত। কোন দল সরকারি ক্ষমতায় আছে তাই দেখে স্বার্থ গোছাবার জন্য কেউ দল বদল করত না। পথের দিশা ঠিক করার প্রশ্নেই রাজনৈতিক দল বাছত।

একজন রাজনৈতিক কর্মী যে নিজের দল অপর দলের কর্মীকে সামিল করতে চায় সে অপর দলের কর্মীকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা আপনি কংগ্রেস কেন করেন? কংগ্রেস কর্মীর উত্তর হল ভাল লাগে তাই। আমাদের পরিবার আজীবন কংগ্রেসী তাই আমিও করি। বামপন্থীকর্মী বললেন, দেখুন রাজনীতি তো ফ্যাশন নয় যে আপনি যেমন ইচ্ছা পছন্দ করলেন। আপনার পছন্দ অপছন্দের উপর কারো কিছু যায় আসে না। কিন্তু রাজনীতি মানে হল একটা মতাদর্শকে মেনে তাকে প্রতিষ্ঠা করার লড়াই। এখন বিচার করে দেখতে হবে যে আপনার মতাদর্শ দেশের পক্ষে কতটা উপযোগী। ভুল মতাদর্শকে সাহায্য করলে সেটা দেশের ক্ষতি হবে। আর সেই ক্ষতির ভাগীদার আপনিও হবেন। এই অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় কি বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব? দ্রুত শিল্প বিকাশ কি সম্ভব? যদি কংগ্রেসী শাসনে মূল্যবৃদ্ধি আরও বাড়ে, যদি বেকারের সংখ্যা আরও বাড়ে, যদি মানুষ দিন দিন দারিদ্র সীমার নীচে চলে যায় তবে বুঝতে হবে, কংগ্রেসের নীতি আদর্শ ভুল। রাজনীতি ভুল। আর সেই ভুলকে আঁকড়ে যারা বসে থাকে তারাও ভুল করে। ধরুন আপনি জল তৈরি করবেন। জল তৈরির থিওরি H2Oকে আগে জানতে হবে। যদি আপনি ভুল করে জানলেন H3O তে জল হয় সেই জানা নিয়ে দিনের পর দিন অতি নিষ্ঠা সহকারে নিরলস পরিশ্রম করেন তাহলেও কোনদিনই আপনি জল তৈরি করতে পারবেন না। অপর পক্ষে যে জানে যে H2Oতে জল হয় সে সহজেই জল তৈরি করতে পারবে। ঠিক সেই রকমভাবে রাজনৈতিক তত্ত্বকে বুঝতে হবে বিচার করে দেখতে হবে তা ঠিক কিনা। যদি রাজনৈতিক তত্ত্ব ঠিক থাকে তাহলে সেই দলের শক্তি বৃদ্ধি করার নৈতিক অধিকার জন্মে একজন নাগরিকের। আর না জেনে বুঝে ইচ্ছা হল তাই কংগ্রেস করলাম, আবার ইচ্ছা হল সিপিএম করব কি জনতা দল করব এটা করা অন্যায়। হয় আপনি আমাকে বোঝান কংগ্রেস ঠিক, তাহলে আমি আপনার মতবাদ গ্রহণ করব সঙ্গে সঙ্গে, তা যদি না হয় তাহলে আমার মতবাদ গ্রহণ করতে বলব না, তবে এটা বলব যে কংগ্রেসের সঙ্গ ত্যাগ করুন।

এইভাবে যুক্তি পাল্টা যুক্তি দিয়ে কেউ কাউকে দলে টানত। রাজনৈতিক কর্মীরা মতাদর্শ পালটাতো। আজকের মতো সুবিধাভোগীদের দলবদলের মতো নয়। প্রচার হচ্ছে হার্দিক প্যাটেল কংগ্রেস ছেলে, বিজেপিতে যোগ দেবে। মিডিয়া ঢালাও প্রচার করছে। কিজন্য কংগ্রেস করত আজকের বিজেপি করবে এই প্রশ্ন মিডিয়াও ভুলে গেছে। এ যেন করপোরেট হাউস পাল্টানো। আজ টাটার চাকরি করছে, বেশি মাইনের জন্য কাল আদানীর কোম্পানি জয়েন করল। বর্তমানে রাজনীতি বোধ হয় চাকরির বিকল্প হয়ে গেছে, তাই দলবদল ঘটছে, সরকারী দলের মধ্যে। তৃণমূল ছেড়ে কেউ সিপিএম বা এসইউসিতে যাচ্ছে না। এমনকি কংগ্রেসেও নয়। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপি। আবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল এই সীমার মধ্যে আবদ্ধ একজন দেশের ক্ষমতা আর একজন রাজ্যের ক্ষমতা। গায়ক বাবুল যে ভাষায় একজন পিসি–ভাইপোকে আক্রমণ করছে, আজ তাদের পদলেহন করছে কি জনস্বার্থে? ফলে আজ দলবদল হয় সেকালে আদর্শ বদল হতো। সেখানে ব্যক্তি স্বার্থের নামগন্ধও থাকত না।

রহস্যে ঘেরা আজব গ্রাম, যেখানে ১২ পেরোলেই মেয়েরা হয়ে যায় ছেলে!

সিদ্ধার্থ সিংহ

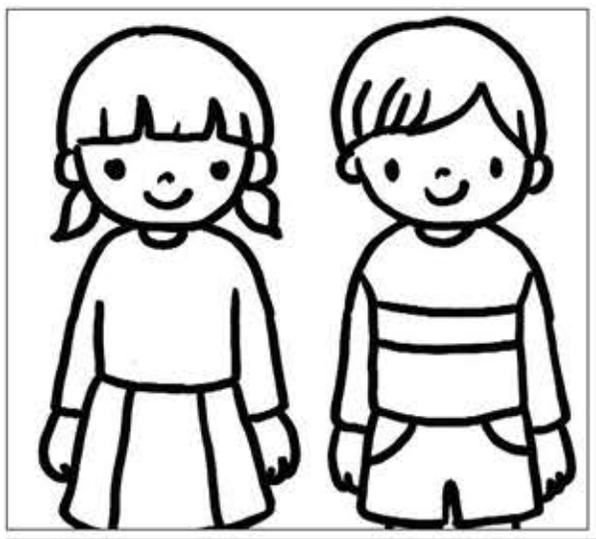

জাতিসংঘ যতই ঘটা করে ১৯৭২ সালের ৫ জুন দিনটিকে ঘোষণা করুক 'আন্তর্জাতিক বিশ্ব পরিবেশ দিবস', আমরা যতই সচেতন হই, যতই দূষণমুক্ত রাখতে চাই এই পৃথিবীটাকে, তবুও আমাদের এই পরিবেশেই বহাল তবিয়তে টিকে আছে বেশ কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা।

এটা কি কোনও ঘটনা, নাকি একটা আজব রোগ! একটা সদ্যোজাত জন্মাল মেয়ে হয়ে। কিন্তু শৈশবকাল পার হতে না হতেই সেই মেয়েই হয়ে গেল ছেলে।

হ্যাঁ, ডমিনিকান রিপাবলিকের দক্ষিণ–পশ্চিমে বারাভোনা প্রভিন্সের প্রত্যন্ত একটি গ্রামে এমনই ঘটনা ঘটে।

গ্রামের নাম সালিনাস। সেখানে কয়েকশো বছর ধরে মেয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটে আসছে। মেয়ে হয়ে জন্মালেও ঠিক ১২ বছর বয়স পেরোনোর পর পরই সেই মেয়েই শারীরিক ভাবে পালটে যায়। পরিণত হয় ছেলেতে।

কিন্তু কেন এমন হয়? এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এক ধরণের বিশেষ শারীরিক ত্রুটির কারণেই গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটে। গর্ভাবস্থায় থাকাকালীনই শিশুদের উপর এই প্রভাব পড়তে শুরু করে। ধারণা করা হয়, গর্ভাবস্থায় একটি বিশেষ এনজাইমের অভাবেই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়। কিছু দিন আগে এই সমস্যারই মুখোমুখি হয়েছে জামিস গ্রামের একটি মেয়ে। জীবনের প্রথম ১২টা বছর পার করার পরে সে হঠাৎ মেয়ে থেকে ছেলে হয়ে গেছে।

ছোটবেলার কথা বলতে গিয়ে জামিস বলেছে, ছোটবেলায় সে স্কার্ট পড়ে স্কুলে যেত। তার পর ১২ বছর পর থেকেই তার পুরুষাঙ্গ বাড়তে শুরু করে। তখন সে নিশ্চিত হয় যে, তার গ্রামের আরও অনেক মেয়ের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, তার ক্ষেত্রেও সেই একই জিনিস ঘটতে চলেছে। মানে সে ধীরে ধীরে একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষে পরিণত হচ্ছে।

এ সব হওয়ার পিছনে রয়েছে একটি ভয়ঙ্কর রোগ। এই রোগের ইতিহাস জানতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ১৯৭০ সালে। ওই বছরই ডা. মাইকেল মোসলে প্রথম এই বিষয়টি লক্ষ্য করেন।

তাঁর মতে, সালিনাস গ্রামের মায়েদের গর্ভকালীন পুষ্টির অভাবের জন্যই এক বিশেষ ধরনের এনজাইম তাদের শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষরণ হতে পারে না। আর তার জেরেই ডিহাইড্রো টেস্টোস্টেরন নামের একটি হরমোন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আর তার জেরেই গর্ভস্থ শিশুদের পুং জননাঙ্গ পরিস্ফুট হচ্ছে না।

ফলে যারা পুরুষ শিশু, তাদের পুরুষাঙ্গ জন্মের সময় ঠিক মতো গজায় না দেখে তাদেরকে সবাই মেয়ে শিশু বলে মনে করে। কিন্তু তারা আসলে পুরুষ শিশুই। এই শিশুগুলোর বয়স যখন ১২ বছর হয়, তখন তাদের শরীরে এনজাইম আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে সুপ্ত যৌনাঙ্গ পরিস্ফুট হতে শুরু করে।

এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ওই গ্রামের বিবাহ উপযুক্ত ছেলেমেয়েরা এখন অবশ্য অন্য একটি পন্থা অবলম্বন করেছে।

তারা কেউই আর নিজের গ্রামের কাউকে বিয়ে করছে না। ছেলেরা বিয়ে করছে ওই গ্রামের বাইরের অন্য যে কোনও গ্রামের মেয়েকে। আর মেয়েরা বিয়ে করছে অন্য যে কোনও গ্রামের ছেলেকে।

এটা করার ফলে এই সমস্যার কিছুটা হলেও সুরাহা হয়েছে। মিশ্র রক্তের জন্য স্বাভাবিক যৌনাঙ্গ নিয়ে জন্মাতে শুরু করেছে শিশুরা। আশা করা যাচ্ছে, এই পদ্ধতি বজায় থাকলে আগামী দু'–এক প্রজন্মের পর থেকেই এই গ্রামে অন্য আর পাঁচটা গ্রামের মতোই পুরোপুরি সুস্থ–স্বাভাবিক শিশুর জন্ম হবে।

আর সেটা হলেই, সার্থক হয়ে উঠবে আমাদেরই ৫ জুন, মানে 'আন্তর্জাতিক বিশ্ব পরিবেশ দিবস' উদযাপন করা।

পরিবেশ সপ্তাহের বিশেষ প্রতিবেদন

দেশ দেশান্তরে সুযোগ সন্ধানী

প্রণব গুহ

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম বলেছিলেন 'জানিস না কি, ধর্ম সে যে বর্ম সম সহনশীল/তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে ছোঁয়াছুঁয়ির ছোট্ট ঢিল।' কবির ভাবনা একশো ভাগ সত্যি হলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে এইসব ছোট্ট ঢিলের ভাঙার ক্ষমতা না থাকলেও তারা বিকট তরঙ্গ তুলতে সক্ষম। ভারতের শাসক দলের মুখপাত্র সম্প্রতি পয়গম্বরকে নিয়ে কটুক্তির যে ছোট্ট ঢিল ছুঁড়েছেন তার শব্দে কাঁপছে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি। চলছে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার। কাতার, ওমান, ইরান ভারতের রাষ্ট্রদূতদের ডেকে আপত্তি জানাতে শুরু করেছে। ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ও নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল ভাল নিজেদের কুশল দৌত্যে ইরানকে নরম করলেও এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে শুরু করেছে পাকিস্তানের মদতে বেড়ে ওঠা কুখ্যাত সেই আল কায়দা গোষ্ঠী। পয়গম্বরকে নিয়ে কটুক্তির

জবাব দিতে তারা হুমকি দিয়েছে আত্মঘাতী হামলার। আল কায়দা ফর সাব কন্টিনেন্ট–এর নামে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে এই অসম্মান তারা কোনও ভাবেই মেনে নেবে না। দিল্লি, গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ, 'বম্বে'তে যে হিন্দু সন্ত্রাসবাদীরা রয়েছে, তারা এখন মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করুক। এও বলা হয়েছে আল কায়দার যোদ্ধারা নিজেদের এবং শিশুদের শরীরে বিস্ফোরক বেঁধে হামলা চালাবে।

এমন সময়ে ধর্মের বর্মে ভারতের ঢিলটি পড়ল যখন সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী ও জঙ্গীদের ঠিকানা বলে কুখ্যাত পাকিস্তানে চলছে হুমকি পাল্টা হুমকির রাজনীতি। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের পাকিস্তান তেহরিক–ই–ইনসাফ দলের সদস্য আতাউল্লাহ ট্যুইটারে শেয়ার করা একটি ভিডিওতে বলেছেন 'ইমরান খানের মাথার একটি চুলও যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে দেশ পরিচালনাকারীদের সতর্ক করা হবে। তুমি বা তোমার সন্তানরা থাকবে না। আমিই প্রথম তোমার ওপর আত্মঘাতী হামলা করব। তোমাকে রেহাই দেব না। হাজার হাজার শ্রমিক এই কাজ করতে প্রস্তুত।' আতাউল্লাহর বক্তব্যে পাকিস্তান সরকারে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তথামন্ত্রী মরিয়ম আওরঙ্গজেব বলেছেন, যারা দেশের বিরুদ্ধে হুমকি দিচ্ছে তাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কোনও স্থান নেই। সংলাপ বা কোনও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এ ধরনের লোকেদের কোন জায়গা নেই এবং তাদের গ্রেপ্তার করা হবে।

পাকিস্তানের এই বাতাবরণে ইসলামি দুনিয়ায় ঢিল ফেলেছেন বিজেপির মুখপাত্র নূপুর শর্মারা। যাদের স্থান, কাল, পাত্র বলে কোন জ্ঞান আছে বলে মনে হয় না। আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে ধ্যানধারণা থাকলে এমন হঠকারি মন্তব্য থেকে বিরত থাকবেন যে কোনও প্রাজ্ঞ রাজনীতিকই। কারণ কোভিড মহামারীর পর আর্থিকভাবে পঙ্গু সারা বিশ্ব এখন উঠে দাঁড়াবার লড়াই চালাচ্ছে। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। নির্মলা সীতারমণের নেতৃত্বে অর্থমন্ত্রক মোকাবিলা করছেন দেশের ভেঙে পড়া অর্থনীতি। বহুত্ববাদের দেশ ভারত এখন জাত–পাত,ধর্ম–ধর্ম বাদ দিয়ে সর্ব স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছে সুশাসন। পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে প্রত্যেকটি ভেঙে পড়া দেশবাসীর। এই সময়ে এই ধরণের হঠকারী মন্তব্য দেশের সার্বভৌমত্বে না হলেও কুঠারাঘাত করতে পারে অর্থনীতির মূলে। যা ফের খানিকটা পিছিয়ে দেবে ভারতের উন্নয়নকে। ফলে যারা পৃথিবী যেখানে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাদের বাক্য সংযমী হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

পাকিস্তানে ইমরান খান সরে গিয়ে ফের রাজনীতির ময়দানে সশব্দে ফিরে আসার পর ক্ষমতার টানাপোড়েন চলছে। এই অবস্থায় পাকিস্তানের ভূখণ্ডে আশ্রয় পাওয়া জঙ্গীগোষ্ঠীগুলি স্বাভাবিক ভাবেই নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করার ক্ষেত্র খুঁজবেই। তাদের চেষ্টা হবে পাকিস্তানের রাজনীতিতে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখা। আর এই ক্ষেত্র তৈরি করে দিচ্ছেন নূপুর শর্মারা। সারা পৃথিবীতে যখন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে নিরপেক্ষ অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের কূটনীতি ও বিদেশনীতি প্রশংসা পাচ্ছেন সে সময়ে এমন একটা শামুকে পা কেটে ফেলা সত্যিই দুঃখের। ভারত বিরোধিতার এই তরঙ্গ একদিন হয়তো থিতিয়ে যাবে কিন্তু বিশ্বের মানচিত্রে আরও একটি কালো দাগ রেখে গেলাম আমরা।

পাঠকের কলমে

সমান্তরাল প্রশাসন

পরিবহন সুদৃঢ় রাখতে তৈরি করা হয়েছিল আরটিএ। আরটিএ পরিবহণের যে ভাড়া নির্ধারণ করে দিত সে ভাড়াই সবাইকে মানতে হয়। পরিবহণের প্রশাসন ব্যবস্থা এই সংস্থাই নিয়ন্ত্রণ করত।

সবার উপরে থাকে পরিবহন মন্ত্রী। কিন্তু তৃণমূলের তুঘলকি রাজত্বে এই দপ্তর আজ ব্রাত্য হয়ে আছে। যে যেমন ইচ্ছা ভাড়া নিচ্ছে। এ অবস্থায় আরটিএ–র সমান্তরাল প্রশাসন চলছে। এ অবস্থায় পরিবহন দফতর পোষার কোনও প্রয়োজন নেই। পরিবহন দফতর পুষতে সরকারি টাকার অপচয় হচ্ছে। এই অপচয় দূর করতে পরিবহন দফতরটাই তুলে দেওয়া দরকার। বস্তুত ওই দপ্তরের কোনও কাজই তো আর নেই।

মানসী পাল, বেহালা

নদী বাঁধ কী ভাঙার জন্যই

বাঁধ তৈরি হয় নদীর জলোচ্ছ্বাস রোধ করতে। কিন্তু বাঁধ যদি জল আটকাতে না পারে তবে ওই বাঁধ নির্মাণ করে কী লাভ? বাঁধ তৈরি করার সময় তো ভাবা উচিত জলের সর্বোচ্চ চাপ কত হতে পারে এবং তা আটকাবার জন্য বাঁধকে কতটা মজবুত করা দরকার। কিন্তু দেখা যায় তৈরি করা বাঁধ শুধুই ভেঙে যায়। তাই প্রশ্ন ওঠে নদী বাঁধের কী প্রয়োজন? নদী বাঁধে কারচুপি থাকে। সামান্য জলের ঝাপটায় তা ভেঙে যায়। বস্তুত ভেঙে পড়বার উপযুক্ত যাতে হয় তার দিকেই সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়ারের নজর থাকে। বাঁধ তৈরি করার শিক্ষালয় কি বাঁধ ভাঙার পদ্ধতি শেখানো হয়? বাঁধ সুন্দরবনবাসীর জীবনরেখা। এর ওপর ভরসা করেই তাদের বেঁচে থাকা, জীবন জীবিকার সংস্থান। আর সরকারি মাইনে পাওয়া ইঞ্জিনিয়ার, রাজনৈতিক মদতে বেড়ে ওঠা ঠিকাদারদের এই বাঁধই হলো বেআইনি ভাবে টাকা কামাবার পথ।

মানস বেরা, ক্যানিং

গণ আইনঅমান্যর সমর্থনে মিছিল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : শিক্ষক, নার্স সহ অন্যান্য নিযোগে দুর্নীতি, মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য পদে নিয়োগের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত, মূল্যবৃদ্ধি, নারী নির্যাতন সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের ডাকে আগামী ২৯ জুন কলকাতায় গণ আইন অমান্য হবে। এই আইন অমান্যের

সমর্থনে সোমবার বিকেলে জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদন থেকে বিশাল মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে 'সৃজনী' ক্লাবের মাঠে পৌঁছায়। এদিন এই মিছিলে দলের কর্মীদের সাথে পা মেলালেন এসইউসিআই(সি) দলের রাজ্য সম্পাদক ও পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক তরুন কান্তি নস্কর, প্রবীর বৈদ্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক এদিন এই মিছিলে যোগ দেন।

হিংস্র শেরকে চ্যালেঞ্জ বাঁহাতেই প্রস্তুতি রেণুর

দেবাশিস রায় : নিজের দু'হাতে সাজানো ঘরেই গভীর রাতে হিংস্র শেরের ভয়ংকর আক্রমণ! আর সেই হানায় মেধাবী গৃহবধূ রেণু খাতুনকে ডান হাতের কব্জি চিরতরে খোয়াতে হল। তবুও বীরাঙ্গনা' রেণু থামতে শেখেননি। তিনি সেই নৃশংস শেরের দিকে বাঁহাতেই চ্যালেঞ্জ' ছুঁড়ে দিয়ে জীবনযুদ্ধে জয়লাভের লক্ষ্যে জোরদার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। কঠিন বাস্তবের মুখে দাঁড়ানো রেণু খাতুনের এই অদম্য লড়াকু মনোভাবকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন আমজনতা। পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার চিনিসপুর গ্রামের শিক্ষিতা গৃহবধূ রেণু খাতুন গত রবিবার থেকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এখানে চার দেওয়ালের মধ্য থেকেই তিনি তাঁর জীবনের নতুন একটি অধ্যায়ের কঠিনতর লড়াই শুরু করেছেন। অবশ্য লড়াইয়ে তিনি এবার একা নন, সঙ্গে রয়েছে অসংখ্য শুভার্থীর সমর্থন। যা পেয়ে তীব্র যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যেও প্রতিটি মুহূর্তে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে রেণুর। এই যুদ্ধ জয় করে সকলের কাছে তাঁকে আরও একবার প্রমাণ করে দিতে হবে তিনি হারতে শেখেননি। গত রবিবার রাতে চিনিসপুরে

শ্বশুরবাড়িতে থাকাকালীন রেণু খাতুনের ডান হাতের কব্জিটি নৃশংসভাবে কেটে নেওয়া হয়েছে। এই পাশবিক ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রেণুর স্বামী শের মহম্মদ শেখ। ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে।

পুলিশ মূল অভিযুক্ত সহ তার বাবা এবং মাকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে। সেইসঙ্গে কেতুগ্রাম থানার পুলিশ ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে, দুর্গাপুরে হাসপাতালে উপস্থিত সংবাদমাধ্যমের সামনেই রেণু গোটা ঘটনায় যুক্ত সকলের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। পুলিশি সূত্রে জানা গিয়েছে, বেসরকারি হাসপাতালের নার্স রেণু খাতুনের নাম রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের চাকরির চূড়ান্ত প্যানেলে ওঠার পর থেকেই স্বামী শের মহম্মদ শেখ নানাভাবে অশান্তি শুরু করে দেয়। সে চায়নি তার স্ত্রী এই সরকারি চাকরি করুক। শিক্ষিত শের মহম্মদের আশঙ্কা ছিল এরপর হয়তো রেণু তার সঙ্গ ছেড়ে চলে যাবে এবং এসব বলে কয়েকজন বন্ধুও তার কান ভারী করে তুলেছিল। তাই সে কয়েকদিন ধরে রেণুর কাছে ঘোরতর আপত্তিও জানাচ্ছিল। এমনতর উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্যেই গত রবিবার রাতে ঘটে যায় এই নৃশংস পাশবিক ঘটনা।

অভিযোগ অনুসারে জানা গিয়েছে, শের মহম্মদ সহ তার কয়েকজন বন্ধু মিলে রেনুর মুখে বালিশ চাপা দেয়। তারপর টিন কিংবা গাছের ডাল ছাঁটার ধারালো কাঁচি দিয়ে রেণুর ডান হাতের কব্জিটি কেটে ফেলে। এই নারকীয় পাশবিক ঘটনায় স্তম্ভিত সভ্য সমাজ তথা আমজনতা। ঘটনায় হতভম্ব রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় গত মঙ্গলবার দুর্গাপুরে এসে যথাযথভাবে রেণু খাতুনের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন। এদিকে, ঘটনার পর দু'দিন যেতে না যেতেই তীব্র যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করেই রেণু বাঁহাত দিয়ে লেখালেখির প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁর ডান হাতের কনুই পর্যন্ত মোটা করে ব্যান্ডেজ বাঁধা। কব্জি কাটা হাতের একটু নড়াচড়াতেই রেণুর সারা শরীর অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁকড়ে ওঠে। সেই অসহনীয় অবস্থায় মাঝেমধ্যেই তিনি কখনও টেবিলের ওপর কখনও বা কোলের ওপর রাইটিং বোর্ড রেখে বাঁহাত দিয়ে লেখা রপ্ত করে চলেছেন। প্রথম প্রথম নিজের কাঁপা কাঁপা হাতের লেখা দেখে তিনি কোনওমতেই হতাশ তো হননি, বরং একই বিষয় বারংবার লিখে লিখে ভুলত্রুটিগুলি শুধরে নেওয়ার নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই অদম্য ইচ্ছাশক্তি দেখে আশপাশের সকলেই তাঁকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। তাঁর এই লড়াকু মনোভাব যেন পাশবিক হিংস্রতার বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত চিপে রুখে দাঁড়িয়ে যুদ্ধজয়ের চ্যালেঞ্জ'। রেণু খাতুনের দৃঢ় বিশ্বাস, একটা হাতেই তিনি নতুন করে যুদ্ধ জয় করতে পারবেন এবং অপরাধীরা কঠিন শাস্তি পাবেই।

সঙ্কটেও ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার লক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : পদে পদে নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে তাকে। তবে দমে যায়নি ছাত্রীটি। শেষ পর্যন্ত মাধ্যমিকে চমকে দেওয়া ফল করে পরিবারের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। সমুদ্রগড়ে পারুল ডাঙা নসরৎপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী ইন্দ্রাণী সেন। ৬৬৩ নম্বর পেয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ইচ্ছা ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ার। বাবা মানিকচন্দ্র সেন

তাঁতের কাপড় বোনার কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন। পাঁচজনের সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয় প্রতিদিন। মেয়েকে পড়াশোনা করানো এক প্রকার বিলাসিতা এই সংসারে।

তবু সমস্যা কাটিয়ে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখে ইন্দ্রানী। ইন্দ্রানীর কথায়, এত কষ্টের মধ্যে পড়াশোনা করেও স্কুলের সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে। ওর পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ ও জেদ দেখে মনে হয়েছে একদিন ও লক্ষ্যপূরণ করবে। ইন্দ্রানীর ইচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হবে। কিন্তু সে স্বপ্ন সফল হওয়া যে খুব কঠিন। তাও ভালভাবেই জানে। তার একটাই কথা, আপ্রাণ চেষ্টা করব স্বপ্নপূরণের। কাটোয়া লাইনে সমুদ্রগড়, মধ্য পাড়া গণেশ চন্দ্র কর্মকারের তাঁত কাপড়ের হাটের পিছনে মাথা গোঁজার মতো টিনের চালের বাড়ি। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইন্দ্রানীর বিষয় ভিত্তিক নম্বর বাংলা ৯৯, ইংরাজী ৮১, গণিত ১০০, জীবন বিজ্ঞান ৯৭, পদার্থবিজ্ঞান ১০০, ইতিহাস ৯৬, ভূগোল ৯৮। তার চারটি প্রাইভেট শিক্ষক ছিল। এছাড়া স্কুলের শিক্ষকরা তাকে খুব সাহায্য করতেন। সে অবসর সময়ে কারেন্ট অ্যাফেয়ার ও ড্রইং করতো। তবে পড়ার চাপে ড্রইং করা ছেড়ে দেয়। ইন্দ্রানীর মা ইন্দুমতি সেন গৃহবধূ। মেয়ের সফলতার আনন্দে চোখে জল। আগামীদিনে মেয়ের পড়াশোনার কী হবে জানি না। তাদের ছোট ছেলে ইমন নার্সারিতে পড়ছে। শনিবার ৪ জুন সমুদ্রগড়ে একটি অনুষ্ঠানে প্রাণী সম্পদ দফতরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ মঞ্চে সংগঠনের তরফে তাকে সংবর্ধনা দেন। তার উচ্চ শিক্ষায় সহায়তার অঙ্গীকারও করেছেন তিনি।

রাজ্য জুড়ে বৃক্ষরোপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেঙ্গল এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের কর্ণধার আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে রাজ্য জুড়ে চারাগাছ রোপন কর্মসূচি পালন করলো বেডস কর্মীরা। এদিন সকাল থেকে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, মালদা, দুই দিনাজপুর। দুই মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি ও কলকাতায় বেডসের নেতৃত্বে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে বিশ্ব পরিবেশ পালন হয়। বেডসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে রয়েছেন অসীম বিশ্বাস, স্বর্ণেন্দু গুহ, বীরেন্দ্র টোটো, অশোক কুমার দাস, বিজলি খাতুন, সাহেব মণ্ডল, রাজ মুখার্জী, হীরণ ঘোষাল সহ একাধিক নেতৃত্বের উদ্যোগে বিভিন্ন জেলার এই কর্মসূচি পালিত হয়। বেডসের সভাপতি আমিনুল ইসলাম বলেন, বছরের প্রতিটি সপ্তাহে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি করা হবে। চলতি আর্থিক বছরে ১ লাখ ৩০ হাজার চারাগাছ রোপণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বেডস পরিবার এগিয়ে চলবে। মূলত বিশ্ব উষ্ণায়ণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় সুইডেনে। এবারে থিম ছিল 'কেমলমাত্র একটি পৃথিবী'।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ময়দানের পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ১৭টি বিদ্যুৎ চালিত গাড়ির উদ্বোধন করেন মাননীয় নগরপাল শ্রী বিনীতকুমার গোয়েল। সেইসঙ্গে উদ্বোধন করেন কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন থানা ও ট্রাফিক গার্ডে বৃক্ষরোপণ উদ্যোগের। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা দেব এবং অভিনেত্রী রুকমিনী মৈত্র। –প্রীতম চৌধুরী

প্রতিবাদসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬ জুন বজবজ ও সাতগাছিয়া বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মিছিল ও প্রতিবাদ সভা হল। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এই মিছিলের কারণ হল পেট্রল গ্যাস ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি সেই সঙ্গে দীর্ঘ ৫ মাস ধরে একশ দিনের কাজের টাকা বন্ধ হয়ে থাকার কারণে গরিব মানুষগুলো যে অসুবিধা

হচ্ছে সে জন্যও প্রতিবাদ মিছিল। সাতগাছিয়া বিধানসভার নোদাখালী নতুন রাস্তার মোড়ে প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর এবং সাতগাছিয়ার পর্যবেক্ষক ও ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকৎ মোল্লা। সভা পরিচালনা করেন স্বপন হাতি। উপস্থিত ছিলেন সাতগাছিয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মলয় সাঁতরা প্রমুখ। সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চকবাঁশবেড়িয়া ২০৯ নম্বর বুথের তৃণমূল কর্মীরা একটি মিছিল করেন যার নেতৃত্ব দেন পঞ্চায়েতের সদস্যা মনোয়ারা বিবি। অন্য দিকে বজবজ বিধানসভা বাওয়ালী সত্যপীর তলায় একটি প্রতিবাদ সভা হয়। বক্তব্য রাখেন বিধায়ক অশোক দেব, সেখ বাপী সুদেশ মালী প্রমুখ।

উদ্ধার নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ও বোমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে পাবরোখিয়া গ্রামের সাবের আলির বাড়ির কাছ থেকে রবিবার পনেরোটি তাজা বোমা এবং বোমা তৈরির মশলা উদ্ধার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। সিআইডি বোম্ব স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। গত ৩ জুন রাত দেড়টা নাগাদ গোপনসূত্রে খবর পেয়ে দাদপুর ক্যানেল মোড় থেকে মোটরবাইক থেকে তিনশো বোতল কোডাইন ফসফেট নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হলো – বোলপুর ভুবনডাঙার সাজাদ শেখ এবং রাকেশ শেখ। রামপুরহাট থেকে ঝাড়খণ্ড নিয়ে যাওয়ার পথে ১৯ মে সকালে নারায়ণপুর গ্রামে তিন পেটি বিদেশি মদ উদ্ধার করলো রামপুরহাট থানার পুলিশ। এক ব্যাক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। ১৪ মে ভোরে রামপুরহাট – দুমকা রাস্তার কালিডাঙা মোড়ের কাছে বালিবোঝাই ট্রাকটর ঝাড়খণ্ড থেকে রামপুরহাটের দিকে আসছিল রামপুরহাট থানার পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় আটক করে । বালির তলায় কয়লা পাচার হচ্ছিলো। ট্রাক্টর দুটি আটক করে থানায় নিয়ে যায় রামপুরহাট থানার পুলিশ। পলাতক চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ।

বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের কে সি গার্ডেন এলাকায় ক্যানিং আজাদ মহল রিক্রিয়েশন ক্লাবের আয়োজনে এবং রাহুল সেবা সোসাইটির সহযোগিতায় আয়োজিত হয় বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও চশমা প্রদান। এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক পরেশরাম দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য তপন সাহা, মাতলা–১ পঞ্চায়েত সদস্য শম্ভু

সাহা, বিশিষ্ট সমাজসেবক সহদেব রায়, গোপাল সা, হিরন্ময় পাল, মীরা রায়, ডাঃ দ্যা এল ফেট, ডাঃ অমর কৃষ্ণ, ডাঃ সপ্তর্ষি প্রমুখ। এদিন বিধায়ক পরেশরাম দাস বলেন, যেভাবে দুঃস্থ মানুষজনের সাহায্যার্থে আজাদ মহল রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা এমন ধরনের কাজের জন্য এগিয়ে এসেছে আমি তাদের এমন ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। তিনি আরও বলেন, এই চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের মাধ্যমে বহু দুঃস্থ মানুষজন স্বাস্থ্য পরিষেবায় উপকৃত হবে। রাহুল সেবা সোসাইটির কর্ণধার আমন মোল্লা বলেন, এদিন প্রায় ৩০০ জন রোগীর বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করানো হয়। আগামী এক মাসের মধ্যে এই সমস্ত মানুষজনের হাতে বিনামূল্যে চশমা তুলে দেওয়া হবে। তবে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ক্যানিং রাজারলাট পুরাতন চাঁদনী মিলন সংঘে এবং ঝড়খালি অঞ্চলে ঝড়খালি সবুজ বাহিনীর উদ্যোগে এই বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও চশমা প্রদান করা হবে।

লটারিতে কোটিপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভাংড়ি ফেরিওয়ালা থেকে রাতারাতি কোটিপতি–শুনতে অবাক লাগলেও এমনই ঘটনার সাক্ষী রামপুরহাট থানার কাষ্টগড়া গ্রামের রহমত শেখ। নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে প্রথম পুরস্কার এককোটি টাকা পেয়েছে রামপুরহাট থানার কাস্টগড়া গ্রামের রহমত সেখ নামে এক ভাংড়ি ফেরিওয়ালা। আর টাকা পাওয়ার খবর পেয়ে নিরাপত্তার জন্য সোজা রামপুরহাট থানায় হাজির হন রহমত সেখ ও তার স্ত্রী সারজিনা বিবি। নুন আনতে পান্তা ফুরায় এমন সংসারে স্বভাবতই খুশির হাওয়া। গতকাল পর্যন্ত একদিনের খাবার জোটানোই কষ্টকর ছিল বলে জানালেন স্ত্রী সারজিনা বিবি। টাকা পেয়ে তিন মেয়ের বিয়ে দেওয়া ও নিজস্ব পাকা বাড়ি করার সাধ রয়েছে বলে জানান রহমত সেখ।

ধরাশায়ী অর্থনীতি

প্রথম পাতার পর

স্বাগত ভাষণে এমসিসিআই–এর প্রেসিডেন্ট ঋষভ কোঠারি রেপোরেটের বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী বলে জানিয়ে প্রশ্ন রাখেন এর দ্বারা কতোটা মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব। আলোচনা সভার মূল বক্তা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর রাধাশ্যাম রাঠো যা শোনালেন তা দেশবাসীর কাছে নিতান্তই হতাশাব্যঞ্জক। তিনি জানান, কোভিডের ধাক্কায় শুয়ে পড়া অর্থনীতি উঠে দাঁড়াবার আশা ধাক্কা খেয়েছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের জন্যে। পৃথিবীর অর্থনীতি উন্নতির হার ৬.১ শতাংশ ভাবা হলেও চলতি আর্থিক বছরে তা ৩.৬ শতাংশে নেমে আসবে বলে ধারণা। এর কারণ হিসাবে শ্রী রাঠো বলেন, যেহেতু রাশিয়া খাদ্য, ধাতু এবং খনিজ পদার্থের মূল যোগানদার ছিল তাই যুদ্ধের কারণে পৃথিবীর মুদ্রাস্ফীতি ৬.২ শতাংশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি ভারতীয় অর্থনীতির হতাশা ঢাকতে আত্ম নির্ভর ভারতের উদাহরণ টানলেও তা দিয়ে মধ্য নিম্নবিত্তের হতাশা কাটাতে পারলেন না।

বক্তারা আন্তর্জাতিক অর্থনীতির দুর্দশার পাশাপাশি ভারতের ছবিটা উজ্জ্বল করে দেখাবার চেষ্টা করলেও সভার নির্যাস বলছে, ভারতবাসীর আগামী অর্থনৈতিক জীবন কঠোর থেকে কঠোরতর হতে চলেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭৫ বছরের উৎসব চলছে। নিজের ঘরোয়া অর্থনীতি ছেড়ে প্রায় তিন দশক আগে আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেকে সঁপে দিয়েছে ভারত। আশা ছিল আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সাথে পাল্লা দিয়ে বিদেশী মানের জীবনধারণের উপহার পাবে ভারতবাসী। কিন্তু ভারতবর্ষের পরিচালক মণ্ডলী দুর্নীতির গুণপনায় আগেই সে আশা বিলীন হয়েছে। এবার কোভিড ও ইউরোপের যুদ্ধ জীবনের মান নামিয়ে এনেছে নিম্নস্তরে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই কর্তার কথায় বেশ বোঝা গেল এই মুহূর্তে পরিস্থিতি থেকে বেরোবার আশা প্রায় নেই বললেই চলে।

বাদাবন রক্ষার্থে অগ্রণী হ্যাল

পলাশ তরফদার : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ঝড়খালি তে বাদাবন কে রক্ষা করতে এগিয়ে এল হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড। আয়লা, আম্ফান, বুলবুল, ফনীর মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে সুন্দরবনকে। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড কয়েক হাজার ম্যানগ্রোভ লাগানোর শপথ গ্রহণ করেছেন। এদিন উপস্থিত

ছিলেন ঝড়খালি কোস্টাল থানার আধিকারিক সঞ্জয় কাঞ্জিলাল, বিশিষ্ট সমাজসেবী রঞ্জন মন্ডল, প্রশান্ত রায়, তপন বর্মন, সুভল মন্ডল, রবি শশী এছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড জেনারেল ম্যানেজার পিকে শর্মা বলেন, পৃথিবীর অন্যতম জীব বৈচিত্রের আধার বা আঁতুড় ঘর হলো সুন্দরবন। সুন্দরবন আমাদের বাঁচায়, আমাদের দায়িত্ব সুন্দরবনকে বাঁচানো। নোনা জল, জঙ্গল, মানুষ, বাঘ,কুমির, গেওয়া,গরান,হেতাল, সুন্দরী গাছের সম্মৃদ্ধ জোড়া বড় ১০২ টি বদ্বীপ নিয়ে সুন্দরবন প্রাকৃতিক নানা প্রতিকূল সাথে লড়াই করে টিকে আছে।

প্রসূতি মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রসূতি মৃত্যুতে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ উঠলো রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিরুদ্ধে। মৃত প্রসূতির নাম সরস্বতী মন্ডল, বয়স ২১ বছর,নলহাটি ২ নং ব্লকের বারহা গ্রামের বাসিন্দা। সোমবার সকালে সন্তান প্রসবের জন্য ভর্তি হয় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে। বিকেলে সিজার করে একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়। সন্ধ্যের দিকে তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে সিসিইউ এ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সারারাত চিকিৎসা চলার পর মঙ্গলবার সকালে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। মৃতের পরিবারের অভিযোগ চিকিৎসার গাফিলতির জন্য এই ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার তদন্তের দাবি জানিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন মৃতের পরিবার।

দীর্ঘদিন বিকল

প্রথম পাতার পর

কিন্তু সে অর্থে পর্যাপ্ত পানীয় জলের রিজার্ভার নেই। যে দুটি আছে তা মানুষের দৃষ্টি গোচর হয় না। আলিপুর চত্বরের অনেক মানুষ জানালেন, যদি বন্ধ হয়ে যাওয়া জলের এটিএম কাউন্টারটি জেলা পরিষদ ভবনের সামনে রবীন্দ্র উদ্যানের লাগোয়া করা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ নামমাত্র মূল্যে নিরাপদ পানীয় জল পান করতে পারেন। প্রসঙ্গত ২০১৫ সালে তৎকালীন জেলাশাসক পি বি সেলিমের সময়ে জলের এটিএম কাউন্টারটি চালু হয়েছিল। ওই কাউন্টারে তিনটি পয়েন্ট থেকে জল পাওয়া যেত ১ টাকার বিনিময়ে। কিছুদিন চলার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় এক ব্যক্তি জানালেন ওই কাউন্টারে তিন জন করে লোক থাকত। কিন্তু কাউন্টারটি জনসমক্ষে না হওয়ায় সেভাবে জল বিক্রি হচ্ছিল না। বাধ্য হয়েই কদিন পর তা বন্ধ হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে নব নিযুক্ত জেলাশাসক সুমিত গুপ্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে, তিনি জানান বিষয়টি তিনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন।

কুপির আলোই ভরসা

প্রথম পাতার পর

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপ গুলোতে বিদ্যুতের আলো জ্বললেও ক্যানিং শহর থেকে মাত্র ৩৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বাসন্তীর হাড়ভাঙীর নন্দ ঘরামীর ঘাট পাড়া আজও অন্ধকারে ডুবে যায় সূর্যাস্তের পর। মাতলা নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে,সে কথা আজ ইতিহাস।

একবিংশতি শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে যেখানে উন্নত আধুনিক পরিষেবা সাধারণ মানুষ এগিয়ে চলেছে প্রযুক্তিগত ভাবে, সেখানে বাসন্তী ব্লকের উত্তর মোকামবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের হাড়ভাঙী গ্রামের নন্দ ঘরামীর ঘাট পাড়ায় আজও পৌঁছায়নি বিদ্যুতের আলো। সুন্দরবনের মাতলা নদীর তীরে এই পাড়ায় প্রায় ৩৫ টি পরিবার বসবাস করেন। জনসংখ্যা প্রায় ১৫০ জন। গ্রামের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করে বড় হওয়ার ইচ্ছা থাকলেও বিদ্যুত না পৌঁছানোয় তা আর হয়ে ওঠেনি। এমনকি গ্রামে আজও কোনও উচ্চমাধ্যমিক কিংবা স্নাতক স্তরের ছাত্র ছাত্রী নেই। কোনওমতে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করে ইতি টানতে হয় এলাকায় বিদ্যুত না থাকার কারণে। গ্রামের পাশ দিয়েই বয়ে চলছে সুন্দরবনের মাতলা নদী। নদী তীরবর্তী গ্রামের বাসিন্দা সঞ্জয় শিকারী, বিদয় সাউ, স্বপন অধিকারী বাপী অধিকারীদের আক্ষেপ, আর হয়তো কোনদিনও গ্রামে বিদ্যুত পৌঁছাবে না। অন্ধকারেই থাকতে হবে। ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত অন্ধকার।' আর বিদ্যুত না থাকার কারণে বহু কষ্ট করে কুপির আলোয় পড়াশোনা করতে হয় এলাকার স্কুল ছাত্রছাত্রীদের। যার ফলে আজও উচ্চমাধ্যমিকের গন্ডি টপকাতে পারেনি নন্দ ঘরামী ঘাট পাড়ার ছাত্রছাত্রীরা। সন্ধ্যা হয়ে যখন অন্ধকার নেমে আসে তখন পার্শ্ববর্তী পাড়ায় বিদ্যুতের অলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। নন্দ ঘরামীর ঘাট পাড়া এলাকা ডুব দেয় ঘন অন্ধকারে। অপেক্ষা করতে হয় কখন হবে সুযোদয়! ঘটনার বিষয়ে বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডলকে ফোনে যোগাযোগ করে জানতে চাওয়া হলে তিনি কোনও মন্তব্য করেন নি। স্থানীয় বিজেপি নেতা বিকাশ সরদার জানিয়েছেন, শুধু উন্নয়ন হচ্ছে। উন্নয়নের মধ্যে গোটা গ্রাম অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। বিদ্যুত নেই। লজ্জা! সরকারে উচিত ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে ওই গ্রামে শীঘ্রই বিদ্যুত পৌঁছে দেওয়া।'

অন্যদিকে, সিপিআইএম নেতা সৌরভ ঘোষ জানিয়েছেন, উন্নয়ন আর উন্নয়ন হচ্ছে সর্বত্র। প্রদীপের নীচেই রয়ে গিয়েছে অন্ধকার। কুঁপির আলোতে পড়তে হয় এলাকার ছাত্রছাত্রীদের । হয়তো বিদ্যাসাগরের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য ওখানে বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া হয়নি।'

হাইকোর্টের নির্দেশে শিক্ষিকা মধুরা হাইস্কুলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ৪ জুন নলহাটি একনং ব্লকের পাইকপাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের মধুরা উচ্চ বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষিকা হিসেবে চাকরিতে প্রবেশ করলেন ক্যানসার আক্রান্ত সোমা দাস। সোমার বাড়ি নলহাটি পুরসভার ৮ নং ওয়ার্ডে। চাকরির দাবিতে আন্দোলন করছে এসএসসি চাকরি প্রার্থীরা। আন্দোলনের সদস্যা ছিল সোমা। কলকাতা হাইকোর্টের সুপারিশে এই নিয়োগ। স্বভাবতই চাকরিতে যোগ দিয়ে খুশি সোমা। ধন্যবাদ জানিয়েছেন আইনজীবী ফিরদৌস সামিম এবং বিচারক অভিজিত গাঙ্গুলিকে।

মহানগরে

ছাদে টিনের আচ্ছাদন বেআইনি

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পুর এলাকার বড়ো রাস্তা অলি গলি লেন বাইলেনে পাকাবাড়ির ছাদের ওপর টিনের আচ্ছাদন কলকাতা পুর নিগম আইনানুযায়ী (১৯৮০) বেআইনি। এ বিষয়ে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি মোহন কুমার গুপ্তার এক প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, পাকাবাড়ির ছাদের ওপর টিনের আচ্ছাদন আইনি নয়। কিন্তু ছোটও টিনের শেড যদি কেউ দেয়, এটাকে মাইনর আন-অথরাইজড বলে ধরা হয়। এবং সে বিষয়ে পুর আইনানুযায়ী আমরা তার একটা চার্জ নির্দিষ্ট করি। এই ফিজটা অত্যন্ত কম। এ বিষয়ে মহানাগরিক আরও বলেন, যারা করছেন তাদের ক্ষেত্রে এখন কলকাতা পুর আইনানুযায়ী মোট ছাদের যদি ১০ শতাংশ ছোটও কনস্ট্রাকশন করতে হয়, তাহলে ১০০ টাকা দিয়ে পুরসভা থেকে অনুমতি নিয়ে নেওয়া উচিত। সুতরাং এটা খুবই একটা নমিনাল ফিজ দিয়ে রেগুলাইজ করে নেওয়া ভালো বলে মহানাগরিক জানান।

নিকাশিতে ছোট সাকশন মেশিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার সংকীর্ণ রাস্তার নিকাশি নালা স্বল্প পরিসরের জেট কাম সাকশন মেশিনের অভাবে ঠিকমতো পরিষ্কার করা যাচ্ছে না। এ বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে পুর সুয়্যারেজ ও ড্রেনেজ দফতরের মেয়র পারিষদ তারক সিং বলেন, কলকাতার এমন কিছু সংকীর্ণ রাস্তা আছে, যে সমস্ত রাস্তায় কলকাতা পুরসভার জেট কাম সাকশন মেশিন প্রবেশ করতে পারে না গাড়িগুলি বৃহৎ পরিসরের হওয়ায়। তারক সিং বলেন, এ রকম সমস্যায় পড়া পুর প্রতিনিধিরা আমাদের এ বিষয়ে জানানও মাত্রই পুর নিকাশি দফতর এ বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করতে শুরু করে। কারণ পুরসভার কাছে ছোটও পরিসরের জেট কাম সাকশন মেশিন এই মুহূর্তে একটিও নেই। তবে ছোট মেশিন আমরা কিনছি। সাতটা ফুটের ছোটও রাস্তার মধ্যে সেই গাড়িগুলি প্রবেশ করতে পারবে। ইতিমধ্যেই মহানাগরিক তার অনুমোদন দিয়েছেন। যে মেশিন গুলি দিয়েই সাকশন হবে জেটিং হবে আবার ম্যানুয়াল ডিসিল্টিংও হবে। এ একটা অতি উন্নত মানের মেশিন। আমরা এই মেশিন কিনছি বলে তারক সিং জানান। তাহলে কলকাতা পুর এলাকার বিশেষ করে উত্তর কলকাতার অলি গলি তস্য গলিতে যেখানে যেখানে এ সমস্যা আছে, সবার সে সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু কোনও পুর প্রতিনিধির যদি বাকেট মেশিনের প্রয়োজন হয়, তাহলে পুর নিকাশি দফতরের তিন ফুটের বাকেট মেশিন আছে। যে গুলি পুর নিকাশি দফতর নিজেরাই তৈরি করেছে। যে গুলি সাড়ে চার বা চার ফুট চওড়া রাস্তায় মধ্যে ঢুকে পড়বে। মেশিন গুলি তিন ফুট চওড়া। আর এক ফুট জায়গা প্রয়োজন দু'দিকের কাজ করার জন্য। এই ছোটও মেশিন প্রয়োজন হলে নিকাশি দফতর সেটা দিয়ে দেবে। পুর ড্রেনেজ ডিপার্টমেন্টেরই তৈরি করা বলে তারক সিং জানান।

পুর ইংরেজি স্কুল

বরুণ মণ্ডল : স্থানীয় অধিবাসীদের চাহিদা অনুযায়ী কলকাতা পুরসভা প্রয়োজন মতো ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় তৈরি করবে। কলকাতার ১০৪ টি ওয়ার্ডে কলকাতা পুরসভার শিক্ষা বিভাগের অধীনে বাংলা-হিন্দি-উর্দু-ওড়িয়া-ইংরেজি মাধ্যমের ২৪২ টি বিদ্যালয় রয়েছে বলে জানান কলকাতা পুরসভার শিক্ষা দফতরের মেয়র পারিষদ সন্দীপন সাহা। তিনি জানান, বর্তমানে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের সংখ্যা হল ৭০ টি। ইংরেজি মাধ্যম স্কুল করার ক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসীদের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজন মতো ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় করার প্রয়াস জারি রয়েছে। এবং প্রয়োজনানুসারে বিদ্যালয়ের উপযুক্ত পরিকাঠামোসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে ইংরেজি মাধ্যম চালু করার ব্যবস্থা করা হবে। অতিরিক্ত এক প্রশ্নের উত্তরে সন্দীপন সাহা জানান, বর্তমানে কলকাতা পুরসভার শিক্ষা দফতরের অধীনে ২৪২ টি বিদ্যালয় রয়েছে। এবং এই বিদ্যালয় গুলিতে ৭১৮ জন শিক্ষকশিক্ষিকা রয়েছে। তাতে মোট ১৭,৬৬৫ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে।

হোম সেন্টারেই বাজিমাত

উচ্চ মাধ্যমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোভিড পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় পরীক্ষার্থীদের সুবিধার কথা ভেবেই এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের দীর্ঘদিনের রীতি ভেঙে হোম সেন্টারই পরীক্ষা নেওয়ার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত, ছয় থেকে আট বা বারো বছরের চেনা পরিচিত স্কুল আবার শিক্ষক-শিক্ষিকারাও দীর্ঘদিনের চেনা-পরিচিত চেনা পরিবেশ এরকম সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ভয়মুক্ত পরিবেশে উচ্চ মাধ্যমিকের এযাবৎ কালের সরলতম প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়ে ফার্স্ট টেন পজিশনে স্থান করে নেয় ২৭২ জন ছাত্রছাত্রী। যার মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ১৪৪ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ১২৮ জন। যা রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিকের ইতিহাসে প্রথমবার। কোভিড পূর্বে শেষবার ২০১৯-এর ফার্স্ট টেন পজিশন স্থান পায় ১৪০ জন। এবার টপ টেন পজিশনের প্রথম পাঁচটি র‍্যাঙ্কে স্থান পায় মাত্র ২৫ জন ছাত্রছাত্রী। ছাত্র ১৩ জন আর ছাত্রী রয়েছে ১২ জন। ছয় থেকে ১০ বাকি পাঁচটি র‍্যাঙ্কে স্থান পায় ২৪৭ জন ছাত্রছাত্রী। যা উচ্চ মাধ্যমিক এযাবৎ কালের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। ফার্স্ট র‍্যাঙ্কে (মার্কস ৪৯৮) একজন। সেকেন্ড র‍্যাঙ্কেও (মার্কস ৪৯৭) একজন। থার্ড র‍্যাঙ্কে (মার্কস ৪৯৬) চার জন। ফোর্থ র‍্যাঙ্কে আট জন। ফিফথ র‍্যাঙ্কে ১১ জন। সিক্স র‍্যাঙ্কে বেড়ে স্থান পায় ৩২ জন। সেভেন্থ র‍্যাঙ্কে স্থান পায় ৩৭ জন। এইটথ র‍্যাঙ্কে স্থান পায় আরও বেশি ৫৫ জন। নাইন্থ র‍্যাঙ্কে স্থান পায় ৫৪ জন আর টেন র‍্যাঙ্কে স্থান পায় ৬৯ জন। পাসের হারে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এগিয়ে পাসের হার ৯৮.৪১ শতাংশ। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় পাসের হার ৯৬.২৯ শতাংশ, ঝাড়গ্রামে পাসের হার ৯৩.৭৩ শতাংশ। জেলা প্রতি পাসের হারে কলকাতা জেলায় পাসের হার ৮৭.৪৯ শতাংশ।

এবারের উচ্চ মাধ্যমিকে মোট এনরোল্ড পরীক্ষার্থী ছিল ৭,৩৮,৭২৫ জন। পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হল ৭,১৭,০৫২ জন। ২১,৬৭৩ জন এনরোল্ড পরীক্ষার্থীর কেন পরীক্ষা দিতে এলো না? ২০২০-তে এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৩,৭৮৫ জন। সংখ্যা এবার এতোটা বাড়লো কেন? এরা কী ন্যূনতম পড়াশুনাকে আলবিদা জানালো। এটাই এখন উচ্চ মাধ্যমিক কর্তাদের চিন্তার বিষয়। এবার পাস করেছে ৬,৩৪,১৪২ জন। পাসের হার ৮৮.৪৪ শতাংশ। ছাত্রদের পাসের হার ৯০.১৯ শতাংশ এবং ছাত্রীদের পাসের হার ৮৬.৯৮ শতাংশ। যদিও এবার ছাত্রদের তুলনায় এবার ছাত্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি ছিল ৬৫,৪৮৬ জন। এবার ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করেছে ৪,৯৭,৮০৯ জন। মোট পাসের হারের ৭৮.৯৬ শতাংশ। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি ড. চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য ১০ জুন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে আগামী বছর ২০২৩-এ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ও একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা রুটিন ঘোষণা করেন। আগামী বছর ১৪ মার্চ মঙ্গলবার পরীক্ষা শুরু হবে। চলবে ২৭ মার্চ সোমবার পর্যন্ত।

এদিন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ফলাফল প্রকাশ কালের শেষে বিজ্ঞান বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের অনীহা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন সংসদ সভাপতি ড. চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, যতোজন ছাত্রছাত্রী এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছে তার মধ্যে ১০ শতাংশ ছিলেন বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রী। তিনি জানান, গত পাঁচ থেকে সাত বছর যাবৎ লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিজ্ঞান বিভাগে পড়ুয়ার সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বর্তমান সময়টা বিজ্ঞানের যুগ। সেই যুগেই বিজ্ঞান বিভাগে পড়ুয়ার সংখ্যা কেন কমছে, যেটা একটা গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে। তিনি জানান, তিনি নিজে একজন বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। বর্তমানে এই বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক। তাকে এই বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট ভাবাচ্ছে।

এদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের আধিকারিক অনন্যা মজুমদার জানান, এবারের উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফলে এই জেলা থেকে টপ টেন পজিশনে স্থান পেয়েছে ২৬ জন। তার মধ্যে সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রছাত্রী রয়েছে ১১ জন। এই জেলায় পাসের হার ৯১.৮৮ শতাংশ। ছাত্রদের পাসের হার ৪৫.৪৮ শতাংশ আর ছাত্রীদের পাসের হার ৫৪.৫২ শতাংশ।

পরিবেশ দিবসে ডাক টিকিট প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আমাদের পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় সচেতনতা গড়ে তুলতে রাষ্ট্রসংঘ 'আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস' উদযাপনের উদ্যোগ নেয়। পরিচ্ছন্ন ও সবুজ পৃথিবী গড়ে তোলার উদ্যোগে আজ দেশ জুড়ে ডাক বিভাগের কর্মীরা ৭৫ হাজার গাছের চারা পুতেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলেও কর্মীরা এই উপলক্ষ্যে নানা জায়গায় চার হাজার গাছ লাগিয়েছেন। আজকের দিনটির স্মরণে ভারতীয় ডাকের পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের মুখ্য পোস্ট মাস্টার জেনারেল শ্রীমতী জে চারুকেসি কলকাতার যোগাযোগ ভবনে একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছেন।

বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিবছর দিনটি উদযাপন করেন। রাষ্ট্র সংঘের পরিবেশ কর্মসূচীর উদ্যোগে এই দিনটি পালিত হয়। সুইডেন আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস উদযাপনের দায়িত্ব পালন করে। ১৯৭২ সালে স্টকহোমে মানবজাতির পরিবেশ সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘের প্রথম সম্মেলনের বিষয় ছিল শুধুমাত্র একটি পৃথিবী। সেই সম্মেলনে আন্তর্জাতিক স্তরে স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয় এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

লেন্স বার্তা

দেখে গঙ্গা জল মনে হলেও বোতলে কিন্তু কলের পানীয় জল, নিউ গড়িয়ায়।

জামাইকে খাওয়ানোর তোড়জোড়, রাত-ভোর লম্বা লাইন মাংসের দোকানে।

দেখবার মতো, সরকারি এক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সাজেশন বাক্স।

ছবি : অভিজিৎ কর

এখানে ওখানে

অভিনব পরিবেশ দিবস

গত ৫ জুন ভারত সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের অধীনস্থ সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে বাওয়ালী সাবমেরিন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপিত হল। পরিবেশকে দূষণ থেকে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে বাঁচানোর এক মাত্র পথ হল সবুজায়ন। সেই সবুজায়নের লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির পাশাপাশি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও পরিবেশ নিয়ে আলোচনা এবং নৃত্যানুষ্ঠান ছিল অনুষ্ঠানের উপজীব্য বিষয়। অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় পতাকা ও সাবমেরিন ক্লাবের পতাকা উত্তোলনের পর উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রখ্যাত শিল্পী কল্যান দাস। অতিথি হিসাবে ছিলেন সাউথ বাওয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তপতী রায়, জেলা পরিষদের সদস্যা শিখা রায়, নোদাখালী থানার অফিসার তাপস কাঁড়ার, বিশিষ্ট সমাজসেবী বাসুদেব কাবড়ী, রবীন্দ্রনাথ রায়, সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নিখিল মাখাল প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডঃ রজত শুভ্র নস্কর। অতিথি এবং উপস্থিত মানুষদের হাতে উপহার হিসাবে গাছ তুলে দেওয়া হয়।

বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগ

বসে আঁকো প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। রাস্তার ধারে ৩০টি গাছ লাগানো হয়। নৃত্য পরিবেশন করে ঐক্যতান কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের শিল্পীরা। বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন কামিনী কুমার গুছাইত, সুশোভন মণ্ডল, যূথিকা পাল, শ্রীকান্ত পাল প্রমুখ। প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও প্রায় ২০০ জন মানুষ বিশ্ব পরিবেশ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে একটি গাছকে মালা দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। যা সত্যিই অভিনব। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাবমেরিন ক্লাবের সম্পাদক ডাঃ তরুণ রায়।

বৃক্ষরোপন ও প্লাস্টিক বর্জন

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সোনারপুরে পুরসভার অন্তর্গত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুকান্ত দাসের উদ্যোগে প্লাস্টিক ব্যাগ বর্জন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হল। উপস্থিত ছিলেন উত্তর সোনারপুরের বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম, নজরুল মণ্ডল, সঞ্জিত চ্যাটার্জী ও নরেন্দ্রপুর থানার আইসিসহ আরও অনেক বিশিষ্টজনেরা। ফিরদৌসি বেগম নাগরিকদের আবেদন করেন, ১ জুলাই থেকে আর যেন কেউ প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার না করেন। নিয়ম না মানলে ক্রেতা ও বিক্রেতাকে ৫০ টাকা ও ৫০০ টাকা করে জরিমানা গুনতে হবে। তিনি মঞ্চে কিছু কাপড়ের মোট মোট ব্যাগ হাতে নিয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বেশ কিছু ব্যাগও বিলি করেন। অবশেষে

তিনি বৃক্ষরোপন করেন গঙ্গার পাড়ে। অঞ্চলের লোকের কাছে গঙ্গার পাড় নামটি খুবই পরিচিত। পাড় বলতে কিছু না থাকায় মাটি ফেলে পাড় তৈরি করে সেই মাটিতেই বৃক্ষ রোপন করেন। ঘোষিত হল গঙ্গার পাড় বিউটিফিকেশন হবে। কিন্তু গঙ্গার শেষ স্মৃতিটুকু জলাশয় করে কীভাবে রক্ষিত হবে তা ভাবনা গেল না। আদিগঙ্গা প্রেমী মানুষদের অপেক্ষা করতে হবে সময়ের জন্য।

বিবেকানন্দ মিত্র

গত বুধবার থেকে আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের নর্থ গ্যালারিতে শুরু হলো তিন শিল্পীর চিত্র প্রদর্শনী। সুধাংশু শেখর দাস, দিলীপ কুমার শাসমল এবং সুব্রত পালের নানা মাধ্যমে করা ছবি স্থান পেয়েছে এই প্রদর্শনীতে। সুধাংশুবাবুর 'দ্য ফ্লাই', 'ট্র্যাপ' সহ রাইস পেপারের ওপর টেমপারার কাজগুলির সামনে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হয় ভাবনার হদিশ পেতে। 'ক্যানসন' ও 'ক্যানভাসে'র ওপর টেমপারা ও অ্যাক্রিলিকের কাজগুলি দিলীপবাবুকে চেনায় তাঁর 'রেইন' ও 'ক্লাউড' ছবি দুটির ভাঙাচোরা ফিগারের টানে। সুব্রতবাবুর মনোক্রমের কাজগুলি অসাধারণ। ক্যানভাসের ওপরে ড্রাই প্যাস্টেলে ফুটিয়ে তোলা ফুল ও নারীর নানা ভঙ্গি অন্য মাত্রা পেয়েছে। কোভিডের পরে এমন একটা 'ট্রিলজি' দেখে দর্শকরাও মুগ্ধ।

লেখা ও ছবি : প্রণব গুহ

মানে সম্মানে

দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের অধ্যক্ষা ড. রাজাশ্রী নিয়োগীকে তাঁর নির্মিত তথ্যচিত্র 'অ্যান অ্যাম্বিসিয়াস ভয়েজ' এর জন্য সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। ৭ জুন সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ওই কলেজের জার্নালিজম ও মাস কমিউনিকেশন বিভাগের অধ্যাপিকা ড.বকুল শ্রীমানী। এছাড়াও শ্রুতিমধুর সঙ্গীত পরিবেশন করেন কলেজের নিজস্ব প্রযোজিত রেডিও কলকাতা'র অন্যতম প্রযোজক অর্পিতা সর্দার। কলেজের সাংবাদিকতা গণমাধ্যম বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশের বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার লুপিন বর্মন, ড. রাজশ্রী নিয়োগীসহ উপস্থিত অধ্যাপক ও অন্যান্য গুণীজনরা বিভিন্ন সময়ে বক্তব্য রাখেন। মঞ্চে বাংলাদেশের বগুড়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অঙ্কুর – ২০২০' র তথ্যচিত্র বিভাগের বিচারে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য কৃতীদের হাতে স্বীকৃতিপত্র তুলে দেওয়া ও চিত্রটি

প্রদর্শিত হয়। পাশাপাশি সাংবাদিকতার অন্যান্য বিষয়গুলির জন্য কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে মানপত্র ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। এদিন কলেজের নিজস্ব প্রকাশনার বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা চলার পথের' উদ্বোধন পর্বটি বিশেষ প্রশংসা আদায় করে। এই উদ্যোগটি আগামী দিনে নতুন প্রজন্মকে পরিবেশ সচেতনার বিষয়ে আরও সচেতন হতে সাহায্য করবে বলে মনে করেন উপস্থিত বিশিষ্ট জনেরা।

বিনা ওষুধে রোগ সারান

কানে জল ঢুকলে

জলে ডুব দিয়ে স্নান করার সময় অনেক সময় কানে জল ঢুকে যায়। এ সময় যে কানে জল ঢুকেছে তাতে আরো বেশি করে জল ঢুকিয়ে নাচতে থাকুন। কিছুক্ষণ নাচার পর কানের গর্ত মাটির দিকে তাক করে ঘুরিয়ে দিন। দেখবেন কান থেকে অপেক্ষাকৃত গরম জল ঝরে যাবে। এরপর মধ্যমা আঙুলের মধ্যবর্তী অংশ বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে রাখুন।

ঠাণ্ডা গরমের ছোবল

ঠাণ্ডা থেকে গরম কিংবা গরম থেকে ঠাণ্ডা– মুহূর্তের মধ্যে তাপের তারতম্য শরীরকে দুর্বল করে বিশেষত স্নায়ুর ক্ষেত্রে এ অবস্থায় বীজানুর আক্রমণের ক্ষেত্র গড়ে ওঠে। বিশেষত সর্দি গর্মির লক্ষণ দেখা দেয়, এ অবস্থা থেকে রেহাই পেতে হলে ঠাণ্ডা ঘর থেকে বের হবার সময় দু হাত বেশ কিছুক্ষণ ঘষে গরম করুন। ওই গরম কানের নীচে চোয়ালের দিকে কিছুক্ষণ চেপে রাখুন।

টেনশন

আজকাল টেনশন মুক্ত মানুষ পাওয়া ভার। টেনশনের আসল কারণ হটে গেলে টেনশন দূর হলেও অনেক সময় টেনশনের রেশ থেকে যায়। টেনশন দূর করতে হলে হাতের অনামিকার নিচের শেষ অংশে চাপ দিলে যে ব্যথা পাবেন তা হল টেনশনেরই প্রতিফলন। পায়ের ক্ষেত্রে মধ্যমার শেষ ভাগে এই ব্যথার ছবি ফুটে ওঠে। ওই অংশে চিকিৎসা করে টেনশন দূর করা যায়।

মন খারাপ

মন খারাপ হলে ডান হাতের ১৯ এবং বাঁ হাতের ৩৯ নম্বর চিকিৎসা করে ব্যথা হটান। মনের জমাট কালো মেঘ পাতলা হয়ে যাবে। মন উদাস হবে। তৃপ্তির শ্বাস নিতে পারবেন।

অবসাদ দূর করতে

বাইরে থেকে ঘরে ফিরে বিশ্রাম নেবার সময় সারা শরীর জুড়ে এক ক্লান্তির অবসাদ নেমে আসে। এ অবস্থায় অবসাদ দূর করতে বুড়ো আঙুল বাদ দিয়ে অপর ৪টে আঙুল হ্যান্ডশেক আকারে জড়ো করে দিন। কেউ যদি দুটো হাত হ্যান্ডশেকের মতো ৪টে আঙুল সহ দুটো হাতে হ্যান্ডশেকের মতো পাশাপাশি ৪+৪=৮ আঙুলে চাপ দিয়ে হ্যান্ডশেকের আদলে মোটামুটি চাপ দিয়ে ছেড়ে, ফের চাপ দিয়ে ছাড় দিতে থাকেন অবসাদ ও ক্লান্তি ভাব দূর হবে। যদি নিজেকে নিজেই দিতে হয় তবে ডান হাত দিয়ে হ্যান্ডশেকের আদলে চাপ দিতে হবে। এর সাথে যদি পায়েও এইভাবে চাপ দেওয়া ছাড়া যায় তবে অবসাদ দূর হয়ে যাবে পুরোপুরি।

দুর্গাদাস সরকার

মাঙ্গলিকী

দেবশঙ্করের সাথে কিছুক্ষণ

কৃষ্ণচন্দ্র দে

বাংলা থিয়েটারে এই মুহূর্তে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্পী তথা নাট্যব্যক্তিত্ব বলতে একজনের নামই পাদপ্রদীপের আলোতে ভেসে উঠছে তার নাম দেবশঙ্কর হালদার। ২০১৬ সালে সঙ্গীত নাটক আকাদেমী তাঁকে যে সম্মানে ভূষিত করলেন তা সমগ্র বাংলা নাট্য সমাজকেই সম্মানিত করলেন। এক কথায় যোগ্য শিল্পীর যোগ্য সম্মান। আমার অনুজ কোন নাট্যবন্ধু যখন কোনও পুরস্কার কিংবা কোন সম্মানে ভূষিত হন তখন বেশ কিছুদিন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠি, কারনটা সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝাতে হয়তো পারবো না।

দেবশঙ্করকে আমি প্রথম দেখি নান্দীকারের নাটক শেষ সাক্ষাৎকারে। ব্যাপারটা একটু খুলেই বলি– নিভা আর্টস ১৯৯৩–৯৪ সালে আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে বাংলার প্রথিত যশা গ্রুপ থিয়েটারদের নিয়ে শনি, বৃহস্পতি ও রবিবারে বোর্ড থিয়েটার এর মত অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিল এবং সেই যজ্ঞে নান্দীকার থেকে শুরু করে প্রায় স্বনামধন্য সকল গ্রুপ থিয়েটারগুলি যোগদান করেছিল। উদ্যোগটা নিয়েছিলেন সমর মিত্র মহাশয় এবং তাকে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছিলেন রুদ্রপ্রসাদ বাবু, বিভাসদা, অশোক মুখার্জী, মনোজ মিত্র প্রয়াত অসীত মুখার্জী, অরুণ মুখার্জী প্রমুখেরা। ওই সুমহান যজ্ঞে আমি নিজেকেও সামিল করতে পেরছিলাম এবং সেই সূত্রে সমস্ত গ্রুপ থিয়েটারের কাছাকাছি আসতে পেরেও ছিলাম।

ওই বিরাট যজ্ঞে শেষ সাক্ষাৎকার নাটকে রুদ্রপ্রসাদ ও স্বাতীলেখাদির সঙ্গে দেবশঙ্কর ও একটা ছোট চরিত্রে অভিনয় করেছিল। তারপরে তপন থিয়েটারে সম্পর্কটা বিভিন্ন আলাপচারিতায় অন্তরঙ্গতায় পৌঁছায়। ওকে নিয়ে লিখবার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিলই, সঙ্গীত নাটক অকাদেমি সেই সুযোগটা ত্বরান্বিত করে দিল। এই প্রতিভাবান অভিনেতা বর্তমানে বহু নাট্যদলের মধ্যমণি। বলতে কোন দ্বিধা নেই প্রায় প্রতিদিনই তাকে কোন না কোন চরিত্রে মঞ্চে নামতে হয়। প্রায় আনুমানিক আঠারো থেকে উনিশটা দলে নিয়মিত অভিনয় করছেন এই চির তরুণ শিল্পী যা আমাদের এক রকম ভাবিয়ে তোলে। প্রশ্ন জাগে শিল্পীর অভিনয়ে কোন ক্লান্তি আসবে না তো? অভিনয়ে ভ্যারিয়েশন বা ভার্সেটাইলিটির কোন খামতি থাকবে না তো? অথবা একঘেয়েমিতা দোশে দুষ্ট হয়ে যাবেন না তো? বা তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবেন না তো? এরকম আশঙ্কা মনের মাঝে উঁকি দিয়েছে বারবার।

বিশেষ প্রতিবেদন

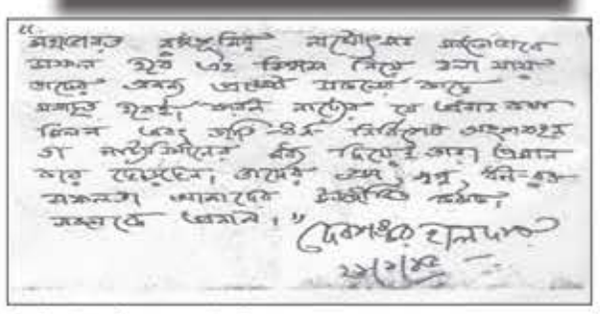

কিন্তু সকলের আশঙ্কাকে অমূলক প্রমাণ করে দিয়েছেন তার স্বকীয় শিল্পী সত্তার প্রকাশে ও প্রতিভায়। প্রতিনিয়ত নিজেকে ভাঙছেন গড়ছেন নতুন নতুন ভাবনায় উদ্ভাষিত হচ্ছেন এবং নিজেকে ঋদ্ধ করছেন। বোমা নাটকটি ছাড়া তার সবগুলি অভিনীত নাটক আমার দেখা। রুদ্ধসঙ্গীত থেকে শুরু করে 'কাল্লুমামা', উইঙ্কল–টুইঙ্কল, ঝড়ের পাখি, শুয়োপোকা, রমকম অয়দিপাউস, নিঃসঙ্গ সম্রাট কিংবা ধর্মাশোক বা আগুনের বর্ণমালা বা ফুড়ুৎ সবগুলিতে মঞ্চ দাপিয়ে মাতিয়ে দিয়েছেন। একালব্যের মতো নিজেই নিজের শিক্ষক। তবে বলতে দ্বিধা নেই রুদ্ধ সঙ্গীতে দেবশঙ্করের কণ্ঠে যদি সুর থাকতে তবে চরিত্রটা অন্য এক ডাইমেনশন পেতে পারতো। এরকম একটা পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে বাংলা অকাদেমীর সভাঘরে কোন একটি দলের নাট্যদলের সেমিনারে ওকে পেয়ে গেলাম অনেকটা পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতো। স্বাভাবিকভাবেই কিছু প্রশ্ন করেই ফেললাম, লোভ সামলাতে পারলাম না।

প্র : অভিনয়টা কি ভাবে শুরু করলেন? আগে থেকেই কি ঠিক করেছিলেন অভিনেতা হবেন?

উ : না, একেবারেই না, তবে বাড়িতে অভিয়ের চল তো একটা ছিলই। বাবা অভয় হালদার ছিলেন যাত্রা শিল্পী। আমার কলেজ জীবনের পর থিয়েটারের সঙ্গে যোগসূত্রটা অনেক নিবিড় হয়ে গেল।

প্র : আপনার ভাইদের মধ্যে আর কেউ অভিনয়ে আছেন?

উ : আমরা চার ভাই। কেউ অভিনয় করে না, তবে আমার বড়দাদা আমার থিয়েটার নিয়ে খুব উৎসাহী।

প্র : বাবার অভিনয় দেখার সময় সুযোগ হয়েছে কখনও?

উ: 'বিপ্লবী ভিয়েতনাম' যাত্রা পালায় বাবার অভিনয় দেখেছি। বাবা বীরভূমে প্রায়ই আসতেন।

প্র : আপনার অভিনয় জীবন শুরু হল কবে এবং কোন দল থেকে?

উ : সন তারিখ ওভাবে বলতে পারব না, নান্দীকার থেকেই আমার পরিকল্পিতভাবে অভিনয় জীবন শুরু বলতে পারেন।

প্র : আরও একটু খুলে বলুন না?

উ : নান্দীকারের একটা কর্মশালায় যোগ দিয়ে সিরিয়াসলি থিয়েটারটা শুরু করি।

প্র : নতুন অভিনেতা হিসাবে দলে কেমন নজর কেড়েছিলেন?

উ: এ প্রসঙ্গে 'ফেরিওয়ালার মৃত্যু' নাটকটির নাম করতেই পারি। তবে 'শেষ সাক্ষাৎকার' এবং ফুটবল নাটকেও অভিনয় করেছি।

প্র : এই যে একসঙ্গে এতোগুলি নাটকে অভিনয় করতে কোন অসুবিধা বোধ করেন না?

উ : দেখুন থিয়েটার আমার ভালবাসা এবং একই সঙ্গে আমার রুজি রোজগারের জায়গা। ডেডিকেশন ডিভোশান থাকলে কোন চাপ থাকে না। আমি সর্বক্ষণের থিয়েটার কর্মী। অন্য কোন পেশার সাথে যুক্ত নই। আসল কথা হল আমরা যতই কর্মশালা করি, প্রশিক্ষণ নিই না কেন থিয়েটারে একটা প্রয়োগের দিক থাকেই এবং ওটাই শ্রেষ্ঠ অনুশীলন, তবে এটা একটা কনটিনিউয়াস প্রসেস।

প্র : এতো ব্যস্ততা পারিবারিক জীবনে কোনও ব্যাঘাত ঘটায়?

উ : এখনও সেভাবে কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। তাছাড়া আমি শিল্পী, আমার একটা দায়বদ্ধতা আছে। আমার জন্য কোন শো বাদ যাবে এটা আমি ভাবতেই পারিনা পরিবারের লোকজন তা মেনেও নিয়েছে।

প্র : এই মুহূর্তে কতগুলি দলের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন?

উ : আঠারোটি দলে নিয়মিত অভিনয় করি। কিন্তু এর বাইরেও কিছু কিছু কাজ করতে হয়।

প্র : এতো চাপ মাথায় নিয়ে স্বাভবিক থাকেন কি করে?

উ : ভালই লাগে চ্যালেঞ্জিং কিছু করতে বেশ উপভোগও করি।

প্র : ইদানিং আপনাকে বিভিন্ন সিরিয়াল, ফিচারেও দেখা যাচ্ছে, কিভাবে সব সামলান?

উ: সবার থেকেই সহযোগিতা পাই, এই তো নভেম্বরে বীরভূমে একটা ছবির শুটিংএ প্রায় ১৫ থেকে কুড়ি দিন আউটডোরে থাকবো তার মাঝেই নাটকের শো গুলোও করবো।

প্র : আপনার এতোগুলি নাটকে একসঙ্গে অভিনয়ের জন্য নানা জনে নানা কথা বলছে, আপনার কানে আসে না?

উ: কত জনে কত কথাই তো বলে, কানেও আসে কিন্তু আমি তেমনভাবে রিঅ্যাক্ট করিনা। আমি থিয়েটারকে ভালবেসেই থিয়েটারটা করছি। সবাই তো ভালবেসেই আমাকে ডাকে, আমি সেভাবে কারও ডাক উপেক্ষা করতে পারিনা। সে রকম অহংবোধ যেন আমার না আসে।

প্র : বর্তমানে একজন অভিনেতা অভিনেত্রী অন্যদলে কাজ করছেন এতে গ্রুপ থিয়েটারের কনসেপ্টটা তো বদলে যাচ্ছে না?

উ: হ্যাঁ যাচ্ছে, তবে এতে থিয়েটারের ভালো হয়েছে বলেই আমার মনে হয়। অন্য দলের সঙ্গেও একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে এটা আগেও ছিল। বিভিন্ন পরিচালকের সাথে কাজ করলে নিজেকে ঋদ্ধ করাও যায়। বিভাসদা 'শোয়াইক গেল যুদ্ধে' স্বাতীদিকে নিয়েছিলেন।

প্র: থিয়েটারের রাজনীতির আঁচ গায়ে লাগে না?

উ: একটু সচেতন থাকতে হয়, কোথাও কোন সমস্যা হলে এড়িয়ে যাই। তবে থিয়েটারটা প্রধান হলে রাজনীতিটা কোনও সমস্যা নয়। অন্তত আমার কাছে যে যাই বলুক আমি কাজ করে যাব। আমার কাজ তো মঞ্চেই।

এরপর একটা অনুরোধ জানাই একটি ছোট্ট দল তপন থিয়েটারে একটা নাট্যোৎসব করছে, দলটির নাম 'মহাভারত বঙ্গভূমি' আপনার কাছে একটা শুভেচ্ছা বার্তা আশা করছে।

উ : ওরে বাবা। নিশ্চয়ই দেবো 'আমি সম্মানিত বোধ করছি' এই বলে স্বহস্তে লিখে দিলেন নিরভিমান নিরঅহংকারী শিল্পী দেবশঙ্কর হালদার।

ইচ্ছে ডানার শিল্প প্রদর্শনী

মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

সম্প্রতি আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের সেন্টার গ্যালারিতে ইচ্ছে ডানার বর্ণময় অনুভূতি ডানা মেলেছিল। সাত জন শিল্পীর শিল্পকর্ম নিয়ে। যে যার কর্মের বিষয়ের রঙে বৈচিত্র্য ছিল। এরা হলেন, সোমা মাঝি, রাজকুমার পাল, দীপঙ্কর দেওয়ানজী, অধিজিৎ ভক্ত, অশোক পৈলান, দেবযানী মজুমদার, অয়নিশ বাউল।

ইচ্ছে ডানার প্রদর্শনী অষ্টম বছরে পদার্পণ করে। দীপঙ্কর দেওয়ানজীর জল রঙের ছবিগুলি ভাল, রং ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা নান্দনিকতা লক্ষ্য করা যায়। পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে, এ ছবি পরেশ মাইতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

অভিজিৎ ভক্ত'র একটা প্যাটার্ন ডিজাইনের মধ্য দিয়ে ফিগারের উপস্থিতি ঘটিয়েছে। তবে বক্তব্যের বিষয় খুব একটা স্পষ্ট নয়। অশোক পৈলান– অশোকের ছবির মধ্যে আলো ছায়ার খেলার মজা পাওয়া গেলো না। আলো ছায়ার খেলাটার উপর একটু নজর দিয়ে এবং রঙের বৈচিত্র্যটা আনতে পারলে ছবিটা আরও উপভোগ্য হবে। রাজকুমার পাল– রঙের ভিতর কালো লাইনে দাগ দিয়ে ছবিটাকে বের করে এনেছে। কিন্তু ড্রইংয়ের বিষয়ে, বিশেষ করে ভাবতেই হবে অ্যানাটমির বিষয়টা নিয়ে। সোমা মাঝি– ছরি রঙের বিন্যাস ভালো। ফর্মের বিষয়ে বৈচিত্র্য পাওয়া যায়। টেকচারের ভিতর দিয়ে নানা ফর্ম লক্ষ্য করা যায়। অন্য একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে মায়াময়। অয়নিশ বাউল– হেলা ভরে রং ব্যবহার করেছে তার ছবির মধ্যে। পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য। দেবযানী মজুমদার– অন্য রঙের ব্যবহারটা একটু নরম করলে ভালো লাগতো। তবে ছবির বিষয়বস্তুটা মন্দ নয়। আগামী দিনে আশা করা যায় নিজে আরও স্বাবলম্বী হবে।

ছাত্রছাত্রীদের খাতা ও পেন বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২ জুন সন্ধ্যায় সাউথ সিঁথি রোডের গ্যারেজ ঘরে 'জ্যোতির্ময়ের' উদ্যোগে বিশিষ্ট জনসেবক ডাক্তার সিদ্ধার্থ ব্যানার্জীর পৌরোহিত্যে ও সম্পাদক টুবলু দত্তের সুষ্ঠু পরিচালনায় এক মহতী আলোচনা সভা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রান্তিক রায় চৌধুরী। সংস্থার পক্ষ থেকে ত্রিশজন প্রতিভাবান স্কুল ছাত্রছাত্রীকে খাতা, পেন ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এছাড়াও একশত মানুষের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। বিভিন্ন সমাজসেবা কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে সারগর্ভ ভাষণ দেন বিশেষ অতিথি সৌরভ দত্ত, সুমা দাস, উদয় বসু, শচীন ত্রিবেদী , স্বপন পালিত, তপন বসু, শচীন ত্রিবেদী, স্বপন পালিত, তপন বসু প্রমুখ। কবিতা পাঠ করে শিশু শিল্পী অস্মিন মোদক। জলযোগে আপ্যায়ণ করেন টুবলু দত্ত। পবিত্র সভায় অগণিত শ্রোতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চিরতরুণ তরুণকুমার

অভিমন্যু দাস : তরুণকুমার, বাংলা চলচ্চিত্রের এক উল্লেখযোগ্য নাম। প্রায় কয়েকশো ছবিতে অভিনয় করার সুবাদে অগণিত মানুষের মনে তিনি স্থায়ী আসন সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে অভিজ্ঞজনের মতে আজও তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন করা হয়নি। মঞ্চ এবং চলচ্চিত্র দুটি মাধ্যমেই তাঁর অসাধারণ অভিনয় দর্শক মুগ্ধ হয়ে দেখেছেন। এই প্রতিবেদন অনেকটা গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো করার মতো করে তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিকটাকে আর একবার তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র।

তরুণ কুমারের ডাক নাম 'বুড়ো'। এই নামেই তিনি বাংলা চলচ্চিত্র মহলে বেশি পরিচিত। তাঁর অগ্রজ দাদা মহানায়ক উত্তম কুমার বহু বার নানা সাক্ষাৎকারে বলেছেন 'বুড়ো আমার চেয়েও বড় শিল্পী।' শতবর্ষ অতিক্রান্ত প্রয়াত পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় তরুণকুমার প্রসঙ্গে এই প্রতিবেদককে এক ঘরোয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'ওর মতো এতো ফ্লেক্সিবল অভিনেতা খুব কম পেয়েছি।' কষ্টিপাথর ছবিতে আমার সঙ্গে প্রথম কাজ করে। পরবর্তীকালে আমার 'পিতাপুত্র', 'মৌচাক', 'ধন্যি মেয়ে', 'সংসারের ইতিকথা' সহ বহু ছবিতে কাজ করেছে। দারুণ তৃপ্তি পেয়েছি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনুভব করেছি তিনি বড় মাপের অভিনেতা ছিলেন, একজন সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ ছিল বুড়ো। যা তাঁর চরিত্রের এটা বড় গুণ। নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করতেন। ভাল লিখতে পারতেন, খবরের কাগজের 'শব্দছক' পূরণ করার একটা অদ্ভুত নেশা ছিল। সেটা প্রতিদিন করতেন। বিশ্বরূপায় তাঁর অভিনীত 'ক্ষুধা' নাটক দেখেছিলাম। অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর অভিনীত বহু নাটক দেখেছি। প্রতিটি নাটকেই তাঁর অভিনয় দর্শকদের মন জয় নিয়েছিলেন। মঞ্চ এবং চলচ্চিত্র দুটি ধারায় তাঁর অসাধারণ অভিনয় দর্শক মুগ্ধ হয়ে দেখেছেন। যে কোনও সিরিয়াস, সিরিয়োকমিক কী কমেডি যে কোনও চরিত্রে 'বুড়ো' ছিল অসাধারণ। তার যে স্ক্রিন পার্সোনালিটি ছিল তা প্রতি ক্ষেত্রেই পর্দায় দারুণভাবে ফুটে উঠত। আমাদের দেশে ওর মতো পাওয়ারফুল অভিনেতার সঠিক মূল্যায়ণ হয়নি। যা হওয়ার একান্তই দরকার ছিল।

তরুণকুমার অভিনয় জগতে পাকাপাকি

ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে বেশ কিছু নামি কোম্পানিতে চাকরিও করেছেন। যেমন 'বার্ড কোম্পানি', 'ম্যাকলিয়ড', 'ব্লুস্টার রেফিরিজারেট প্রভৃতি সংস্থায়। কিন্তু কোথাও স্থায়ীভাবে চাকরি করা সম্ভব হয়নি। কারণ অফিসে কাজের সময় নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের কথা মাথায় সব সময় ঘুরপাক করতো। আসলে তিনি ছিলেন একজন জাত শিল্পী। দশটা–পাঁচটা অফিসের ফাইলবন্দি জীবনে মনটাকে বেঁধে রাখতে পারতেন না। তাই তো একসময় চাকরি ছেড়ে অভিনয় পেশাকেই জীবনের চলার পথের ,একমাত্র সঙ্গী করে নিয়েছিলেন। 'বুড়োর' দ্বারা সারাজীবন চাকরীজীবী রূপে দিন কাটানো কখনোই সম্ভব নয় একথা তাঁর মা খুব ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর এই পেশায় চলে আসায় মোটেই অবাক হননি। বরং উৎসাহ দিয়েছিলেন। তার জীবনে 'মা'–এর প্রভাব ছিল অপরিসীম। অভিনয়টা যে তাঁর 'মা'এর কাছ থেকেই শেখা। তাঁর 'মা' ভাল নজরুলগীতি গাইতেন। বাবা অসাধারণ এসরাজ বাজাতেন এবং একজন দক্ষ সাউন্ড রেকর্ডিস্ট ও অপারেটর ছিলেন। চলচ্চিত্র পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ছোট থেকেই বাড়িতে সিনেমা ও গান বাজনা কটা সুষ্ঠ আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন তরুণকুমার।

মহানায়ক উত্তমকুমার শুধু যে তাঁর বড় দাদাই ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন তাঁর আদর্শ। আদর্শ দাদার থেকে শুধু অভিনয় শেখেননি, শিখেছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করা, মানুষকে ভালোবাসা, দাদার থেকেই শিখেছিলেন যদি কখনো কোনও বড় শিল্পী কোনও কিছু করতে বলেন তাহলে তাঁকে ইগনোর করো না। পরিচালককে কীভাবে সম্মান করতে হয় সেটাও দাদার থেকেই তিনি শিখেছিলেন।

তরুণকুমার প্রসঙ্গে বিখ্যাত অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এক একান্ত সাক্ষাৎকারে এই প্রতিবেদককে বলেছিলেন, 'জনপ্রিয়তার নিরিখে তার যে সম্মান বা মূল্যায়ণ হওয়ার কথা ছিল তা কিন্তু কোনও এক অজানা কারণে হয়নি। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। মঞ্চ ও ফিল্মে দুটি মাধ্যমেই তিনি অসাধারণ অভিনয় করেছেন। প্রতিটি মাধ্যমেই তাঁর স্বাভাবিক অভিনয় ক্ষমতাগুণেই চরিত্রগুলো জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তাঁর চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল রসবোধ। সিচুয়েশন পেলেই রসবোধটাকে দারুণভাবে কাজে লাগাতেন। বিশ্বরূপা থিয়েটার মঞ্চে 'লগ্ন' নামে একটি নাটকে অভিনয় করার সূত্র ধরেই বুড়োদার সঙ্গে পরিচয়। সেই পরিচয় ধীরে ধীরে আত্মীয়তায় পরিণত হয়েছিল। বুড়োদার মাধ্যমেই উত্তমদার সঙ্গে পরিচয়।

ক্রমশঃ

সাপ ছেড়ে পাখি উড়িয়ে পরিবেশ রক্ষার তাগিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ধারাবাহিকভাবে পরিবেশ রক্ষায় নজর কেড়ে চলেছেন বর্ধমানের একদল প্রকৃতিপ্রেমী। কখনও আহত কিংবা অসুস্থ বন্যপ্রাণীদের উদ্ধার করে, কখনও বিভিন্ন জলাশয়ে লুপ্তপ্রায় শ্রেণির শত শত মাছ ছেড়ে, গাছ লাগিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বর্ধমান সোসাইটি ফর অ্যানিম্যাল ওয়েলফেয়ার। প্রকৃতিপ্রেমীদের এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি বিগত এক বছরে উদ্ধার হওয়া পৌনে দু'শো বন্যপ্রাণীকে সুস্থ করে পুনরায় প্রকৃতির বুকে যথাযথ পরিবেশে ছেড়ে দিয়েছে। গত ৫ জুন বর্ধমান শহরের রথতলা সন্নিকট ডিভিসি ক্যানেল পাড় এলাকায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনকে কেন্দ্র করে সংস্থাটি অসংখ্য পাখি, কচ্ছপ, বিষধর সাপ সহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রচুর মাছ প্রকৃতির বুকে ছেড়ে দেওয়ার পাশাপাশি আড়াই শতাধিক গাছের চারা লাগিয়েছে। সেদিন তাদের এই সংখিপ্ত অনুষ্ঠানে উৎসাহ প্রদানের জন্য উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক খোকন দাস, বর্ধমান পুরসভার ২৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মানিক দাস, বিশিষ্ট প্রাণী চিকিৎসক তথাগত ঘোষ, সর্পপ্রেমী তথা ভাতার এলাকার বাসিন্দা হুম রাণা প্রমুখ।

একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ধমান শহর সহ পার্শ্ববর্তী সুবিশাল এলাকায় যখনই কোনও বন্যপ্রাণীকে আহত কিংবা অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকার খবর পায় সেটিকে উদ্ধারের জন্য কার্যত ঝাঁপিয়ে পড়েন প্রকৃতিপ্রেমীরা। এভাবে তাঁরা বিভিন্ন সময়ে নানাধরনের অসংখ্য সাপ, গোসাপ, পাখি, কচ্ছপ, গন্ধগোকুল, বেজি, কাঠবেড়ালি, বনবিড়াল, হনুমান প্রভৃতি উদ্ধারের পর সেগুলিকে চিকিৎসা ও সেবা–শুশ্রূষার মাধ্যমে সুস্থ করে তুলে সুবিধাজনক সময়ে পুনরায় প্রকৃতিতেই ছেড়ে দেন। তাদের এই প্রকৃতি প্রেমের হাওয়ায় ইতিমধ্যেই চারিদিকে মাথা দোলাচ্ছে অসংখ্য গাছপালা। পরিবেশপ্রেমীদের এই সংস্থাটি

বিগত তিন বছর ধরে বর্ধমান শহর সংলগ্ন ডিভিসি ক্যানেলপাড় সহ বিভিন্ন এলাকায় মেহগনি, কদম, জাম, জামরুল, জলপাই, পেয়ারা প্রভৃতি গাছ লাগিয়ে আসছে। তাদের এই কাজের মধ্যে একটা দারুণ বৈশিষ্ট্য বা মিল রয়েছে। তারা একদিকে যখন বন্যপ্রাণীদের সুস্থ করে প্রকৃতিতে ছেড়ে দিচ্ছে অন্যদিকে তাদের পর্যাপ্ত খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য ফলফলাদির গাছ লাগানোরও ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। একইসাথে খলশে, চাঁদা, ল্যাটা, পুঁটি, দাঁড়কে প্রভৃতি মাছ যাতে প্রকৃতি থেকে হারিয়ে না যেতে পারে তার জন্যও তাদের প্রচেষ্টা চলছে। এই কাজগুলি বিশেষ করে বৃক্ষরোপণের পর সেগুলির পরিচর্যার দিকেও সংস্থাটির যথাযথ ভূমিকা থাকে। সংস্থার অন্যতম প্রধান সদস্য অর্ণব দাস বলেন, বর্তমানে বিশ্বজুড়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখাটাই এখন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য গাছপালার পাশাপাশি বন্যপ্রাণী, বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ, মাছ সহ জলজ প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখাটা অত্যন্ত জরুরি। আমরা জনা কুড়ি সদস্য মিলে বিভিন্নজনের সহায়তা ও উৎসাহ দানে সাধ্যমতো সেই কাজটাই ধারাবাহিকভাবে করার চেষ্টা চালাচ্ছি। এবছর শতাধিক বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি প্রায় ১৮০টি বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণীকে অসুস্থ এবং অসহায় অবস্থায় উদ্ধারের পর সুস্থ করে তুলে সেগুলি প্রকৃতির বুকে ফিরিয়ে দিতে পেরেছি। এবার বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আমরা ১টি গোখরো এবং ১টি চন্দ্রবোড়া সাপ, ২টি কচ্ছপ, ২টি কাঠবেড়ালি সহ ৪০টি মুনিয়া পাখি প্রকৃতির কোলে ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের এধরনের কাজ দেখে এদিন আরও উৎসাহ জুগিয়েছেন এলাকার বিধায়ক খোকন দাস সহ অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী। সকলের কাছে আমাদের একটাই বিনীত আবেদন বন্যপ্রাণীদের কেউ মেরে ফেলবেন না। বাস্তুতন্ত্র অনুযায়ী প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে এদেরও বাঁচতেই হবে। প্রকৃতিতে সকল প্রকার প্রাণীর বাঁচার অধিকার আছে। পাশাপাশি বিশ্ব উষ্ণায়ণের ভয়াবহ গ্রাস থেকে রক্ষা পেতে সাধ্যমতো গাছ লাগাতে সকলেই এগিয়ে আসুন।

একাঙ্গী ও সৃজনীর সাহিত্যবাসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সমুদ্রগড়ে সৃজনী ও একাঙ্গী সাহিত্য পত্রিকার যৌথ উদ্যোগে ১৩তম বর্ষসূচি অনুষ্ঠান উপলক্ষে সারা ভারত কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিন ব্যাপী সাহিত্য বাসরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন বিশিষ্ট কবি শিবশংকর বক্সী। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন খুদে শিল্পী উপাসনা ভট্টাচার্য। সাহিত্য বাসরকে আলোকিত করে কবি সাহিত্যের নানাদিক তুলে ধরেন প্রাণী সম্পদ দফতরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। একাঙ্গী পত্রিকার করোনায় হারানো প্রয়াত সম্পাদক বাবলু হাজরার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান পর্বের মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হয়। সৃজনী পত্রিকার সম্পাদক নিমাই দেবনাথ বলেন, এই অনুষ্ঠানটি আয়োজনের জন্য স্থানীয় নবোদয় সংঘ ক্লাবের সদস্যদের নেওয়া হয়েছে। এছাড়া অনুষ্ঠানের প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। মনোরম পরিবেশে কবিতা, আবৃত্তি, সঙ্গীত এবং সাহিত্যকথায় অংশ নেন ১৫০ জন খ্যাতিমান কবি লেখক সাহিত্যিক ও সঙ্গীতশিল্পীরা দ্বিতীয়পর্বে মঞ্চে সল্টলেক নিবাসী সঙ্গীত শিল্পী অনন্যা রায়ের একটি অনবদ্য

নজরুল গীতি পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান জমে ওঠে। এদিন স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন বলাগড়ের কবি মলয় মাঝি। শিবশংকর বক্সী, সুখেন্দ্র নাথ রায়, যুথিকা দেবনাথ, শুভেন্দু চক্রবর্তী প্রমুখরা। এদিন বাবলু হাজরা মঞ্চে বিশেষ সম্মান জানানো হয় শিলিগুড়ির সুলেখা সরকার, বাংলার সাহিত্য আকাদেমির সম্পাদক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রতন কুমার নাথ, রাজীব ঘাঁটি, তপন বৈরাগ্য, কোয়েলী ঘোষ। অনুষ্ঠানে 'একাঙ্গী' সাহিত্য পত্রিকার ২১ তম সংখ্যা ও 'সৃজনী' সাহিত্য পত্রিকা ও কবিতা সংকলন 'সঞ্চয়ন' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত করেন স্থানীয় মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। সৃজনী সাহিত্য পত্রিকার ক্রোড়পত্র প্রতিযোগিতায় প্রথম হন (কৃষ্ণনগর) রতন কুমার নাথ, দ্বিতীয় (কলকাতা) সান্ত্বনা চ্যাটার্জী, তৃতীয় (আরামবাগ) শ্রীমন্ত দে। এদিন স্থানীয় স্কুলের মাধ্যমিকে মেধা তালিকায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। আশুতোষ দেবনাথ ও বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঞ্চালনায় সাহিত্য বাসর হয়ে ওঠে মনোমুগ্ধকর। এই অঞ্চলে কবিতা উৎসবকে ঘিরে মানুষের উন্মাদনা ছিল লক্ষ্যনীয়।

শতাব্দী প্রাচীন মহমেডানে আশার আলো

অরিঞ্জয় মিত্র

সম্প্রতি মুম্বই স্টক এক্সচেঞ্জে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা টয়াম ইন্ডাস্ট্রির শতাব্দী প্রাচীন মহমেডান ক্লাবের ৫১ শতাংশ শেয়ার কেনার খবর নিয়ে কলকাতা ফুটবল নতুন করে উদ্দীপ্ত হয়েছে। বলাইবাহুল্য, তিন প্রধানের অন্যতম প্রধান শক্তি মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব হৃতগৌরব ফিরে পাক সেটাই সর্বাঙ্গীনভাবে চায় তিলোত্তমা। মহমেডানের দুই প্রতিপক্ষ মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলও আন্তরিকভাবে চাইছে মহমেডান কামব্যাক করুক । টয়ামের সঙ্গে মহমেডানের চুক্তি যদি বাস্তবায়িত হয় তবে নিশ্চিতভাবে ভারতীয় ফুটবলের মূলস্রোতে প্রবাহিত হওয়া আরেকটি শাখার মুখ প্রবলভাবে খুলে যাবে। মহমেডান সূত্রে জানা গিয়েছে টয়াম যদি সত্যি সাদা-কালোর শেয়ার কেনে তবে প্রাথমিকভাবে একশো কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে তারা। সেক্ষেত্রে আগামী ২০২৩-এর আইএসএল খেলতে পারবে মহমেডানও। কে না জানে, এখনও ভারতীয় ফুটবলের মূল চালিকাশক্তি কলকাতা। সমর্থকের ভিত্তিতে কলকাতার তিন প্রধান আইএসএল খেলা যে কোনও দলকে শতগুণ পিছনে ফেলে দিতে পারে। টয়াম ইন্ডাস্ট্রিজ সূত্রে জানা গিয়েছে তারাও এই চুক্তির বিষয়ে খুবই আশাবাদী।

ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানা ফুটবল ক্লাবের মধ্যে ইতিহাসের নিরিখে আমরা প্রায়ই শতাব্দীপ্রাচীন শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। আর এই শতাব্দী প্রাচীন বলতে এখনও সবার মুখে উঠে আসে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের নাম। সাময়িকভাবে হলেও কিছু মানুষের স্মৃতির সরণি থেকে হয়তো সরে যায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের নাম। অথচ ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে বসলে অতিঅবশ্যই মহমেডানের নাম উল্লেখ করতে হবে। কারণ সাদা-কালো ব্রিগেড ভারতের খেলাধুলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বাংলা তথা কলকাতার ফুটবল মানে সবসময়ই চলে আসবে তিন প্রধানের নাম।

মহমেডান হচ্ছে এই তিন প্রধানের মধ্যে এমন একটি দল যারা আবার দেশের যে কোনও প্রান্তেই খেলুক না কেন, সমর্থকদের ভিড় উপচে পড়ে। ইতিহাস হয়ে যাওয়া টুর্নামেন্ট ডিসিএম , ডুরান্ড বা রোভার্স এর কথা উঠলেই পুরনো দিনের ফুটবলপ্রেমীরা মহমেডানের নাম তোলেন। দিল্লির মাটিতে ডিসিএম এবং ডুরান্ড আর মুম্বইতে হওয়া রোভার্সেও মহমেডানের রমরমা ছিল দেখার মতো। হয়তো ট্রফি ঘরে তোলার নিরিখে মোহনবাগান , ইস্টবেঙ্গল অনেকটাই এগিয়ে। কিন্তু সমর্থকদের সমাদরে মহমেডান কোনও অংশে পিছিয়ে নয়। ক্রিকেটের ক্ষেত্রে পার্সি অভয়শেখরার নাম ইতিমধ্যেই শুনেছি আমরা। শ্রীলঙ্কার এই কট্টর সমর্থক দেশের খেলা থাকলে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে দেশ বিদেশ সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন। পাকিস্তান বা ভরতেও এমন বেশ কয়েকজন খেলাপাগল মানুষ আছেন যাঁরা পয়সার পরোয়া করেন না বিদেশ বিভুইতে গিয়ে প্রিয় দলের খেলা দেখতে। দেশ হারুক চায় জিতুক নো চিন্তা। গলা ফাটিয়ে সবার সঙ্গে দেশকে উদ্দীপ্ত

করাতেই এদের মজা। দেশপাগল এরকম সমর্থকদের মতোই হলেন ক্লাবভক্ত ফুটবলপ্রেমীরা। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল কিংবা মহমেডানের খেলা থাকলে এরা সব কিছু ছেড়ে ছুটে যায় প্রিয় ক্লাবের খেলা দেখতে। খেলাপাগল এইসব মানুষদের জন্যই হয়তো ক্রীড়াজগত স্বমহিমায় বিরাজমান। ক্রীড়াবিদরা মনে করেন, খেলার উৎকর্ষতা শতগুণ বেড়ে যায় যদি দেখা যায় তাদের সমর্থনে দর্শকরা পাগলের মতো গলা ফাটাচ্ছেন।

সারা বিশ্বের ক্ষেত্রেই সমর্থকদের এই উন্মাদনা প্রযোজ্য। ফুটবল বিশ্বকাপের সময়ে দেখা যায় প্রিয় দলকে সাপোর্ট করতে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে উজিয়ে আসা সমর্থকদের। বস্তুত, এর মধ্যে আবার শ্রেণিভাগ রয়েছে। ভাবুন তো একবার! সমর্থক। তারও আবার জাত। দীর্ঘদিনের রেকর্ড এটাই বলছে নিজেদের সবচেয়ে বেশি সভ্যভব্য দাবি করা ইংরেজ সমর্থকরা ফুটবল মাঠে হুলিগানস হিসেবে কুখ্যাত। তাদের গুণ্ডামির ভয়ে তটস্থ থাকে পুলিশ থেকে প্রশাসন। কোথায় কখন হুলস্থল ফেলে দেবে তার কোনও ঠিকানা নেই। ইংরেজ সমর্থকদের এই যুদ্ধংদেহী মনোভাবের সঙ্গে কাঠেকপাটে টক্কর দিতে দেখা যায় আরেক ইউরোপিয়ান দেশ জার্মানির সমর্থকদের। ইংল্যান্ড বনাম জার্মান খেলা থাকলে ভয়ে কাঁটা হয়ে যান শান্তিপ্রিয় সাধারণ সমর্থকরা।

কলকাতার কথায় ফিরবার ক্ষেত্রে ইংরেজ বা জার্মানিদের এই উদাহরণ খুবই প্রাসঙ্গিক। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মহমেডান যখন রমরমিয়ে খেলছে তখন ইস্টবেঙ্গল বনাম মহমেডান মুখোমুখি হলে এই দুই দলের অত্যন্ত আবেগপ্রবণ সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধলে সামলাতে হিমশিম খেতে হত পুলিশ থেকে প্রশাসন। যুযুধান মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের অহিনকুল সম্পর্কের কথা নিয়ে অনেক হইচই হলেও মহমেডান বনাম ইস্টবেঙ্গলের খেলা নিয়ে সবথেকে বেশি উন্মাদনা তৈরি হত। ইস্টবেঙ্গল আর মহমেডান সমর্থকরা যেন অনেকটাই জার্মান বা ইংরেজদের প্রতিভূ। সেই তুলনায় মোহনবাগান সমর্থকরা যেন অনেকটাই নির্বীষ। তাবলে মোহন সমর্থকরা ধোয়া তুলসী পাতা এমন ভাবাটা ভুল। কিছু উন্মাদ সমর্থকের জন্য অনেক সময় মুখ পুড়েছে সবুজ-মেরুনেরও। তবে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই মহমেডান এবং ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকরা উন্মাদনার পারদে মোহনদের চেয়ে অনেক এগিয়ে।

কলকাতা ভারতীয় ফুটবলের মক্কা। আর এই শহর সাক্ষী থেকেছে একের পর এক বিশ্বসেরা তারকার আগমনের।

২০১৭ সালের শারদ উৎসবের আনন্দ যেন বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল কলম্বিয়ান বিশ্বকাপার ভালদারেমার উপস্থিতি। প্রসঙ্গত একসময় আরও এক কলম্বিয়ান তারকা হিগুইতোয় মুগ্ধ হয়েছিল গোটা ফুটবল বিশ্ব। যথারীতি ভারতেই সেই দামাল হাওয়ার উপস্থিতি টের পাওয়া গিয়েছিল। হিগুইতা ছিলেন আদতে গোলকিপার। কিন্তু তিনি যেভাবে বিপক্ষের গোলে হানাদারি করতেন তা ছিল দেখার মতো। বস্তুত তিনি হয়ে উঠেছিলেন তৎকালীন ফুটবল বিশ্বের এক আইকন। গোলকিপারদের তো বটেই। ভালদারেমার উত্থানও ঠিক এই সময়। দ্রুত কলম্বিয়ার নাম উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন ভালদারেমা-হিগুইতা-রা। সেইসময় অবশ্য একটি দুঃখজনক অধ্যায়ও ঘটেছিল কলম্বিয়ান ফুটবলে। মাফিয়া আক্রমণের শিকার হয়ে প্রাণ দিতে হয়েছিল আরও এক কলম্বিয়ান স্টার অ্যাসকোবারকে।

ভালদারেমার থেকে আরও বড় তারকা ফুটবলারদের অবশ্য প্রত্যক্ষ করেছে কলকাতা। স্বয়ং ফুটবল সম্রাট পেলে আমেরিকার কসমস দলের হয়ে কলকাতায় শুভেচ্ছা সফরে এসেছিল। ১৯৭৭-এর সেই মহাক্ষণে পেলের দলের সঙ্গে সম্মুখ সমর হয়েছিল মোহনবাগানের। পেলে তখন খেলার জীবনের শেষ ধাপে। অবসরের পরের অধ্যায়ে আমেরিকান ক্লাবে খেলছেন। তাও সেই বয়স্ক পেলের স্কিল দেখেও 'থ' হয়ে গিয়েছিল তিলোত্তমা। ইডেন ভর্তি সমর্থক তা উপভোগ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, একেবারে চেটেপুটে ব্রাজিলিয়ান সাম্বা ফুটবলের এই আস্বাদন নিয়েছিল মহানগরী। পেলে যদি ফুটবল সম্রাট হল তবে ফুটবলের যুবরাজ নিঃসন্দেহে মারাদোনা। প্রয়াত আর্জেন্টাইন এই তারকাও ধন্য করে দিয়েছেন কলকাতায় এসে। একটাই দুঃখ আজও কুরে কুরে খায় কলকাতাবাসীকে। বর্ষীয়ান হলেও পেলের লাইভ ম্যাচ দেখা কলকাতা কিন্তু মারাদোনার কোনও ম্যাচ এই শহরে দেখতে পাননি। তাও মারাদোনাকে হাতের কাছে পেয়ে সেই কষ্ট সুদে আসলে মিটিয়ে নিয়েছে কলকাতা। এছাড়াও বোখুম-সহ বহু নামিদামি বিদেশি ক্লাব টিম এখানে খেলে গিয়েছে।

আরও এক মেগা ফুটবল ইভেন্ট কলকাতায় বসেছিল নেহরু কাপকে কেন্দ্র করে ১৯৮৪ সালে। সেই বছর দুনিয়ার 'এক সে এক' তারকা ফুটবলার হাজির হয়েছিল শহরের প্রাণকেন্দ্রে। তখন অবশ্য যুবভারতী তথা সল্টলেকে ফুটবল ম্যাচ হওয়ার চল ছিল না। আজ যেটা শহরের সবথেকে বড় ক্রিকেট গ্রাউন্ড সেই ইডেন গার্ডেন্সে বসত ফুটবলের হাট। সেবারের নেহরু গোল্ড কাপে যাঁরা কলকাতায় খেলে গিয়েছেন পরবর্তীকালে তাঁদের অনেকেই স্টার। এদের মধ্যে ১৯৮৬-র বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনা দলের বুরুচাগা, ভালদানো, ব্রাউন, গোলকিপার পম্পিদো তো ছিলেনই। মারাদোনার নেতৃত্বাধীন বিশ্বজয়ী আর্জেন্টিনা দলের কোচ কার্লোস বিলার্ডোও ছিলেন সেই সফরে। বেশ মনে আছে নিজের আবেগ সামলাতে না পেরে মাঠের মধ্যে ঢুকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য রেড কার্ড দেখে এক ম্যাচের জন্য নির্বাসিত হতে হয়েছিল বিলার্ডোকে। সেই আর্জেন্টাইন ব্রিগেডে আরও এক তারকা ছিলেন যাকে তখনকার জমানায় মারাদোনার সঙ্গে তুলনা করা হত। সোনালী চুলের অধিকারী গারেকা কিন্তু ফুটবল মানচিত্র থেকে প্রায় মুছেই যান পরবর্তীকালে। সেবারের নেহরু গোল্ড কাপে যুগোস্লাভ কোচ চিরিচ মিলোভানের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় দলও ছিল প্রখর শক্তিশালী। শক্তিশালী আর্জেন্টিনা-উরুগুয়ের মতো দলগুলির বিরুদ্ধে যে ম্যাচ উপহার দিয়েছিল ভারত তা আজও আলোচনাযোগ্য। ভাস্কর, মনোরঞ্জন, সুব্রত, প্রসূন, প্রশান্ত, মানস, বিশ্বজিৎ, কৃষেন্দু, অলোকরা তখন সমানে সমানে লড়ে গিয়েছিলেন এই দলগুলির বিরুদ্ধে। আর্জেন্টিনার সঙ্গে জোর টক্কর দিয়ে ১-১ ড্র করেছিল মিলোভানের ভারত। আর্জেন্টিনার ১১ নম্বর বুরুচাগার সঙ্গে জার্সি বদল করেছিলেন ভারতীয় ১১ নম্বর জার্সিধারী বিদেশ বসু। তৎকালীন উরুগুয়ে টিমও ছিল বেজায় শক্তিশালী। বিশ্বকাপার রামোস, ফ্রান্সিসকোলি, রডরিগেজরা সেবার কলকাতার ফুটবলকে রীতিমতো মাতিয়ে তুলেছিলেন। হাঙ্গেরির দুর্ধর্ষ ফ্রিকিক টেকার লাজলো কিসের খেলা এখনও মনে আছে বহু ফুটবল ভক্তের। দক্ষিণ কোরিয়ান জুং বং পার্কও কম যান নি কোনও অংশে। ৫০-৬০ কিংবা সত্তরের দশকের পর আরও একবার ভারতীয় ফুটবলকে মাইলেজ দিয়েছিল ৮৪-র নেহরু কাপ।

জ্যাভলিনে তাক লাগাচ্ছেন সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অ্যাথলিট তাঁর ধ্যানজ্ঞান। আর সেই অ্যাথলিটের জ্যাভলিন ইভেন্টকে কেন্দ্র করেই সোনালী স্বপ্ন লালন করে চলেছেন বর্ষীয়ান সন্ধ্যা পাকিরা। সদ্য শেষ হওয়া ১৮-২৮ মে কেরালার ত্রিবান্দ্রাপুরমে ন্যাশানাল মাস্টার্স গেমস প্রতিযোগিতায় পূর্ব বর্ধমানের কালনার ষাটোর্দ্ধ সন্ধ্যা পাকিরা মহিলা বিভাগে জ্যাভলিন থ্রোতে গোল্ড ডিসকাস থ্রোতে ব্রোঞ্চ পদক অর্জন করে সকলকে তাক লাগিয়ে দেন। তাঁর অসাধারণ পারফরম্যান্সের দৌলতে রেকর্ড গড়ে সফল হলেন। অম্বিকা কালনার শ্যামগঞ্জ পাড়ার ছোট দেউরি পাড়া পার্কের কাছেই বাসিন্দা। শ্রীরামপুর পাটুলির ভারতীভবন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ক্রীড়া শিক্ষিকা। ২০১৮ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তারপরেই পুরোদমে ট্র্যাকে শুরু হয় মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে প্র্যাকটিস। যদিও জীবনে চলার পথে সন্ধ্যা একেবারে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়াকালীন মাঠে দৌড়ানো শুরু করেন। ২০১৯ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশে আমন্ত্রণমূলক মাস্টার্স অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ন শিপে সন্ধ্যা জ্যাভলিনে প্রথম স্থান, শটপুট ও ১০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ওই বছরই মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড়ের

রায়পুরে স্বামী বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে জ্যাভলিনে প্রথম, শটপুটে প্রথম ও হেমারাইতে তৃতীয় হন। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে ৪০তম কোটিকোড়ে ন্যাশানাল ভেটারেন্স অ্যাথলেটিক্সে জ্যাভলিনে দ্বিতীয়, শটপুট ও ডিসকাস থ্রোতে তৃতীয় স্থান অর্জন করেন। বাড়িতে তাঁর মেডেল প্রাপ্তির তালিকার ছড়াছড়ি। সঙ্গে শংসাপত্র দেখলে যে কারও চোখ কপালে উঠবে। তিনি রাজ্যস্তর পর্যায়ে ২৪টা, ন্যাশনাল স্তরে ১৬টি পদক একের পর এক প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছেন। তাঁর সোনার পদক ৭টা, ব্রোঞ্চ আছে ৬টি, রুপো ৩টি। আজ অবসরের পর চৌষট্টিতে পা দিয়েও ভেটারেন্স অ্যাথলেটিক্সের প্রতি নেশা বিন্দুমাত্র কমেনি। সেইটানে প্রতিদিন ভোর ৫টায় কলেজ হস্টেল মাঠে জোরকদম অনুশীলনে কোনও খামতি নেই। একসময় কানলা কলেজে পড়াকালীন কোচ সুজিত সিনহার তত্ত্বধানে ঘষে মেজে রপ্ত হন। তার স্বামী অনুপ সরকার পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ অফিসে চাকরি করতেন। একমাত্র মেয়ে দেবলীনা সরকার পিজিবিটি কোর্স করে বাড়িতে রয়েছেন। তারা সকলেই সন্ধ্যাদেবীকে সর্বদা অনুপ্রেরণা ও উৎসাহিত করে চলেছেন। তাঁকে খেলাধূলার মাঠে নিয়ে আসার আগ্রহ ও উৎসাহ জোগায় ভদ্রেশ্বরের অভিজ্ঞ বর্ষীয়ান অ্যাথলিট ও ফুটবলের রেফারী নির্মল সরকার। একসময় তিনি কালনায় থাকতেন। সন্ধ্যা দেবীর একমাত্র স্বপ্ন আগামী দিনে আন্তর্জাতিক স্তরে অংশগ্রহণ করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করা। তাকে অনেক বেশি টানে তার আইডল হরিয়ানার নীরজ চোপড়ার মেজাজটার মতো। তাঁর প্রিয় ইভেন্ট জ্যাভলিন ও ডিসকাস।

ওয়েস্ট বেঙ্গল বডি বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন ও বিবেকানন্দ স্পোর্টস আকাদেমির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আইএফবিবি মিস্টার অ্যান্ড মিস ইউনিভার্স ও ফিটনেস ফেস্টিভ্যাল – ২০২২ চারদিনব্যাপী এই চ্যাম্পিয়নশিপের কৃতী ব্যক্তিদের সম্প্রতি কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংবর্ধনা জানানো ও পুরস্কৃত করা হল। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার জ্যোতির্ময় মাইতি জানান, এখানে মোট ছ'টি বিভাগের কৃতীদের পুরস্কৃত করা হল। এবার মিস্টার ইউনিভার্স হয়েছেন সেফ আবদুল সারফারোজ আর মিস ইউনিভার্স ও মিস ইন্ডিয়া গোল্ড হয়েছেন প্রিয়া মজুমদার দু'জনকে পুরস্কৃত করা হল। এই সম্মেলনে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত জ্যোৎস্না মুখোপাধ্যায়।

ক্যারাটেতে শীর্ষে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অল ইন্ডিয়া ওকাজাকি কাপ' ২২ তম আইএসকেএফ ন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২২ প্রতিযোগিতায় শীর্ষ স্থান অধিকার করল পশ্চিমবঙ্গ। ২৭-২৯ মে পঞ্জাবের ফাগওয়াড়ায় লাভলি প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটিতে ইন্টারন্যাশনাল সতোকান ক্যারাটে ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া আয়োজিত এই জমজমাট প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান দখল করে। এছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে অসম এবং পঞ্জাব। এই প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত কুমিতে ইভেন্টে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রথম স্থানটি ছিনিয়ে নিয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার ইছাবট গ্রামের বাসিন্দা ত্রিদীপ পাল। তিনি মঙ্গলকোট

থানার সিভিক ভলান্টিয়ার পদে কর্মরত। তাঁর এই সাফল্যে গর্বিত এলাকাবাসী। ত্রিদীপ পালের ক্যারাটে প্রশিক্ষক পরিতোষ শিকদার এখবর জানিয়ে বলেন, পঞ্জাবের ফাগওয়াড়ায় আয়োজিত এই ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ৪৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে শতাধিক প্রতিযোগী ছিলেন। এরাজ্যের প্রতিযোগীরা সর্বাধিক স্বর্ণপদক ছিনিয়ে নিয়ে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করেছেন। সারা দেশের শতাধিক জাজেস রেফরি অফিসিয়ালের সহায়তায় সমগ্র প্রতিযোগিতাটি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। উজ্জ্বল উপস্থিতির মধ্য দিয়ে তিন দিনের এই প্রতিযোগিতার গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন লাভলি প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটির স্পোর্টস ডিরেক্টর ডঃ ভি কৌল, সেনসি জগমোহন (ভিআইজে ডব্লিউকেএফ রেফরি) প্রমুখ।

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে এ বছরের প্রথম ডিভিশনের ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এ বছরের প্রথম ডিভিশনের ফুটবল প্রতিযোগিতা আগামী ১২ জুন থেকে। আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী কার্যকরী সভাপতি, নান্টু পাল ফুটবল সম্পাদক সৌরভ সরকার কোষাধ্যক্ষ সুভাশীষ ঘোষ ও অন্যান্য সদস্যরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান কোভিড পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠে আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফেরাতে চাইছে শিলিগুড়ির ফুটবলকে।

সচিব কুন্তলবাবু জানান, এবার সবকটি প্রথম ডিভিশনের খেলা স্টেডিয়ামে হবে । পাশাপাশি প্রতি খেলায় সেরা খেলোয়াড়কে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে। পাশাপাশি মহিলা ফুটবলারদের তুলে ধরতে একটি প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। শিলিগুড়ি ও তার আশপাশ থেকে মহিলা খেলোয়াড়দের নিয়ে একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করা হবে।

শ্রদ্ধায় স্মরণে 'উজ্জ্বল'

নিজস্ব প্রতিনিধি : উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। এক ডাকে সলে তাঁকে চিনতেন। তাঁর দুর্দান্ত ডিফেন্স এক অসাধারণ খেলোয়াড়ে রূপান্তরিত করেছিল তাঁকে। ষাটের দশকের শুরু থেকে সত্তরের দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলার ভলিবলের অন্যতম সেরা নক্ষত্র। স্টার ফুটবলার, স্টার ক্রিকেটারের মতো তিনি প্রকৃতপক্ষেই ভলিবলের স্টার ছিলেন। ইউনর্ভাসিটি ব্লু উজ্জ্বলবাবু জাতীয় ভলিবলে একাধিকবার বাংলার হয়ে খেলেছেন। অধিনায়কও হয়েছেন। ১৯৬২ সালে জাপান ১৯৬৭ সালে রাশিয়া, ১৯৭০ ও ৭১ সালে প্যারিস এবং বাংলাদেশের বিপক্ষে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। যেমন লম্বা ছিলেন, তেমনি ছিল তাঁর শরীর। খেলেছেন রীতিমতো দাপটের সঙ্গে। রাজ্য ভলিবলে তাঁর দল ছিল বিজয়ী সংঘ।

১৯৯৫ সালে মাত্র ৫৫ বছর বয়সে এই অসাধারণ ভলিবলার

আমাদের ছেড়ে চলে যান। তারপর থেকে টানা ১৭ বছর ধরে উজ্জ্বলবাবুর প্রয়াণ দিবস পালন করে চলেছেন তাঁর ছেলে সজল চট্টোপাধ্যায়। প্রতিবছর একই দিনে শ্রদ্ধার সঙ্গে বাবাকে স্মরণ করছেন তাঁর ছেলে, এমন দৃষ্টান্ত কিন্তু বড় একটা দেখা যায় না। ঘরোয়া পরিবেশে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর নিজের বাড়িতে এই দিনটি পালিত হয়ে আসছে। এবারও তাঁর প্রয়াণদিবস যত্নের সঙ্গে পালিত হল। একজন ভলিবল খেলোয়াড় কী করে এতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছেন, সেদিনের স্মৃতিচারণায় সেই কথাটাই বারবার উঠে এসেছে চঞ্চল ব্যানার্জি, স্বপ্না চ্যাটার্জি, প্রণব ব্যানার্জি, লোপামুদ্রা ভট্টাচার্যদের কণ্ঠে। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন, সেই সময় দেশের অন্যতম সেরা ভলিবলার ছিলেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়।

জামাই ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি অঞ্চলে জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষে এক দিনের আট দলের নক আউট ফুটবল খেলার আয়োজন করেন ঝড়খালি ২ নং সুন্দরবন নবারুণ সংঘ। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন , বিশিষ্ট সমাজসেবী বিধান বাইন, প্রণব মন্ডল মহাশয়, শিমুল সরদার, গোপাল মিস্ত্রি, সুজিত সরকার, রনজিৎ সানা, শিশির সরকার, কান্তরাম মন্ডল, সুন্দরবন নবারুণ সংঘ সভাপতি রনজিৎ সানা, সম্পাদক শিশির সরকার বলেন,

জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষে শুধু আম কাঁঠাল নয় , জামাইবাবুদের একটু আনন্দ দিতে এই টুর্নামেন্ট। ফাইনাল খেলার নির্ধারিত সময়ে রক্তিম এন্টারপ্রাইজ, ব্লকা সংঘ কে ৩-০ গোলে হারিয়ে জয়লাভ করে। রক্তিম এন্টার প্রাইজ-এর সুমিত এলিম পর পর ৩ টি গোল দেয়। রক্তিম এন্টার প্রাইজ উইনার্স টিমকে সৌরভ স্মৃতি পুরস্কার ট্রফি তুলে দেন দাতা সুজিত সরকার মহাশয়। এবং ব্লকা সংঘ রানার্স টিমকে পুরস্কার তুলে দেন কৃষ্ণ শপিং প্লাজা । সংঘের পক্ষ থেকে প্রত্যেক দলের জামাইদের দ্বিপ্রহর-এর আহারের ব্যবস্থা করেন। এই ফুটবল খেলা দেখতে উপচে পড়েছে এলাকার সাধারণ মানুষ।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com